বসন্ত-উৎসব কাব্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীবাঁটা।

প্রকাশক—
শ্রীভূদেব শোভাকর বি-এ, বি-ই।
হরিপুর-সারস্বত ভবন।
হরিপুর—নদীয়া।

মূল্য—২॥০ দুই টাকা আট আনা মাত্র।

কলিকাতা,
১২৪, ২/১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, "সংস্কৃত প্রেসে"
শ্রীতারাপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত দ্বারা মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের নিবেদন

বসন্ত উৎসব কাব্য ১২৯৮ সালের ফাল্গুন মাসে লিখিতে আরম্ভ করি। ১৩০০ সালের পূর্ব্বে তৃতীয় খণ্ড পর্য্যন্ত রচিত হয়। তৎপরে কয় বৎসর ইহার প্রতি আর মনোযোগ দিই নাই একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। ১৩০৯ সালে কিছু কিছু সংশোধন করিয়া সেই সাল হইতে এ পর্য্যন্ত সহরে-পল্লীতে—নবীন-প্রবীণ এ রসে রসিক অরসিক—পণ্ডিত-কবি অপণ্ডিত অনেককেই শুনাইয়া আসিতেছি। মুদ্রণের চেষ্টা বিশেষ ছিল না। মধ্যে ১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাসে পরম স্নেহভাজন শ্রীমান ভূদেব শোভাকর B.A. B.E. আসানসোলের ইঞ্জিনিয়ার একরূপ জোর করিয়াই খাতার পাতা কাটিয়া এই কাব্য ছাপিতে দেন। সেইরূপ করিয়া না দিলে বোধ হয় চিরকালই ইহা খাতাতেই থাকিয়া কীট কবলিত হইয়া বিলুপ্ত হইত। তাহা ভাল হইত কি মন্দ হইত – তাহা গুণ-গ্রাহীরাই জানেন। প্রথম খণ্ড পাঁচ ছয় মাসেই মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ড অতি মন্থরগতিতে চলিয়াছিল। এক্ষণে মাত্র দুই খণ্ড সাধারণে প্রকাশিত হইল। যে দুই খণ্ড বাকি থাকিল—তাহারা অন্যান্য নিরপেক্ষ ও আপন পদার্থে সম্পূর্ণ। এই মুদ্রণ কার্য্যে কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজের সুপারিন-টেনডেণ্ট ও "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রিকার সম্পাদক চির স্নেহভাজন শ্রীমান কবিরাজ সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমার দ্বারা হইলে হইত না। তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

এই কাব্য যথেচ্ছ ছন্দে লিখিত—এক হিসাবে ইহাকে কতকটা শ্রব্য-কাব্য বলিলে মন্দ হয় না; কেননা মনে মনে পাঠের চেয়ে উচ্চারণ করিয়া পাঠ করিলে অপেক্ষাকৃত ভাল লাগিতে পারে। ইহার ভাষা—ভাব—ছন্দ—কিম্বা প্রকাশ-ভঙ্গী কাহারও অনুকরণ নহে। তাহাতে যে দোষ গুণ ঘটিয়াছে তজ্জন্য দায়ী আমি সম্পূর্ণ—সুধীগণ বিচার করিবেন।

এ কাব্যের ভিতর যে সকল পক্ষীর রব ব্যবহার করিয়াছি তাহা কাল্পনিক নহে। ঘটনা-বৈচিত্র্যে তাহাদের সংস্থাপনা ও যে যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছি—তাহা অবশ্য কাল্পনিক সন্দেহ নাই—তবে সুপ্রযুক্ত হইয়াছে কিনা তাহার বিচার ভার কাব্য রসিকের হস্তে।

আমার কবি ও লেখক খ্যাতির ক্ষেত্র যতই সঙ্কীর্ণ হউক না কেন, আমি সে সকল স্থানে "শ্রীবাঁট" নামেই পরিচিত; বলা বাহুল্য শ্রী এবং আমার উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুকর ব্যাপার সংক্ষেপে "শ্রীবাঁটে" পরিণত হইয়াছে। প্রথমে যিনি আমার এই নামকরণ করেন—তিনি এই গ্রামস্থ একজন সুরজ্ঞ সুরসিক উৎকৃষ্ট বেহালা বাদক এবং সুবাদে আমার ধর্ম্ম ভ্রাতা—বয়স্য এবং বন্ধু ছিলেন। তিনি শোভাকর(চট্টোপাধ্যায়)উপাধি বিশিষ্ট নামটি তাঁহারও ছিল হরিচরণ। তিনি এবং আর যাঁহারা আমার উক্ত নাম ব্যবহার করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই পরলোকে। তাঁহাদের দত্ত প্রীতি-প্রফুল্ল রহস্য সম্বোধিত নামটি খুব সুরুচি সম্পন্ন না হইলেও আজও শ্রদ্ধার স্রকচন্দনেরই ন্যায় সার্থক জ্ঞানে অতীব আনন্দেই ধারণ করিয়া আসিতেছি, ত্যাগ করিতে পারি নাই।

হরিপুর—নদীয়া।	নিঃ
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।	শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকের বক্তব্য

ইংরাজী ১৮৯৯ সাল হইতে এই কাব্য কবির মুখে শুনিয়া আসিতেছি। উহারও বহুপূর্ব্বে যে এই কাব্য লিখিত তাহার পরিচয় লইয়াছিলাম—তাঁহার জীর্ণ খাতায় এবং কাব্য প্রকাশের জন্য তাঁহার ব্যর্থ-ব্যাকুলতায়। রচনা কালের সময়ে অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই কাব্য প্রকাশিত হইলে হয়ত ইহার স্থান এবং আদর অন্যরূপ হইত। যাহা হউক সেই নূতন কলেজে পড়ার সময় যাহা ছিন্ন কাগজের স্তূপের মধ্যে মহামূল্য রত্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম, আজ তাহা ছাপার অক্ষরে গাঁথিয়া বঙ্গের কাব্যরস-রসিকদের হস্তে কোনরূপে তুলিয়া দিলাম,—যথাবিহিত ব্যবস্থার অভাবে মুদ্রাকর প্রমাদ যথেষ্টই রহিল—সে ত্রুটি সহৃদয় পাঠক গ্রহণ করিবেন না। বিগত তিন বৎসর ধরিয়া মুদ্রণ কার্য্য আমার অর্থাভাবের সহিত মন্থরগতিতে চলিতে বাধ্য হইয়াছে—তাহার ফলে কবির হয়ত উৎসাহ ভঙ্গ ও অবসাদ হইয়াছে কিন্তু আমার উৎসাহ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, কেননা মুদ্রিত ফর্ম্মাগুলি আমার সাহিত্যিক কৃতবিদ্য বন্ধুগণের নিকট উপর্য্যুপরি পঠিত হইয়া সকলের নিকট অযাচিত প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ঐ সহৃদয় বন্ধুগণ এই কাব্য প্রকাশ কার্য্যে আমাকে যে উৎসাহ এবং আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

কাব্যের হাটে এই রত্নমালা উপস্থাপিত করিলাম। চির প্রচলিত প্রথায় সমালোচনার নিকষ ফলকে ইহার দর কষাকষি হইবে সন্দেহ নাই। হউক—তদ্ভিন্ন মূল্য নির্দ্ধারণ কিম্বা স্থান নির্দ্দেশ হয় না, কিন্তু আমি "মক্ষিকা" "ও ষটপদ" উভয়েব নিকট যুক্তকর হইয়া ও মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি- আমি প্রকাশকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম যাঁহার প্রেরণায়—তিনি এই কাব্যে এখনও পূর্ব্ববৎ আসীন হইয়া বলিতেছেন "অয়মারম্ভ শুভায়" আর পাশ্চাত্য ভাষায় তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতেছি Sooner or later.

হরিপুর-নদীয়া।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮

শ্রীভূদেব শোভাকর

বসন্ত উৎসব কাব্য।

প্রথম ভাগ

সূচনা খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কবির কথা।

১

একদা বঙ্গীয় কোন এক সুন্দব যুবা কবি
পরিণয়ে পেয়েছিল জীবনের সঙ্গিনী,
তারো মনোহর তনু অন্তর সুঠাম সুন্দর সবি
সদা প্রফুল্ল প্রেমময়ী সাধ্বী সে সুহাসিনী—
করিয়া সার্থক যেন যৌবনে দম্পতি পদবী।

২

আছিল মুখে মুখে   হরষে সুখে সুখে
সুরসাল নব প্রেমেব অপূর্ব্ব তর প্রচুর—
এক সুমধুর মোহেতে মাতি
যেন জগতে   সর্ব্বভূতে
বিছায়ে বিশাল আসন সুখের পাতি।

৩

রসিকা সে নব বধূ   রসিক সে কবি বঁধু
প্রমত্ত পরাণ নিত্য নূতন আনন্দ প্লাবন আকাঙ্ক্ষা আকুল,
ভুবন ভাসায়ে বহিত ছাপায়ে দু' হৃদের দু' বিশাল দু'কুল,
মাঝে মাঝে কভু উচ্ছাসে ছুটিয়া মান অভিমান
চলি কিছু দূর মিলনের রাগে উথলি তুলিত নতুন তুফান---
মধুর মধুর সোহাগের ঢেউ অধিক করিয়া স্বাদু।

জগ জীবনের অনিত্যতা ভার
মুছিয়া গিয়া হৃদয়ে দোঁহার
"সদা এমনি উথল উছল তীব্র তরল
খরতর তরঙ্গিত সুখ রসাল
বহিবে সোহাগে রবে চিরকাল"—
বলিয়া লাগিত মরমে ধাঁধাঁ বারবার।
যাহার সুখের সাগর সম্মুখে অপার
সেথা তাহার কেন নাহি হবে দুখের ভুল
পরন্তু ভিতরে ভিতরে অতৃপ্ত তৃষার
আর এক তরঙ্গ অনন্তে বাড়িয়া যাইত বিপুল।

৫

যা'র ফুটন্ত যৌবন কানন অসীম শোভায়
দু'ধারে মধুরে ছায়
তা'র একটী কুসুম ভাব-ভঙ্গীমা
ফুটিতে চাহিতে বেলা ফুরায়।
ভালবাসার একটু বাস সুবাসিতে
অমনি ত্বরিতে রাতি পোহায়,
যায় মিলন মুহূর্ত্ত মধুরে উড়ি,
তুলিতে তুলিতে সাধের ফুল—
পিয়াসু পরাণ যেমন তেমনি
রহিয়া যায় বিলাস ব্যাকুল।

৬

জ্যোৎস্না ভূষণা বসন্ত শোভনা
হায় যদি হয় শতাব্দি ব্যাপিনী একটী যামিনী
মধু প্রমোদিনী ফুটন্ত রাতি,—

স্নুরাগে জাগি জাগি যুগলে   কবে বেড়িগলে
থাকিবারে পায়   নির্জনে দুজনে
হাসিতে ছড়ায়ে মুকুতা ভাতি—
তবুও তায়   কি জানি হায়
প্রেমিক প্রাণের হয় কি না হয়
একটি সোহাগ দোঁহার সাধা—
জীবনে যদিও এখনো দু'জন জানেনি কেমন বিরহ-বেদন
তথাপি পরাণ দুইটি থাকিত   মরম অন্তরে হইয়া ব্যথিত
মিলনে পাইয়া দেহের বাধা।

৭

দেহ হ'তে দু'পরাণ খুলি   অনন্তে উছলি—
আনন্দ সরসা হরষ-বরষা—
ছুটি উঠি' দু'টি বিশাল উচ্ছাস—
মিলিয়া—হইয়া একটি ধারা   ভুবন ভরা
কেননা হায় গগনের গায় পায় বিকাশ
পূরায়ে জুড়ায়ে   জগতে ছড়ায়ে
যত বিশ্বের সুখ পরম সাধ-পিয়াস।
প্রেমিক যুবক যুবতী পরাণ পৃথক পৃথক আধেক আধা
কেনরে থাকে ক্ষুদ্র তনুর বাঁধনে বাঁধা ?

৮

যদিও মিটেনা এ খেদ মরতের
প্রাণ খুলিবার নাইরে চাবি,
পুলক পূরিত তবু তনু দু'টি মরমে অতুল আনন্দ ফুটি—
আছিল আদরে গলিয়া গলিয়া সুখেতে ডুবি।
আধ এক করা   চির ভরা ভরা
লালসা উথল ভাবের ঘোর

মাখানো সমান দোঁহার পরাণ
নিমগন মন সম বিভোর
যেন মধু মুরছিত মোহিনী সহিত মোহন কবি,
অথবা যেন বা প্রকৃতির হাতে
সোহাগা গালিত সোনার পাতে
রচিত দু'জন কবিতা এবং ছবি।

৯

এমনি জড়িত জীবনে জীবন, হৃদয়ে হৃদয় দিয়া বাঁধন,
ঢালিয়া বুঝি বা থাকিত দু'জন
একই স্রোতে আশা সুখ আর মতি গতি।
কিন্তু কালের কুটিল চক্র চির চঞ্চল
কণ্টকিত সুখের পথ সদা অসরল,
অথবা যথা তথা নিয়তির নির্মমতা কঠোর অতি,—
একবারো বুঝি তা'র নাহি ভাবি স্থিরতার ফল
কে জানে কত দিন সে সুখের অধীন
আছিল তাহারা দোঁহে দুঁহু হারা নবীন সে দম্পতি

১০

প্রাচীনতম আত্মীয় বন্ধু আছিল যা'রা
শুভার্থী কবির নিরখি' অচিরে তা'রা
বুঝিল ব্যাপার অতি পরিষ্কার—
সঙ্গে সঙ্গে চিন্তি' যুক্তি ভাব ভার
অভিসার তর করি একবিধ সোজা সিদ্ধান্ত
ভাবিল কবি আর কবির প্রিয়ার
উভয় মগজ নহেক সহজ
অবশ্য বেজায় বিলাস বাতজ
রকম বেতর নিতান্ত ব্যামোহ ভাবাক্রান্ত।

সুস্পষ্ট যা' লক্ষণ সবি তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফল
গোপন হৃদের চিন্তা উলঙ্গিয়া
ক্ষেপিয়া গিয়া হইয়া পাগল—
দু'জনারি বিদিকিচ্ছি বৈকুণ্ঠলাভ খুবি অভ্রান্ত।

১১

না ধরি আদি আদমের কিবা হালের আধুনিকী ইদানিকী ইভা
যে নজীরে হয় নিরয় নিকট জ্ঞাতি
নয় নাই বলি, সংসারে শান্তি ঘাতি,
অথবা রাক্ষসী নারী জাতি
ফল—সেই সঙ্গে কবি থাকে মহোল্লাসে মুখে মুখে
কভু ছাড়া কোনোক্ষণ নহে তিলার্দ্ধ দু'জন
সংসার আশ্রমে সজ্ঞানের এ কি সুলক্ষণ ?

কি বদ্ খোসা পুরু পুরুস অবিদ্ধ সরম দু'টি বদ্ধ বেহুঁস !
বুঝি গগনে গগনে দিগ দিগন্তর ভুবনে ভুবনে যুগ যুগান্তর
ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি জোড়া ভাঙ্গা ভ্রমি একা,—
ধরণীর প্রান্ত কোণে আসি জীবনে দুজনে
আজিই প্রথমি—যৌবনে যেনবা হ'য়েছে দেখা !

১৩

চির ক্ষুধিত গ্রাস দরশন নিয়ত নয়নে নয়ন দিবস নিশি,
নিরবচ্ছিন্ন তুচ্ছ তুচ্ছ অসম্বন্ধ বাক্যগুচ্ছ
আদরাচ্ছন্ন প্রমত্ত গাঁথনি অবোধ্য ভাষার অক্লান্ত কাহিনী
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রলাপের পালা পাহাড়ীয়া হাড় জ্বালাতনী।
জঙ্গলের গাছ পালা লতাপাতা
শুনি শুনি ফুরাতে পারেনা কথা
এত কয়, উভয় হাসি বিরলে বসি।

১৪

আর তো অহর্নিশ ফিশ্ ফিশ্
গুণ গুণ গান শিশ্ অফুরন্ত খিশ্ খিশ্
কিসের এত চাপা চাপা অগাধ রসী খুশির হাসি ?
উন্নতি অর্জ্জন বিষয় দর্শন প্রভৃতি প্রসঙ্গে নাহি কিছু মন
দিন দিন হইয়া চলিল ক্রমেই প্রমাদ
চরিত্র কবির জেয়াদা বরবাদ বেজায় বিলাসী।

১৫

সহসা একদা দারুণ দৈবের বশে
কিম্বা অবশ্য কর্ত্তব্য ব্যপদেশে
অথবা ঘন গুরু জন তাড়নায়—
তিষ্ঠিতে নারি মরমে মরি
প্রেমদার পাশে কবি অবশেষে
অতীব বিষাদে হায় লইল বিদায়।

১৬

ক্ষুদ্র এক পল্লীর মাঝে সে জীবন্ত বল্লীর কাছে
হৃদি আলিঙ্গনে চুম্বনের সনে
সঁপি রাখি সুখ সাধ অতৃপ্ত পিপাসু প্রাণ মন—
লয়ে তাপিত তনুটি খালি দিয়া হৃদয় সর্ব্বস্ব বলি
এক সদা কর্ম্মময় সুদূর সহরে একা কবি করিল গমন,—
নাজানি—কত কাঁদিয়ে কাঁদায়ে হায়
খুলে ছিল হৃদি বিদারণ বিদায়ের বাহুর বাঁধন।

১৭

শুনি প্রেমিকে পায় অপার্থিব ধন করে করে
বলে—মিলি দু'টি নয়নে নয়ন অনুরাগ রস ঘোরে
হয়—নাকি দৃষ্টিতে তাহার কত নবতর জগত সৃষ্টি

প্রেমিক পরশে শুনেছি হয় হরষে বিপুল পীযূষ-বৃষ্টি,
তবে কোন ব্যবসার আশে কোন ধন অভিলাসে
এ বয়সে দূরদেশে হায় এ অবোধ কবি যায় ?
পূর্ণ রাখি সর্ব্বস্ব সাধন অমূল্য রতন আপন ঘরে !

১৮

যা'র অফুরন্ত আনন্দ ভাণ্ডার ফলন্ত বিপুল পুলক পসার
সুখের ফলাও ঘরে কারবার অশেষতর নিজস্ব এমন
ছাড়ি ঘরের লক্ষ্মী সাজে কি তাহার অন্যধন আশে দূরে ভ্রমণ ?
ভালবাসার সকল কল স্থাপিত পীরিতি-পুরে
যৌবন-জাহাজ বাঁধা তরঙ্গ মত্ত-রস সাগরে—
নিষ্ফল জীবন সদাই তারি
যে না যতনে করে যৌবনে হৃদয় ভরি
বিশ্ব বিলাস বাণিজ্য আর আনন্দ রাগ রস কারবার,—
বিশেষি আগে ভাগে তা'র পরম প্রেমধন উপার্জ্জন—

১৯

যুবক বিচারে সাদা কথায়—
ফুটন্ত সুখের সময়ে হায়
দম্পতির বিধি নহে "বিদায়"—
এমনি রকম অন্তরে অন্তরে ভাবিল কতশতবার
কিন্তু কর্ত্তব্য-বিরুদ্ধে সাধ্য কি তাহার—
তুলি মুখ কথা ফুটিবার,—
ভাবিল সংসারে তিষ্ঠান ভার,
এক ছার কর্ত্তব্য আর অবক্তব্য বুড়াগুলার জুলুম জ্বালায়,
কবির বিশ্বাস বৃদ্ধ নিবন্ধন
নিরুদ্ধ নিশ্বাস যুবক-জীবন আরো নিরুপায়।

সূচনা খণ্ড।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ বিরাগ।

কেমনে লিখি অপক্ক বয়সা　　অধীর হৃদেব শেলেষ বরষা
অনুচিত রূঢ় চিন্তা সকল ?
কবিব জীবনে　　প্রথম যৌবনে
প্রথম প্রেমের বিলাসে বাধা পাইয়া প্রবল
হয়েছিল হায়　　যেরূপে বিকল
নবীন মরম কবির কোমল ?

২

যাহার যাতনা নাহি বাহিরিয়া মুখে
শুধু আলোড়িয়া হৃদি বেদনে দুখে—
সুদূরে গিয়া　　বনে বসিয়া—
নিরস সকল গাছের পাতায়—
নির্জনে নিরেলায় বসি বসি হায় লেখনি হানিয়া
হইয়াছিল যথাযথ যেমন যেমন
হাঁক ডাক রাগ রোষ বিকাশন—
নরম গরম কবির হৃদের　　বিবিধ আবেগ উষ্ণ অশীতল,
বাঞ্ছা হয় দিতে তা'র দু' একটা নকল
না যদি দি' রহিবে বাঁকী　　অপূর্ণ অসঞ্চিত অনেক ভাগ-
কবি-হৃদি-ক্ষেতের বৃদ্ধ-বিরাগ চিন্তা-ফসল।

৩

পাঠকে থাকে নিতান্ত আপত্তি কাহারো যদি
তা'হ'লে—হইলে চলিবে, আচ্ছা করি চক্ষু মুদি,
টপকি পরিচ্ছেদটি, পার—
বড় বেশী তাহে ক্ষতি ইহার নহিবে বোধ হয় বিষয়ে আসল;—
পাঠক নারাজ করিতে কিন্তু কিছুতে এ দীন নহেক রাজী
মোদের অতি সুস্পষ্ট কথা ইতি সরল।
পড়া না পড়া বিচারি বাছি,—
পাঠক মহৎ গণের আদৎ যেথায় যেরূপ ভাব অভিমৎ
যাঁহার যেমন ইচ্ছা রুচি।

৪

ভাবিল কবি ভালবাসা বাসে, বড় পরাধীন নর্
পর রুচি মুখ চাহি হৃদয় অবেগ বহি
লম্বা লঘু কিম্বা বহু রূপে রূপে উচ্চে চুপে
ভয়ে জয়ে চালাতে হয় যতনের আদর লহর্,
মৃদু কি শুধু শুধু করিবা কভুকভু মিথ্যা আড়ম্বর।
প্রাণ খুলি পূরা মাত্রা দম্পতি জীবন-যাত্রা
সহজে সরলে সমাজে নর মাঝে নির্ব্বাহ দুষ্কর
ব্যবহার সভ্যতার নীতি নাকি অতি ভয়ঙ্কর।

কবি ভাবে হায় হায় কব কার্য
কেনা জানে জগজনে জনে জনে
রুচির বিরোধ? প্রেমরঙ্গ-রস বোধ
হয় কি কদাপি কখন সমান সবার!
অথবা সমান প্রাণের প্রেমের প্রসার!

ছাড়ি সংসারের বিধি সাধারণ তিলটুকু কম কি বেশী ওজন
হইলে অমনি অনুমিত হয়—
—হয় মগজে ছিট্ নয় কল্মষ কীট্
নারী হৃদয়ের প্রশান্ত প্রেমের প্রদেশ ছাড়ি
দেখি খালি পীরিতের শুধু পাশব্ পিঠ্।

৬

হায় হেথাকার ভালবাসার প্রীত্ পসরার দাম্
বিরসা বুড়ার কাছে তো তার নাই ছেদাম্
হীন নেত্রে হেরে বিলাস বাজারে অপবিত্র পতিত পরেতের পুরে
শখের সাহায্যে ব্যবসা বাণিজ্যে
নামিয়া হয়েছে নারী পুরীর নাম নর্ম্ম নগর, নরকের আরাম।

৭

তার চিত পূতকারী প্রেমের মাধুরী মুছিয়া
অনন্ত পরশা প্রণয়ী-পরাণ মন মুচড়িয়া
করিয়াছে হায় বাসনা বঞ্চিত সরম কুঞ্চিত লালসা লাঞ্ছিত
জীবন বাঞ্ছিত বিলসন বাম—
কি ক্ষুদ্রতার বঞ্চনার মহাগার
হইয়াছে হায় এ সংসার ধাম।
আসল এ সবারি গোড়া যত বুড়ী বুড়া।

কেনা জানে জগতে হায় প্রবীন পছন্দ দুইটি ধান্দা
প্রথম পয়েলা আসল ঝোঁক
কল সিক্কা চাকচিক্কা—
সোনা বা চাঁদীর নগদ নগদ টঙ্কা রোক্,—
কিম্বা তাহার পয়দা জেয়াদা যেরূপে হোক্ ভাঙ্গিয়া কান্ধা
নিতান্তই চাই সেফে সিন্দুকে মজবুতিয়া খুবি তোড়াটি বান্ধা।

দ্বিতীয়ম, যেটি নম্বর দোসরা
তাহে বাস্তব লাভ্ অসম্ভব
রকম কম্ কিন্তু চরম মানস হরা সরস করা—
রসনা রোচক আসর জমক মহামজলিশ্ সর্গরম্কারক
আর কিছু নয় নেহাত্ নিছক নিতান্তই অহেতুকী
তর বেতর তাকিয়া হেলানে বসিয়া
মিলি গণ্ডা গণ্ডা করি বৈঠকী মধুর সুগন্ধী গুড়াকু ফুঁকি
রঙ্গে ঢঙ্গে শুধুশুধু বিবিধ ছন্দা ভ্রূকুটি ভাঙ্গিয়া
যুবা ছেলে-মেয়ের অযথা নিন্দা তেরেকিটি দিয়া কুচ্ছ করা
কি আয়েষ! খাণ্ডার বাণী, পরাণ ঠাণ্ডা! ক্লান্তি হরা!

১০

বৃদ্ধের দর্শন অর্জ্জন অর্জ্জন
বিলাস বর্জ্জন স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন—
শ্রমে শ্রমে করি প্রাণপাৎ কেবলি নিয়তি নিতান্ত নির্ঘাৎ
ভারে ভার মোটা মুদ্রার মোটারী বন্ধন,—
জগতে জীবনে ইহাই কি শুধু সার প্রয়োজন?

এদিকে—মুখে সংসার অসার
সকলি ব্যর্থ— অর্থ অনর্থ
আদি বোঝা সব 'বাঁধি কথার'
অজস্র ধার—কাজেতে কিন্তু বড়ই কম,
অর্থের অর্থ সোজা সাদা মাথায় গোঁজা
দেখি বোঝার বোঝা কিছু বেশী রকম।

১২

অতি সুখে স্থির সার সিদ্ধান্ত করিয়া নিতান্ত কহিল কবি
বৃদ্ধের মতে যুবতীযুবার পোষাক আশাক আচার বিচার
যা' কিছু জগ'তে মন্দ তাহার—বেবাক সবি।
নিরাশে কবি কহে শেষ যদি ধরো মলিন বেশ
হও চাষাটি সরেস নোঙরা ইডিয়াট
আর হলে ফিটফাট
তুমি ভ্রষ্ট মতি একটি মস্ত অতি
ইয়ার বিরাট বিশ্ব বখাট'
সকল দিকেই খাসা নির্ভরসা ঠাশা
মাগি শ্রীচরণে ঘাট!

১৩

যদি থাকো চুপ হও তবে খুব ম্যাদা গাধা বোকা,
আর যদি ন্যায্য কথাকও অর্ব্বাচীন যাও
জাহান্নবে বেটা বেজায় জ্যাটা ইঁচোড়ে পাকা।
ধন্য বুকে বল ধরে যুবকের দল,
বাহাদুরী খুবি, বরদাস্তিয়া নিরেট নিরবে হজম করিয়া
এতখানা ন্যায় সহিয়া থাকা।

১৪

একে সাধারণ হাঁসি খুসী করা দোষে সদা দূষী
আছেই নিয়ত যৌবত দল,
কেননা কখন যুবজনগণ নাহিলয় কভূ ডিঙ্গায়ে জনম
টপ্‌কিয়া বদ্‌বয়স যৌবন অশ্লীলের যা' ঘোরলীলা স্থল
নহে কি এ দোষে যুবার দেয়া বিধি তা'র
বজোরে সবার যৌবনে ফাঁশি?
অবশ্য অবশ্য দ্বিতীয় (second) করিবে খকাং কাশি—
বুড়া সকল।

১৫

এদিকে অনেকে শপথে কহে—করিয়া হলপ,
যতই ঘনায়ে কালের কষিয়া আসিয়া পড়ে তলপ
ততই শোভিয়ে শোণের কেশে উঠে কলপ
ঝক্‌মারে তত ঝুটা দশন,
দ্বেষে রোষে মুখে গালি ফেরে
ক্লেশে-আশে মনে খালি ফিরে আসে যৌবন।
বিগত কিশোর লাবণ্য প্রাপণ-পিপাসাপূর্ণ অপত্রপ
জঘন্য যত দুর্ল্লভ লভন ব্যর্থকর্‌তপ

১৬

কবি কল্পনার ইঁহারা আবার দুরন্ত দুষমন
কে না জানে নবীন জীবনে নবীন জগত নবদরশা
নবীন পরাণ নূতন রসা, ভর্সাভরা ভাব্‌-বরষা
যুব হৃদিবিনা কবিতা সদন কোথায় কখন ?
কবিতা শুধু যৌবনে জাগে মধুরে ফুটিয়া প্রফুল্ল-রাগে
একা —নবীন হৃদেই দেয় দরশন।
কল্পনা কবিতা ফুটে কি সেথা
না হ'লে নূতন মরম,—নব নয়ন ?

১৭

এককথায় সাদা জানে সব জনে তা
যুবক নিন্দায় নিন্দিত কবিতা,—
সংসারে মানব-জীবন মাঝে যুবক-যুবতী নিজেরা রাজে
আশা সুখ্‌ শখোজ্জল জীবন্তঃসকল
রস ছলোচ্ছল কাব্য সচল,
আর বৃদ্ধগুলা গন্ধ গোলা
জীর্ণ পাতায় ঝাপ্‌সা আঁকা বিরসা—
ফিকামারা, কর্কশা—আখর কোরা—নির্ভরসা ছত্রে ধরা ছাতা

১৮

বৃদ্ধ দলে হয়ে কাবু জবু থবু বদ্ধকরে—"বলে বাপু
সাজিয়া গুজিয়া ছন্দে বন্ধে বেতর দ্বন্দে
তৈয়ারি হইয়া দিব্য উঠেছ তোমরা নব্য
এক এক জনা সত্য হালে বাহাল সন্থ
বটে ঠিইকি বালমিকী পন্থ,
কিন্তু বকেয়া প্রত্নতম অতিতুচ্ছ বরাবর
গড়ায়ে আসিছে অসভ্য গোড়ার বুড়া রত্নাকর
ভিতর ভিতর গন্থ।"

১৯

"যাদু যা হও তা হও বুড়া ছাড়া নও
বটে বৃদ্ধ বৃক্ষ কটু, তোমরা শুধু তাহার স্বাদু পটু ফল
প্রবীণের নবীন দল মধুর তর নতুন নকল,
কোথাও নও আসল সনাতন,
যুবা মাত্র বুড়ার নব সংস্কার দ্বিতীয় সংস্করণ"
যুবার প্রদত্ত ইহার জবাব মোদের মানা—একেবারে ছাফ্
বলিতে বারণ।

২০

এ কবির কাজে
না কিছু কিছু বকিলে বাজে
আসল কাজেরি যে কথা নাহিক সাজে
ডালপালা বিনা শোভে কি সুন্দর গাছের ফুল ?
নাক তো বটে দরকারী কি কাজের ভারী
প্রয়োজন সাধে ? বহু ডগেতে বসিয়া নাকের চুল ?
কেহ কহকি ভাই স্রষ্টা বিধির ঐটি ভুল ?
তাহা নয় কভু,—জগত প্রভুর
এই হয় রীতি চিরপদ্ধতি বিশ্ব সাজানো রচনা রুল। (rule)

২১

হেনরূপে মনে মনে তাপিত কবির,
অবশ্য এমনি এমনি বুড়ার খাতির—
না করি কম কড়ং কষ্য বেশীর ভাগ বরং তস্য
বুঝি হয়েছিল আরো বহুৎ রকম,
তবে আমাদের এতখানি করা পুঁথির বৃদ্ধি
সে সকল তরুণ কবির তরল বুদ্ধি
প্রকাশি করা তদ্বির,—কেবল ব্যাক্তি কারণ,—
তাহার ব্যাকুল প্রবল ব্যথিত মরম,—
নতুবা ইথে বাস্তবিকি গরজ গোস্তাকি
আমাদের দায়-দোষ কি—লাভ আয় হায় অতীব কম্।
বৃদ্ধ সদাই মোদের প্রথম অবশ্য নমস্য পূজ্য পরম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতির সহিত পরিচয়।

প্রিয়া বিরহিত মোদের, বিচ্ছিন্ন হৃদয় কবি
প্রফুল্লতা হীন মানসমলিন, অস্তাচলগামী প্রভাতকালীন
ম্লান মুখ যেন শশধর ছবি
হইল উদয় সুদূর এক সহরে আসি।
দেখিল নগর সৌধের সাগর
পথে পথে নরকুলাকুল বিচিত্র বিপুল
সাজানো সুন্দর পরশি' অম্বর
গাঁথা ঘন গৃহের তরঙ্গমালা অতুল,
বিরাট বিস্তার সরণি হাজার বাঁপণি বাজার
স্তরে স্তরে স্তুপাকার বৈচিত্র্যময় বিস্ময় বিকাশি'
অসংখ্য দেশের অগণ্য প্রকার পণ্যরাশি।

২

উৎসাহ ক্ষিপ্রতা উৎফুল্ল ব্যস্ততা
জনে যানে কার খানে
অহরহ কর্ম্ম ভিড়ে ভরা নিরলস পূর্ণ সজীবতা।
হাঁক ডাক হুহু হুস হুস হস হস
হড় হড় ঘড় ঘড় ঘং ঘং ঘস্ ঘস্
ঠকাঠং টাকাটং ভোভম্ কড়াকং দমাদম ধস্ ধস্
নিরন্তর অবিরল মিলি' বহু কোলাহল গোল রোল রব সব,
দূরদূর হতে শোনো আকাশে উড়িছে যেন
একতর মৌমাছি ঝাঁক অফুট অবাক্ "হা চা বো" কলরব।

হেন কর্ম্মময় জীবন্ত নিবাসে পশি,
ভিড়ের ভিতরে থাকি ভাবিল কবি একাকী
হৃদয় বিরস উদাস মানস—
জনতার মাঝে যথা বিজন প্রবাসী।
যেন বা, সোনার স্বপন ভগ্ন জাগিয়া কয়েদী বিষাদে মগ্ন
পুনঃ হেরি কারাগার—
কবির নয়নে তেমনি ভাসিল সহর-সমৃদ্ধি-বিষয় ব্যাপার।

৪

কিন্তু হায় কর্ম্মদাস নর—
ভাঙ্গা মন জুড়ে এলো শূন্য স্থান পুরি গেল
ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সহি সহি কিছু দিন পর,
মণি ত্যক্ত শূন্য স্থানে অলঙ্কারে ভরি গেল কদর্য্য কঙ্কর
বিজ্ঞ মতে কার্য্যে মজি গেল বুঝি পূর্ণিমনে মাণিক ভাস্বর।

৫

তবু কভু কভু কোন দিন কর্ত্তব্যের ভাঙ্গি বাঁধ
উদাস পরাণে পূরা'তে যথা ঘোলেতে দুধের সাধ—
ত্যজি' নগরের কোলাহল প্রকৃতির অঙ্কে নিরমল
হাঁফ ছাড়ি হইতে শীতল
আসিত সহর সন্নিকট কোনো বিজন বিপিনে,
সদাই একাকী বহিয়া বক্ষে কিন্তু খরতর হলাহল
বটে সুমধুর কোনো এক শিশির অন্তের দিনে।

৬

সে অরণ্যে অভাগা কবি জুড়া'তে একা আসিল যখন
প্রকৃতির সনে করিতে দেখা কাননে তখন,
উপর্য্যুপরি গত হিমানীর নিরদয় উপদ্রবে

পতিত আছিল পাদপের দল দুরন্ত অভাবে।
তৃণলতা গুল্ম ভরে ছোট বড় বৃক্ষ ঘরে লক্ষ লক্ষ
দরিদ্রতা ছেয়েছিল অরণ্যময় পড়েছিল
অতিশয় পত্র দলে দারুণ দুর্ভিক্ষ।

৭

সকল গাছের পাতা ঝ'রি সাব হ'য়ে ডাঁটা
নিখিলের প্রতি চির সদয়া প্রকৃতি
অতি অভাগা কবিকে হইয়া নিদয়া দেখাইত খেঙ্গ্‌রা ঝাঁটা
শুষ্ক পত্র দলে পদতলে বলিত "মর্‌মর মরম্মর"
আসিয়া বাতাস হাঁকিত পাতা সহ তাড়াইতে তা'রে অহরহ;
শ্বাসিয়া কহিত রাগি থাকি থাকি "শড়্‌শড়্‌ সর্‌ সর্‌"।
জুড়াইতে আসি গালাগালি রাশি
খাইত সে দুর্ভাগা লক্ষ্মীছাড়া কবিবর।

৮

তবু কি জানি কেন সে প্রকৃতির হেন
গালি কুভাষণ শত শত গুণে
বুঝি কি না বুঝি সাদা প্রাণে সোজাসুজি
করি একতর তার আদরের ঋজু মানে
মানব আদর হতে মনোহর বলি মানিত সে মনে মনে।

৯

হায় কোথা বঙ্গে আব করপুট পরিস্ফুট
বিনতির সুদীন নয়ন ?
পূত প্রেম পরকাশি ঋজু মাখা মধু হাঁসি
পূর্ণ শীলতার সুধা শুভ্র সুভাষণ ?
প্রণিপাত কোলাকুলি বাহুর কপাট খুলি,
সরস পরাণে হায় আবেগে আলিঙ্গন ?

গগন বিদারী 'হো হো হাহা' হাস্যের লহরী তোলা—
কোথা হৃদয় উদাস করি প্রাণ খোলা বন্ধু সংমিলন ?

১০

হদ্ রে বাবু হদ্
নোওয়ায়ে নয়ন চলন এখন
আবেশে অপাং নড্ (nod)
শির দোলানো হাত ঝাঁকানো
সিঙ্গেলে ডবলে কপালে রম্ভা ঠেকানো
ঘাড় করি কাৎ বিকশানো দাঁত
একদিকের গুম্ফ বনের গহনে প্রভাত
কাষ্ঠ হাসির আড়ষ্টিয়া টুক্ লটকানো
আর বাদ বাঁকি সারা মুখ ময় ভরা
অমাবশ্যার ঘুটঘুটিয়া আঁধার আটকানো
উঁচু উঁচু সার্কেলে বেড়ে বিটকেলে বদ্, বিদ্ঘুটিয়া ভিট্‌কুলামো।
যে অভিবাদ রঙ্গ বটে বঙ্গে প্রকটন
তাহ'তে ভঙ্গীভাল্লো ঢঙ্গ সরল বনের ভিতর সকল আসল,
উল অঙ্গ সভ্য শাখার প্লবঙ্গ প্রহসন।

১১

শিষ্টতায় শিটা করা কাষ্ঠ হাসি মিষ্ট ব্যবহার
উপরে স্ফূর্ত্তি ফাঁকা উর্দ্দী ঢাকা
অন্তরে ভর্ত্তি রাখা কেবল ফক্কিকার,
ভাবিত কবি বুঝি "সভ্যতার ভিতর ভিতর
কেবল ভরা ভান্ ফকা বিনয়ের চালান"
এটুক যে জানিত সে
কত জনের মনের ভাবে সে হিসাবে কবি ছিল কিছু ভাগ্যবান।

১২

ছাড়ি কবি মোদের সহরের শুখা খাসা সন্তোষ
জানিনা কি সুখে বসি পেয়ে বা কি রস ভরসা
শুনিত সদা আসি লতাবালার গাছ পালার
তরতর পবনা পাঁচালী বিহঙ্গী গালাগালি
বেউড় বাঁশের শাখে শাখে পাখীর খেউড়—
ঝটোপটো কটমটো অকথ্য মেলা রূঢ় ভাষা,—
কেজানে কেমনে পূরিত তা'র পরাণের গূঢ় তৃষা ?

১৩

সেই জানে তা'র প্রাণে কত পক্ষে করি মানে
ভাব তা'র কিরূপে বুঝিত বসি' বনে হাসিত কাঁদিত
কষিয়া বাঁধিত আকাশে আশা,—
কি জানি কেমনে কেন সে কাননে
প'ড়ে ছিল তা'র এত ভালবাসা ?
সুবিশাল কানন দেশের সমগ্র ভাষায়
কবি কিন্তু আছিল অজ্ঞ তখনো প্রায়
তাহার বিপুল বেবাক কাণ্ড-শাখায়।

১৪

জানিনা ঠিক হয়ত হইতে পারে
ঘুরিতে ঘুরিতে বিপিন মাঝারে
লতে পাতে ফুলে ঝোড়ে জঙ্গলে
বুঝিবা তাহার বিধুর প্রিয়ার পাইত কায়ার মধুর বাস,
জাগায় জাগায় হয়ত দেখিত হঠাৎ হঠাৎ
কবিণী অঙ্গের তেমনি রঙ্গের আব ছায়াপাৎ,
অথবা তা'র চেহারার হেথার হোথার ভাব আভাস—
কভু অধীর হইয়া ছুটিয়া গিয়া পাইত দেখিতে

সুধীর সমীরে ধীরে ধীরে
অলক্ষ্যে সুদূর পল্লি হইতে বহিয়া আনিতে
বিরহ-বিধুর-কবির বধুর বেদনা সহিতে দীর্ঘ শ্বাস।
কি কোনো খানে নিরখি' নিহারে—ভাবিত প্রিয়ার নয়ন নীর ?
বুঝি অমনি তখন মিলিত গিয়া
দু'চারি বিন্দু লোচন ঝরিয়া সেথা কবির।

১৫

নয়ত কবির ভাবনা-মগনা-তাপিত প্রিয়ার
মরম তলের যাতনা কাতর যতনা চিন্তার পুঞ্জিত ঘন
বিমান বহিয়া হাওয়ার উপর
বিজলীর শত মৌনজ্বালাভরা মলিন মেঘের টুকুরা'হেন—
ভাসিয়া ভাসিয়া লাগিলে আসিয়া
শাখায় ঘিরে গাছের শিরে
শিহরি' উঠিত যত তরুরাজি বাজিত পাখীর হৃদয়-তারে—
তা'য় আকুল হইয়া বিহগী বুঝি বিহগে ডাকিত—কতকি বলিত ?
অবাক হইয়া দাঁড়ায়ে কবি আবেগে শুনিত,—
এরূপে হয়ত অনেক প্রকার পাইত প্রিয়ার হৃদি-সমাচার
অনেক পাখীর সুরে,—
কিন্তু এ সব গূঢ় গোপন খবর বিবরি' খুলিয়া কভু কবিবর
দেয়নি কোথাও প্রকাশি' মোদেরে কোনো প্রকারে।

সূচনা খণ্ড।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(পাদপ পাঠক।)

১

মানব সকল হ'তে ক্রম দল হয়
স্বভাব নিরীহ সদা সাধু দয়াময়,
বুঝি শেষে হেরে বিরহী কবিরে অতি নিরুপায়
খুব সম্ভব হয়েছিল সব সদয়ে সহায়।
কেহ ডাকিত ঢুলা'য়ে শাখে ইশারি' আদরে তা'কে
নোয়া'য়ে ডগা লতা তা'র নত করি শিরোভার
সবিনয়ে কত তরু করিত কবিকে নমস্কার।
চুমিবারে হ'তো লোল্ কেহ দিত কাণ্ডে কোল
কারো নব মুকুলিত পাতা-ছাতা খুলি দিত ছায়।

২

হেনরূপে বঙ্গীয় কবি, জন হ'তে বিজনে যতন
বেজায় জেয়াদা পায়।
আজব্ রে জগদীশ? কা'র মতি কারে দিস?
বঙ্গজ নরচয় হ'তে হায় জঙ্গল সহৃদয়?
নতুবা কোন দেশী কবি আসি'
কাননে রোদন করি হৃদয় জুড়াতে চায়?

৩

পরে হেরি তা'র নিজ অবস্থার
এক তরু গুরু অনুকূল
করিল সার যাহার মূল

বংশাবলী ক্রমে নাম শাল্মলী
অধুনা উপাধি তার—শিমূল।

৪

এই শিমূলের মূলে শি (she)
নাই যে তার স্থিরতা কি ?
কে জানে কোন জাতি তরু হৃদি কোঠর মাঝার মথি'
মোহিত ক্রৌঞ্চ মিথুনে বধি নিষাদে বিষাদে তুলিয়া হায়
ধ্বনি বাণীর দুহিতা আদি প্রথম কবিতা
কবি গুরু বাল্মিকী-কণ্ঠে রসনা-আসনে প্রথমি প্রকাশ পায় ?
হতে পারে শিমূলের মূল যেথা কবিতার মূল নিহিত সেথায়।

৫

না হ'লে কেন এখনো এখনো
ঘোর লোহিত বরণ শোণিত মাখানো তা'র প্রতি ফুলে ফুলে
বিরহ বিদারণ হৃদি পিণ্ড-হেন
কিবা রাগে কেন হায় সারা গায় ফুটে থাকে দুলে দুলে ?
শিহরিত তার লোম-হরষণ কাণ্ডে কাণ্ডে
সহৃদয়তার কি বিভীষণ বারতা মণ্ডে ?
যাহে সে ঘটনা স্মরি' সর্ব্বাঙ্গ শিহরি
কণ্টকিত হ'য়ে সদা থাকে কায় ?
বংশ ক্রমে কয় মাস যে বিষাদের ইতিহাস
কলেবরে ধরি হায় স্মৃতিটি জাগায় ?

৬

নতুবা এত কি পাপে গুরুতর প্রকৃতি অঞ্চল শোভন হরিৎ—
পল্লব ভূষণ তন্মুতে তাহার বেবাক বর্জ্জিৎ ?
কোন প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধি ক'ত্তে চিত্তে
শিমূলের করা নেড়া মুড়া মস্তক মুণ্ডিত ?
ধরা বেশ বিষাদ উচিত ?

বরঞ্চ প্রথম কবিতা জনম তিথি ফলগুন

প্রমত্ত ক্রৌঞ্চ মিথুন খুন বিষাদের অতি স্মৃতি করুণ

ফালগুন মাসের বার্ষিকী শোক পাদপী-প্রথায়—

হ'তে পারে প্রকৃতির সাহিত্য-জগতে হয়ত তাহাই ফুটি' জানায়!

৭

হোক্ না হোক্ শিমূলে আসল

অবিরোধে কবিতার মুলাধার আদি-বেদী,—

কিন্তু তা'র কায়া কাঠে ধরে বটে

কবি বোধে, কিছু খানা সারপানা দেব-হৃদি।

যাচিয়া আপনি কাঁটা দিয়া কায়

শিহরিয়া শুনি' কবির কাহিনী

অবাক অটল মুগ্ধ মহিমায়—

হৃদয়ের ভিতে আগ্রহে খাতিরে অগ্রসরি প্রসারি প্রাচীরে

যেবা—খুলি রাখে ভালবাসা

ফুলে ফুলে ফুল্ল রাগে উল্লাসে শাখে শাখে

দিয়া দুল্লভ যশের ভরসা।

৯

সে যশের সুস্পষ্ট পরিণাম ফল হউক নিকৃষ্ট নিতান্ত সকল

(সূক্ষ্ম বিচারের হায় তুচ্ছ তুলনায়)

হাল্কা হাসির লঘু কত গুলা

বহুতর রূপী শুভ্র বিদ্রূপী হুজুক ভাসা

দেশময় ওড়া অপদার্থ তুলা

শুধু সাধারণ বালিশ তোষক* খাসা :—

* বালিশ তোষক। বালিশ = মূর্খ। তোষক = আনন্দদায়ক

১০

কিন্তু প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন মূরতি-চিত্রণ চিন্তাকীর্ত্তন-কামী
কল্পনার আকার দাতা ছায়া কারখানার কায়া নির্ম্মাতা
হেন কে কবি অরূপের ছবি গঠন শ্রমী
খাটিয়া আসিয়া খ্যাতির খাটে সন্দেহ-শয়নে
আত্ম প্রসাদে আদরে আরামে না ধরে শিথানে ?
সার্থকতার স্বপ্ন ঘোরে, ভাবের মাথায় ?
কঠিন অত কদর ত্যাগী পাথর কবি কোথা পাওয়া যায় ?

১১

কবির কবিতার হেন হইয়া বিভোর ভাব-খরিদ্দার ?
যেবা হয় কবি-মরমের মগ্ন মোহিত স্তব্ধ শ্রোতা
যতই হউক বন্য আড়ষ্ট নগ্ন কাষ্ঠ কায়
সভ্যতার উলন কেদার কোট অলষ্টার
'কলার' তাহার যে কোনো প্রকার নাহিক থাকুক গায়
কি শাল দোশালা ওড়া উত্তরীয় ফতুই ফোতা*
তার চিত্ত-চারণায় বড় নহে তা'র কম অধিকার।

১২

তা'র উপর রুক্ষ প্রখর রুদ্র আলোচন তপ্ত জনার সুখ-শান্তন
শাখে শাখে সুন্দর শোভন সুস্বর পূরিত পক্ষ সমর্থন
সুধা হ'তে বেশী নয়ক তফাৎ জুড়ানো মৃদু মধুর বাত,
চাঁদির উপর ভাব-জগতের কত চাঁদিনী—কত প্রভাত ;
তাহার সুঘন সকল সবুঝ কোমল, ভরসা-স্নিগ্ধ সরসা পাতা

* ফোতা অর্থ উড়ানী, চাদর। ফতুই হাত-কাটা হাফ চাপকান। ফোতা কথাটী ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রাজসাহী, পাবনা, নদীয়া ইত্যাদি জেলায় ভদ্রলোকের মুখেও কখন কখন শুনা যাইত। এক্ষণে আর শুনা যায় না। এরূপে অনেক শব্দের পর্য্যায় লোপ পাইতেছে। টীকাকার

প্রকাণ্ড প্রসারি যেবা শান্তি শীতল ছায়া দাতা,
কত বরষের মহা হিম-বরষার সহা খাড়া খাড়া জলন্ত তপন তাত—
তাহা কি দাদা কম সাধনায় সাধা ?
সবার ভাবের নিরব ভাবুক সকল রসে সমান মিশুক
'কু' 'সু' স্বরে রবে ফুটিয়া অধিক অধিক ভাঁক জুড়িয়া
মেলা ফাজিল বাক্য নাই বা বলুক
হওয়া হেন হায় হৃদয় উদার সেকি তা'র সোজা শীলতার কথা ?

১৩

ফল একাধারে করির বিচারে এত গুণ যা'র
যত কেন থাক ভরিয়া সংসার—
যেখানে সেখানে জনে বা বনে যেথা সেথা—
নর কি বানর জীব জানোওয়ার
আপনা চৌধারে আপন ভাবের ছড়ায়ে আলো—
বঙ্গের কবির কপালে আদপি
পাঠক বুঝিবা পাদপি ভালো,
সহৃদয়তায় দেখি দ্রুমিই দেবতা ;

১৪

একদা দিবা শেষে বন মাঝে বসন্ত সংবাদ পেয়ে
তদবধি বরাবর রোজ রোজ কবিবর
আসিত নিস্পত্র দরিদ্র অরণ্য মাঝে হৃদি উচ্ছ্বসিত হয়ে।

১৫

পত্রহীন জড়িত লতা সেই শিমূলের তলে
ভালবাসা করি তা'র সুপ্রসার হৃদয়-দেয়ালে
সদাই বসিয়া থাকিত একা কভু ভ্রমি ফাঁকা ফাঁকা
কা'কে কি কহিত, কভু বা শুনিত
একাগ্রেতে কিছু পুলকিত চিতে নিতান্ত বিরলে।

১৬

কিজানি সুখে বসি কি শিখিত শাখা কাণ্ডে
পাইত কি রসভার কোরকে ফুল ভাণ্ডে
শুনি শুনি পাতা লতা পালা গাঁথা কত তর ছন্দ ছড়া
কিম্বা খালি পত্র পড়ি করিত প্রাণস্থ কোন পীরিতির পড়া

১৭

যাহা যাহা দেখেছিল শুনেছিল,
মনে নিজ উদয় যা’ হয়েছিল,
উচ্চ রবে যাহাকে যা ব’লেছিল—
বৃক্ষ মূলে বসি বসি শুকনা পাতার রাশি
কুড়ায়ে কুড়ায়ে সব লেখি লেখি রেখেছিল।

১৮

রোজ রোজ লেখা পাতা যত
শাখা পরে কি কোঠরে
কভু বা অবহেলে সেই স্থলে
তরুতলে ফেলে যেতো,
বনের বারতা বনেই থাকিত।
প্রথম যখন বিপিনে প্রবল বরষা এলো
কে জানে নবীন কবি সে বাদলে কোথা গেল।

সূচনা খণ্ড।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সোপারিশ ও ঠাট্তামাসা।

১

প্রকৃতি ভবনে বনে অরণ্যে অতিথি
হইয়া যখন কবি প্রথম প্রথম
বিরহ-বিকল-হৃদের দারুণ দুখ নিবেদিয়া
ভ্রমিত কাননে সর্ব্ব সাধারণে আকর্ষিয়া দয়া—
কিছু দিন পর লভিল আদর বঙ্গীয় কবিবর।
প্রকৃতি ইঙ্গিতে নভেতে বনেতে
হয়ে এক ধারা কৃপার ইশারা
গগন পবন তারকা তপন মিলিয়া সকল দেব দেবীগণ
রাখিল নজর বিরহী কাতর কবির উপর
নিরন্তর হইয়া অতীব সদয় হিয়া,
তা'র অজানিত ভাবে বহি গোপন বরষিল সবে আপন আপন
প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ প্রীতির পুলক দিয়া।

২

যবে প্রকৃতির পায় পঁহুছিল হায়
পূবা রকমের কবির হৃদের যাতনা নালিশ—
চুপে চাপে চরাচরে চারিদিকে অলক্ষ্যে গোপনে লুকায়ে কবিকে
তা'র প্রিয়া-মিলনের বাধা সান্তনা দাতা গণ সনে সদা
নিসর্গ সমাজের জন বর্গের
চ'লেছিল এক আলাদা রকম মহা [illegible]

বহু কীট পতঙ্গের তথা তরু তরঙ্গের
কবি পেয়েছিল সব বিবিধ রঙ্গের পাশব সোপারিশ ;
পেয়েছিল ভারী ভারী বিমান বিহারী
সুকণ্ঠ দ্বিজের সুদূর প্রচারি' প্রচুর তর মধুর আশীষ।

৩

শিমূলের মূলে লভিলে কবি ভাল ভালবাসা
কবির কিন্তু আছিল বাঁকি করিতে তাহারপ্রায় বেবাকি
গভীর গহন জ্ঞান সঞ্চয়,
তখনো হয়নি বনের সকল ভাষার সরল
স্বর ব্যঞ্জন বর্ণ পরিচয়,
খালি চ'লেছিল মেলা-মেশা ভাসা ভাসা।
শব্দ তত্ত্ব জ্ঞান অক্ষর বিধান দুর্বোধ্য আছিল আরণ্য,
একেবারে অনায়ত্ত ছিল স্বভাব-সাহিত্য
আদি সমুদয় দেব দ্বিজ ভাষা।

৪

প্রকৃতি সন্তান সকলে মিলিয়া বহু প্রকারের সুবাদ পাতিয়া
করিত বিমূঢ় কবিরে লইয়া
কতই তর রস সুবাসা ঠাট তামাসা,
কভু কভু করিয়া বহু সুখ দুখাশার রকম রকম ভাবের ভান—
রবি চন্দ্র হ'তে ক্ষুদ্র কীট দিয়া তরতর রসের ছিট—
দেখাতো খুলিয়া স্বভাবের সব পিছন পিঠ,
অবাক হইয়া কবি দুর্বোধ্য তাহার সবি
দেখি শুনি বিপরীত ভোগ ভুগি সমুচিত
আবেগে গাহিত গান,
নিম্নে দিলাম তাহার তরল প্রাণের কয়টী তান।

সূচনা খণ্ড।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

কবির গান।

ভৈরবী-রাগিণী।

(১)

এ সব কিছুই ভাল বুঝতে নারি
চাঁদ তারা বন কুসুম তোরা
কেন হাসিস্ এত আমায় হেরি ?
আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

২

গগন ঘেরা যত তারা কি জানি কি ভাবে তারা
চাঁদ রে তুই বল্‌তে পারিস্ ? মুচকি ছলে কি বলে ?
টিপি টিপি আমার পানে আঁখি ঠারি ?
কি সাধে কোন সুবাদে আমার সাথে
এত তাদের তামাসার আসর জারী ?
এ আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

৩

কাননে কেন চুপটি ক'রে চারিপাশে
অত ফুটে ফটে ফুলে ফুলে গাছে হাঁসে ?
চেপে রয় কয়না কথা
পাইরে ভাই ভিতর ভরা কত রসরঙ্গ সাড়া
সে লুকানো চাপা-চাপা উল্লাসের যাই বলিহারি।
কভু ডাল দুলিয়ে ডাকে আমায়

কত ঢঙ্গে চুপি চুপি পাতায় পাতায় আঙ্গুল নাড়ি'—
বাহবা ঠার ! সাবাসি পাতার হাত ইসারি।
তা'র আমি ভাব কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

৪

বনে বাতাস এসে গাছের কাণে কি বলে ?
গাছগুলা সব বিড় বিড় করি এ ওর গায়ে পড়ে ঢ'লে।
গুল্ম লতা আমায় হেরে কত ঢলা ঢলি করে,
অর্থ গাঁথা নাইক কথা শুধুই ভাষা শোঁ শোঁ আর শড়ঃ শড়ি।
জগতময় রাতে দিনে চলেছে আমার সনে
নাগাড়ে অফুরন্ত এমনি অনন্ত রকম অনুক্ষণি খুনশুড়ি।
তা'র আমি ভাব কিছুই ভাল বুঝতে নারি

৫

যদি না কথাটি ফুটবি তোরা
কেন ভালবাসার এ তামাসা করা ?
গুমরি গুমরি প্রাণে প্রমাদ পূরিয়া মনে
দিবি কি মোরে পাগল করি ?
বিশ্ব শুদ্ধ বোবা সেজে লেগে গেলে একজনের পাছে'
তার প্রাণ কেমনে বাঁচে ? কতক্ষণ সয় রসের আড়া ?
এ ভবের ভাব আমি ভাই কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

৬

কত পাখী আমায় দেখি শাখায় বসি থাকি থাকি
কয় কোন বিদেশী ভাষার বুলি,
কে জানে তা'য় দেয় কিনা হায় আমায় গালি ?
ফষ্টি পোরা মিষ্টি মিষ্টি গলা ছাড়ি
চালাকী ঝাড়ুক ফুড়ুক্ ফাড়ুক দেয়না ধরা অগুন্তি ঝরা ঝাড়া
ফাজলেমী ফচকেমী আর ফুরায় না ভাই ফক্কুড়ি,

কেজানে অত কিসের   দ্বিজ দলের
বাক্ বৈখরী   শব্দ ঝাঁর   অফুরন্ত   ফর্ফরি জুর্ফরী আর তুর্ফরী*।
অত ভঙ্গীভাবের   হাবের হাটের   রসের নাটের
ঠমক ঠাটের   কি জানি এত তাদের   কি ধারধারি ?
এর ভাব আমি হায় কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

৭

আচম্‌কা আসি   আমার নাকের ডগায় বসি মাছি
কত রঙ্গ করে মিছামিছি,
কিসের তরে মাথা কোটে করজোড়ে   কতনা মিনতি করে,
জানিনে কেন যে অত তা'র চালাকাব শীলতাগিরী,
পোঁ করি অবশেষে   পালিয়ে যায় কোন দেশে—
আমি যখন সরসে আমার নাকটি ঝাড়ি ?
আমি এর কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

রস-সোহাগে এসে হায়   চুমো খায় কতই মশাই
তাড়াতে চটাশ্‌ ক'রে নিজের গালে নিজেই চড়াই।
এ রকম কি হায় ইয়ারকী ?   ঠক্ ঠাট্টা রে ভাই ?
চুমোর চোটে   ফুলে ওঠে,
বসি   গালে হাত বুলাই—আর উহু করি।
ভাব আমি এর কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

৯

বনের ভিতর গেলে পরে   তরুদলে হাতে পায় গলায় শিরে
আমাকে কেউ বাহু লতায়   কেউ কর-পাতায়
আদরে জড়িয়ে ধরে,

চার্ব্বাক্ দর্শন দেখ।

সে সোহাগের বাঁধন আমি সহজে কি ছাড়াতে পারি ?
আমি এর কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

যেতে চলে জঙ্গলে বনে নিয়ে পত্র দলে গুল্মগণে
আসি গড়িয়ে নীচে পড়ে পায় পাতা দিয়ে পা মুছায়,
কি বলি আর কত আব্দার
যত ওক্‌ড়া ভাটুই কুচুই চোরকাঁটা কুল চিচ্চিড়ে
টানে আমার কাপড় চোপড় চুল ধরে,
কেউ চুপে চুপে পিছু লাগে
কত যায় বেধে কাছ
কভু বে জায়গায় অসাবধানে
গেলে পরে যত শালার কাঁটার বোনে
কেন হুঁস করে দেয় কষি আমার কানটি ধরি
এর ভাব্ আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

১১

উঁচু হ'তে ঝুলে ঝুলে ঢুলে ঢুলে প্রফুল্ল ফুলে
চিবুকে আমার চুমো খায় ;
কত কোমল নরম নখ কাঁটায়—
যায় আমার হৃদয় আঁচড়ি ছড়ি।
এত সদরের আদর মাঝে
কি জানি কেমন করে হৃদ-ভিতরে
হ'য়ে যায় রে আমার মনটি চুরি।
এর আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

১২

হইরে বাহির যদি পথে মুখে চোখে হাতে ম
কত পোকা-ফড়িং ফেরে সাথে

কত ঢং করে সঙ্গে চলে, যায় কতক আবার আমার স্কন্ধে চড়ি ?
ডুলে বাগ্‌দী ভাড়া কর্‌রা বাঁধা ধরা   রওয়ানী উড়ে বেহারা,
বাহবা ! না আমি তাদের ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী ?
এর আমি ভাব কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

১৩

সাঁজের বেলা যদি দুএকটা গান স্থর, সাধি গাই—
বনের ভিতর ভঙ্গীভরে উচঙ্গু আর মাল পোকাতে
ভেঙ্গায় ধরি বাজখাঁই ?
তা'র ঠাট্টার ঠেলায় লবেজান   পহর খানেক তারির তান
ধ'র্ত্তে গেলে পালিয়ে যান ফড়ীং, ফড়াং করি লম্ফ মারি।
কেন ?—এর ভাব আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

১৪

কাছে এলে নদী-নদ   হয় কত ভাবে গদগদ
গ'লে গ'লে ঢেউ তুলে উথলে ওঠে কেন ছোটে ?
কি জানি কি ভাবের আমোদে ভাঁরী।
আবার কেন কি বলে ?   স্থতরলে কলকলে ছলচ্ছলে
করি কত রকম আহ্লাদের আলাপচারী ?
দূর হ'তে কত ঢেউ মোরে হেরি   সারি সারি দলে দলে
কি মদে মাতাল হ'য়ে ঢ'লে ঢ'লে,
পরাণের কি উল্লাস পরকাশে   তটের উপর পায়ের পাশে—
আমার এসে, আছাড়ি আছাড়ি পড়ি ?
আমার ভিতর কি দেখে ?   যে তার আনন্দে রস আবেগে—
এত তাদের ঢলাঢলি গড়াগড়ি ?
আমি এর ভাব কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

১৫

নবীন থলো পোরা প্রফুল্লফুলের নুইয়ে ডালে
যদি দাঁড়াই সোনা মাখা মুখখানি তার দেখ্‌বো ব'লে
এসে কোথাকার একটা পাখী "বউ কথা ক" চেঁচিয়ে বলে!
একবার নয়—হাজার বারই।
সরমে ডালটি ছেড়ে, সেথা হতে অবাক্ হয়ে সরে পড়ি।
শড়াৎ করি লাজে উঠি হঠাৎ পাতার আড়ে ছুটি
ফুলটি গিয়ে হায় মুখটি লুকায় কায় শীহরি?
একি পাখীর গাঁটা দেওয়া? বড় দেখি দারুণ দাগাদারী।
ভাব আমি এর কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

১৬

দিনের বেলা বৃক্ষ গুলা যেন গো গোবেচ
রয় নিরবে নিরীহ নিবুঝ বোকার পারা।
তারাই আবার রাতের বেলা হয়ে ধীঙ্গী শেয়াল সিংহী
আঁাধারের চাদর মুড়ি দিয়ে, হ'য়ে বিকটবদন ভুতের ভঙ্গী
চেয়ে থাকে রকম রকম চেহারায় চারিধারিই।
কেহ আমায় মুখ ভেঙ্গায়—
চোখের ফাঁকে উজলিয়ে তারায় তাকায়,
কেউ পিছুভাগে শাখার ডগা
উঁচু করি মাথার উপর বগ দেখায়—
তামাসার হরেক মূর্ত্তির মুখশ্ পরি।
কভূ নিরবে খুব্ গোপনে পূন্ গগনে
কেজানে কেন আমার পানে
উঁকি মারি বনের ভিতর—

আমার সোনার চাঁদ হাঁসি ওঠে আলো করি !
এর ভাব আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

১৭

বৈকালে রাতে দু'পরে—প্রাতে
যদি দেখি কোন দিন দামিনী মেঘের সাথে
মোরে দেখে বেড়াতে কি কোথাও যেতে
চমকি হাসি উঠি দেয় ভিজিয়ে গা'টি
চড়বড়িয়ে ঝরঝরিয়ে ছিটিয়ে বারি,
তার ঠাট্টার এত ঘোরঘট্টা কেন ?
হটাতি চিক্কির ছেড়ে ভয় দেখানো
আর চেঁচানো গড়গ্‌গড়ি—কড়ক্কড়ি ?
এ বাবু কি তামাসা ? সহসা প্রাণের বাসা—
চমকি দেহের খাঁচা যায় যে ছাড়ি ?
আমি এর কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

১৮

গাছ পালা ব্যাকুল করে বাতাস আসে—
উর্দ্ধশ্বাসে উড়িয়ে ধুলি আমার পাশে।
কি আদর ! উড়ায় আমার কাপড় চাদর
দেয়রে ফুঁ নাকে-কাণে
বয় জোরে হুহু করি ? প্রাণে যেন হাঁপিয়ে পড়ি।
যদি বা ভাই ধর্ত্তে ধাই, দিয়ে চোখে ধুলো কি বালাই—
কোথায় পলায় আমারি উড়িয়ে চুল আর গোঁপ দাড়ী।
এর ভাব আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

১৯

কভু বা রগড় করি বয় বগলে ?
ছলে ছি ! কি বলে আমার কোঁচা কাছা খোলে ?

সাম্‌লাতে গিয়ে পগারে উল্‌টে পড়ে
হায় হায় দিই রে ধুলায় গড়াগড়ি
আদরে সেই শেষে ফিরে আবার এসে
ফুঁ দিয়ে দেয় আমার গায়ের ধুলা ঝাড়ি
করে এত জুলুম কিন্তু রাখি বেমালুম
লুকিয়ে তার নিজ চেহারাখানি—বাহবা ! বাতাসের বাখানি
চেহারা গোপন মূর্ত্তি উড়ন নজরবন্দি বাহাদুরী !
কি কি ? ঠিক্‌টি আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

২০

সন্ধেবেলা নধর কাল নিরীহ ভাল মেঘ উঠিল গগনের গায়
আমার পানে তাকিয়ে তার কেন হায় ব'দ্‌লে গেল কায় ?
বাজায়ে দামামা গুড়ু গুড়ু ছিল গিরি হলো গরু।
কত ঢং মুছে'মেজে শেষে দূর তড়ীতে ফিক্ করে একটু হেসে—
সর্ব্বাঙ্গে আঁধারের ঢেলে আমেজ জলধর রংরেজ
দিগন্তে হেলে হলো মানুষ ? জুড়ে পিছনে একটি লেজ ?
বাহবা ভালা—মস্কারামীর নক্সা তোলা !
কি জানি কিসে তার হয়েছে এত দরকারিই এ ঝক্‌মারী ?
এর ভাব ভাল আমি কিছুই তার বুঝতে নারি।

২১

উঁচু নভের সভা আশমানে সব জগতের মাঝ
তার কি জেয়াদা ফয়দা ভালো—
আমাকে খেলো করি এ দীপ্ত খোলা দিনমানে ?
করা আস্ত রকম পশু সাবুদ্‌ চেহারা খাস্ত নাস্তা নাবুদ্‌
দেয়া চিত্র গালী ব্যঙ্গ ডালি
বিট্‌কেলী বদ্‌ রূপে সাজি বিদ্রূপের এ বাড়াবাড়ি ?

এমন বিষম রকম উদ্ভুট্টি ঠার ঠাট তামাসার—
আমি এত তার কি ধার ধারি ?
হাতে পায়না তাই নাহলে নাগাল্ পেলে
মেগের ভাই মেঘকে কি সহজে ছাড়ি ?
কি কি করি—আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

২২

কখন যদি গাইরে গান আমার বাঁধা ?
ছন্দে সুরে দৌড়ে আসে ধোপাপাড়ার অনেক গাধা !
উৰ্দ্ধ মুখে উড়ায়রে সুর আমারি ঠিক মধুর
খোশ্ আওয়াজের অনুকারি।
কভু বা কুত্তি আমার মূৰ্ত্তি চাহি কি ফূৰ্ত্তি ভরে তা কি জানি ?
চড়িয়ে ধরে দেয় রাগিনী চমৎকারী।
তার ভাব হায় কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

২৩

সরমা সুন্দরী খেঁকী আমায় কুড়াতে দেখে ঢেলা—
তামাসার অর্থ বুঝি হটাতি বন্ধ করি তানটি তোলা,—
লেজাঞ্চলের লাজ নিবারণ পাকটি খুলি—
ধীরে পার করি পেটের তলা—
হায়, কেন চেয়ে আড় নয়নে ফিরে ফিরে কটাক্ষ ক'রে
কেন উৰ্দ্ধ শ্বাসে মারেন পাড়ী গোঙ্কারি আর ওঙ্কারি ?
তার ভাব আমি হায় কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

২৪

কোথাও নাইক চিহ্ন আগু পিছু কোনো খানে হায়
শুধু নিয়ে চিনে আমায় ভরা দিন দুপর বেলায়
মাঝ রাস্তায় মস্ত এক ঘুল্লতুলে ছুটে এসে বায়—
যত সব কুড়িয়ে আনি—

ঝেঁটিয়ে ফেলা আঁস্তাকুড়ের ওঁচ্‌লা মেলা
ময়লা পোঁছা নেকড়া কানি—
পথের শতেক পদের ধুল্‌
কার কোথাকার ছেঁড়া চুল্‌ ঝাড়া ঝুল্‌—
লয়ে—ঘুরপাকে পাকে উঠে ঠেলে আকাশের উর্দ্ধ দিকে—
হায় হায় আমারি সর্ব্ব গায় করি আড়ি—
দিলে তার এক ঝুড়ি ঝাড়ি ?
হবেও বা কবে নাজানি কোথা—
বাতাসে ফেলেছি থুক্‌ দিয়েছি আগুণে ফুঁক্‌
হয়তো কবে কি রকমে বায়ুর কর্ম্মে দিয়েছি বাধা, মর্ম্মে ব্যথা ?
কিম্বা কি করেছি পাতক, গোটাকতক, গান গাহি আর কহি কথা
হাওয়ার উপর 'হা' করি হায় কবিতার স্বর উচ্চারি ?
কি কি ? আমি কিছুই ভাল বুঝ্‌তে নারি।

২৫

আমার গানের রবে ভাবের হাওয়ায় কচুপাতা
জোড়াকান খাড়া ক'রে বাড়িয়ে গলা
অতকেন বে আন্দাজ দোলায় মাথা ?
ভাবে গদ গদ ঢ'লে ঢ'লে দাঁড়িয়ে গিয়ে দলে দলে
গাছের তলে সারি সারি ?
হায় রসভাবে কত শীলতায় সুসংযত নম্র নত বদন অধ,
ভাবি—বুঝি খুবি কাব্য ভাবুক কচু আমার
হবে ভারী সঙ্গীতের উঁচু সমেজ দারীই
কি কি ? আমি ঠিক কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

২৬

খানিক পরে হেরি ঠাহরি ও হরি !
ও সকল উস্কানো রস বায়ুর রঙ্গ ফুশ্‌লানো ঢং ঢেউ তরঙ্গ

বিপজ্জয় ব্যাঙ্গ ভরা!
ভিতর ভিতর ভিট্‌কুলামীর ভঙ্গী সবি গোড়া গুড়ি।
অমন উপর সরল নধর কোমল স্নিগ্ধ শ্যামল,
হায় মূলে কেবল কুট্‌কুটে মুখ ওল সহোদর!
কটুর কুঠী বেতর বিদ্রূপী বদ্‌ মুখীর ঝুড়ি?
এ জাগার সমেজ দারের ভাব্‌ কারো হায়—
আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

২৭

রাত্তিরে রকম রকম খুলে পাখা এসে শ্রীমান্‌ গোবরা পোকা
কি তামাসায় ভুরূৎ করি' আলো নিভায়?
ধরি যদি—গুটিয়ে সব পাখা পা মরার মত অশাড় গা
চক্ষু বুঁজে চিৎ হয়ে হায় থাকে পড়ি।
তখনকার তার ফাঁকি বাজীর ঠাট্‌টি দেখি
হাঁসি ব'সে বনের দিকে দিয়ে ছুড়ি।
আর্শোলা তেলাপোকা হটাতি তোফা হ'য়ে পাখী
কেন উড়ে ফড়্‌ ফড়িয়ে গায় পড়ে—
কত রঙ্গে আমার সর্ব্বাঙ্গে দেয়রে ভাই শুড়্‌শুড়ি?
এর ভাব আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

২৮

আমার 'গা'টা কিগা গড়ের ফাঁকা মাঠ ময়দান?
না—সাধারণ হাওয়া খাবার জায়গা বাগান ইডেন উদ্যান?
এখানকার পিঁপ্‌ড়েটিও বড় নন্‌ কম্‌টি—
নানা ছলে দলে দলে উঠে গায় চোলে ফিরে হেঁটে বেড়ান?
আর কেন হায় যখন তখন পশ্চাতে কাটেন রাম চিম্‌টি?
বেধড়ক জ্বলনে লাফিয়ে উঠি আচম্‌কা ধড়্‌মড়ি?
এর ভাব আমি ছাই কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

২৯

উল্লাসে হল্লা করি, বোল্লা আর ভোম্‌রা, ভিমরুল
কেন কি রসে হায় ব'সেই গায়—বসায় হুল ?
সে বিষম তামাসার শূল, মন কি সোজায় যায় পাসরি ?
এমন হাসি মস্কারির পায়, দূর হ'তে ভাই, লম্বা করি, নমস্কারি
এদের ভাব আমি ছাই, কিছুই ভাল বুঝ্‌তে নারি।

৩০

জলে স্থলে এমনও ভালবাসা আছে আমার কত হায়,
মহা প্রেম, লালসে, লুকিয়ে এসে, আমার পানে চায়,
কি ভয়ানক !—সে চাহনি, খালি আমার, প্রাণটির আকাঙ্ক্ষায়?
আমার দেহের শোনিত মাংস, তাদের—
দেহের ভিতর ভোরে, আমাকে একেবারে—
চির নিজস্ব ক'রে নিতে চায় তাদেরি।
সে প্রেমের বিপুল, অনুরাগে অতুল—
লুকি লুকি, ভ্রমে শত শিবা-শার্দ্দুল, হায়না, কুমির, হাঙ্গর, হরি।
এ মহা প্রেমের ভাবটির, আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

৩১

আবার আমার আর একজন, আছেন যিনি ?
প্রিয়া অতি সুন্দরী, হিমাঙ্গিনী, লতাবতী ভুজঙ্গিনী.—
আসেন, প্রেম-রাগে, একটি চুমায়, নিতে আমার প্রাণটি হরি।
মোলামাঙ্গী সকলি কি চিরকালি হায় হ'তে হবে ভয়ঙ্করী ?
তাঁর অনুরাগের ভয়ে, অধরামৃত ঢালা, মহা চুম্বনের দায়ে—
আমার তনু প্রাণ, নিয়ে নিয়ে পালিয়ে ফিরি।
আমি এ প্রেমের ভাবটি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

৩২

বসন্ত এলে, গায় মধুরে, মলয় মারে ফুঁ,
পাতার আড়াল হ'তে; কালো পাখী বলে—'কু',

চেহারা আমার চেয়ে দেখি, বন হ'তে আর একটা পাখী,
রব তুলিল—"চোখ্ গেল" !
দেখ একবার রকম খানা ? রস চালাকী, ঠাটের ছিরি ?
ভাই গাছ-পালা সব—তোমরা হের—বিচার কর ?
আমার মুখ খানা ভাই, এতই কি ছাই বিচ্ছিরি ?
আমার নিজের মুখের ভাবখানা ঠিক, আমিই ভাল বুঝতে নারি।

৩৩

কভু এক আধটা গান কবিতা লিখি, গাই, ব'লে বুঝি,—
কপি-গোদা, প্লবঙ্গ সম্প্রদায়
টাইটেল ঝুলিয়ে, উচ্চশাখায় সুখে বসি।
সমালোচি খগোল, চুল্‌কে বগল, চক্ষু মুদি—
তাকিয়ে আমায় কেন ভেঙ্গায় ?
জ্ঞান গরীমার হুমকি দিয়ে কেন খিচায় ?
দেখায় অত দাঁত বিছারি ?
এর ভাব আমি ছাই, কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

৩৪

একদিন বিজন বনে, অরণ্য মাঝে, অনন্য মনে
আছিনু, মানসে সুসংযত—
জগতের পরমার্থ-তত্ত্ব পথে, চিন্তারত ?
কোথা হ'তে ঠাওর ক'রে, এসে একটা জঘন্য পাখী উড়ে,
ঠিক্ আমার মাথার প'রে,
মগজে—দিয়ে চ'লে গেল আরাম্ রাম্ "ছি ছি" ফিরি ?
হায় হায় অপ্রতুল, গুলি বাঁটুল,
কানন ময় খুজে মেলা, পেলাম না একটা ঢেলা,
যে তেড়ে গিয়া ছুড়ে মারি ?
অবশেষে মাথা ঘ'ষে, বুদ্ধি ধুয়ে, বৈকালে নেয়ে মরি।

মহা মহিমান্ত মানবের মিমাংসার, জ্ঞান চিন্তার,
উপরে হায়, দ্বিজ দলের, দেখ একবার, অস্থানে কুব্যবহার ?
অশুচিকর, কি বদ্ বাস্তবিকী ব্যাখ্যা ? শ্লীলতার ব্যাঙ্গকারা !
এ ব্যাখ্যার ভাবটি আমি কিছুই ভাল বুঝতে

৩৫

আমার ভাবের ভিতর কেজানে—
কি আছে কুৎকুতি পোরা—
ঠাট্টার ঠোঙ্গা উদাম করা ?
শেয়াল-কুকুর-পশু-ঠাকুর-পোকা পতং—
যে পায় যখন, সাধ মিটায় তার,
তামাসার মজা, আর নস্কারি মারি ?
এ ভূবনে, যেন হায়, কি এক রং রসের নেশায়—
গিয়াছে, মগজিই সবারি, ঘুরি ?
কি-কি—ঠিক্‌টি আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

৩৬

একদা বনের ভিতর, স্বভাবের সভার মাঝে, মেহনতের পর,
একবার হয়েছিল তামাক-তৃষা—অথবা মনের খেয়াল ?
কিজানি কেমন ক'রে, জান্‌তে পেরে, জমা হ'য়ে ক'টি শেয়াল,
কজনে চেঁচিয়ে ডেকে, খুব খাতির ক'রে, আমাকে ব'লে গেল—
"হুক্কা হুআ হুক্কা হুআ" ?

সেখানে গিয়ে তাড়াতাড়ি, তৈয়ারি তামাক আশায়,
দেখি—ঝ'রে পড়া, কল্‌কে ফুলের গাদার মাথায় ?
তাঁদেরি কাহারো সাজা, তাজা তাজা উড়ছে ধুঁআ,
অতি জঘন্য দেখেছো ? কালো কিষ্টি, আরে ছো ছো !
এক নাদা, ঢালা খালি, ময়লা মশায় ?
বাহিকে ঠিইকি অম্বুরী, বিষ্টিপুরী, বালাখানা ফৌজদারী ?

শৃগালের, কি উল্টা রসা, বিশ্রী, বদ্ গন্ধী ভাষা ?
ইয়ারকী অনর্থ ভরা, আকাঙ্খা তৃষা, ব্যর্থকারী ?
এদের ভাষার ছাই, কিছুই ভাল বুঝ্ তে নারি।

৩৭

ফলে মানুষ ছাড়া, আর সকলে ত্রিভুবনে,
যেন যুক্তি ক'রে, গ'ড়ে পিটে, মনে মনে, একাননে—
কি রস-সুবাদের, বাঁধে বাঁধন আমার সনে!
কেন গরীবের উপর এত চৌদিকের আদর ?
রং তামাসা, ঠাট ঠমক, এত জোর জুলুম—
আর বেজায় রকম, বেমালুম জুয়াচুরি ?
খুলে বল্ না তোরা, ভিতরের আসল কথা ?
তোদের পায়ে পড়ি, কর জোড়ি ?
না হ'লে এ, কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

৩৮

সেজন্য লতারে, তরুরে ধরি, কত খোসামোদ করি ?
বলি—"আয় সাথে মোর দু'পা চল্ চল্,
খুলে মনের কথা দুটি বল্ বল্"—
করিলে বেশী বেশী পীড়াপীড়ি ?
হেলে দোলে, নড়ে চড়ে, শাখা নাড়ে, নিরবে কেবল,
কয়না কথা, চলেনা একটি পদ—
চেয়ে থাকে, বোকার মত, অবাক্ আকাট্ মারি ?
এর মানে আমি, কিছুই ভাল বুঝ্ তে নারি।

৩৯

কি জানি কে তিনি ? নিতুই নতুন রং ফলানী, ঢং ঢলানী,
রঙ্গিণী, আকাশী কন্যা আশমানী ?
হবেন ঠিইকি, কোনো ঠাকুরের ঝি, মিঠে ঠাকুজ্জী ?

এক কল্‌সি, রাঙ্গা আলোর, গাঢ় গোলা, সন্ধ্যেবেলা—
হড় হড় ক'রে, উপর হ'তে, ঢেলে দিলে,
সাদা মেঘের আড়ালে থাকি,
তায় আর তাঁর কল্লেম কি ?
বন জঙ্গল, জলদ জাল, হ'য়ে গেল লালে লাল ?
রঙ্গে ভিজে, কাপড় চোপড় সর্ব্বাঙ্গ ছড়াছড়ি ?
আঁধারে ধুয়ে মুছে, সারারাত সমীরে কেচে,
সকল ছাব উঠে গেল,—গেলনা, শুধু ভাবের ভাগে, রইল ভরি?
কি সুবাদে, কিসের সাধে, কিসের আশা, রং তামাসাঃ ?
গড়িতে কোন আকাশে, কা'র বা ভালবাসার সিঁড়ি?
এর ভাব আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

৪০

আমি খোলা, সরল প্রাণের লোকটি ব'লে ?
তারা-চাঁদ-বন, জড়-জঙ্গম, সবাই মিলে,
চারিদিকের হাঁসি ঠাট্টার, তুফান তুলে,
ক'রে দিলে "মানব হীন কেমন কেমন,
আমার এ কানন, যেন শ্বশুরবাড়ী" ?
কি কি ! ঠিক আমি, কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

৪১

শষ্য-ফসল সুমধুর ফল, শীতল শীতল, কে দিস্ তৃষার জল ?
মনের, প্রাণের, পেটের সকল, রসদ জোগা'স ?
কত অজানা অমিয় মদের গেলাস্, গেলাস্, গেল্লা'স্ ?
অজস্র বহি' বাতাস, জীবন বাঁচা'স,
রৌদ্র-স্নিগ্ধ-আলোকে ছা'স, দিবানিশি অবিরল ?
আমার কে তোরা বল ? নিতান্ত হবি, খুবিই আপনারি ?
কি কি ? আমি কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

৪২

যার উপর হাঁটি—খালি মাটি,
ধরি যদি না রাখিত আঁটি ?
ফস্কিয়া গিয়া, পিছলিয়া 'পা', দাঁড়াবার জায়গা কোথা বা ?
চলিতাম অকুল, অনন্তে, নিয়ত পড়ি !
তোদের মাঝে কি জানি কে, কি বাঁধনে রাখিছে ধরি ?—
তোদের যেমন যতন, তেমনি যাতন, দু'পাল্লা সমান ভারী ?
ভাব তা'র, আমি কিছুই ভাল, বুঝ্‌তে নারি।

৪৩

আমি কি নীলাম্বরের নতুন জামাই ?
দামিনী কিরণশালী তা'রা সবাই ?
বিনোদ কুঞ্জ সকল বনের বোনাই ?
বুঝি তাই ভালবাসে, রঙ্গরসে, হাসে, ভাষে,
ঠাট-তামাসা করে মেলাই ?
আদরে মোরে, ভাবের ভরে, যে আমাকে বলে আমার ?
আমি গিয়ে গোলাম, হইরে তারি।
কি কি ! আমি কিছুই ঠিক বুঝ্‌তে নারি।

৪৪

বসন্তে, প্রফুল্ল ফুলের মুখ চুমি ?
তাই তার আমি কি হই সোওয়ামি ?
না হ'লে, মাধুরী ভাই, আমি হরি, চরণ পূরাই—
কোথা বা পাই, কার গুণ গাই,
কেজানে, করিবা কার, ভালবাসার গান তৈয়ারি ?
হেথাকার ভাব আমি ছাই, কিছুই ভাল বুঝতে নারি।

সূচনা খণ্ড।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কবির চরিত্র বিকাশ।

১

প্রকৃতির পাকে দেব বিপাকে যাহারা ঠেকে ?
সেরূপ কবির, চরিত্র রুচির,
মতির গতির, পরিণতি ইতিহাস—
মরমের পাঁপড়ি দলের, পরমপরের, ক্রমবিকাশ,—
বিবরি' সকল, সুসূক্ষ্ম বিষয়, ঠিক পরিচয় ?—
অকবির হাতে, হীন প্রতিভাতে,
দিতে যাওয়া, গরজ হলেও, সম্ভবতঃ, সহজ নয় ?
কিম্বা কম্বুকণ্ঠার কর্ণকণ্ঠী—
লম্বা রকম, ব্যোম বেষ্টী ভন্‌ভনিতে—
ব্যক্ত করা, হইয়া থাকে, শক্ত খুবি, সময় সময় ?

২

মন, মেজাজে, এ সব কাজে, দিয়া হাত,
তাহার আবার আছে কিঞ্চিৎ ঘাৎ প্রঘাৎ ?
সহিবার প্রমাণের পিঠ, করি মজবুত্‌,
গবেষণ—ধারে, সঠিক তত্ত্ব বাঁধি,
দস্তুর মত বিধি, থাকা প্রস্তুত ?
অথচ সে ধারে মোদের, নাহিক তেমন, জেয়াদা জুৎ।

৩

এদিকে আবার, দেব ব্যাপারে, নামি নাচারে,
বাধ্য হইয়া, খুজিয়া পাতিয়া—

সাধ্য মতে, উঁচুতে চুনিয়া বেসুর বাছিয়া করি মেহন্নত,
বহিয়া আনিয়া, আজকালকার মানব রুচির, আলোচন তলে—
দেয়া দৈবৎ, বোঝা বোঝা বাঁধি, সাদা কৈফৎ ?
তাও নহে, বড় তাহে সোজা ফৈজৎ ফলে ?

৪

ঘৃণার ঘেঁসা, ঘুঁসাটা ঘাঁসাটা ?
ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের, রগড় কথা,
সহসা সহসা গুঁতাটা গাঁতাটা ?
রকম রকম, মিহি মাত্রায়, তালে-বেতালে—
কিম্বা মাঝে মাঝে শ্লেষের সকল, বেমালুম সূক্ষ্ম, সরু সূচল,
মিঠা বেরেশা, খোঁচাটা-খাঁচাটা—
এমন নয়, যে নাহিক চলে ?
তবে নিবেদন, শুধু মোদের ওয়াস্তে ?
দয়াময়গণ—খোঁচা সমস্তে ?
চালান যদি, ইঞ্চি খানিক, ধীরে সুস্থে ?
আর কিছু কিঞ্চিৎ আস্তে ?

৫

ভ্রমিয়া কাননে, বহু বার বার—
যবে হইল ক্রমশঃ, মোদের কবির,
কিছু কিছু করি, তরু প্রকৃতির, রুচিতে প্রবেশ ?
আজন্ম জ্যাম্ ধরা, মানবী গাব্ গর্ব্ব ভরা—
পর্ব্ব জড়িত জাঁকালো আঠা—
শিথিল হইয়া আসিল তাহার অধিক ক'টা ?
কতক কতক হইল কাবার ?
পবন তাড়নে ছড়ানো, বনের পত্র পড়িয়া—
দ্বিজের কৃপায়, পাখীর ভাখায়, দখল পাইয়া—

বিপিনের বহু সরস সকল, নবীন নবীন সাহিত্য শাথায়—
হইতে লাগিল, ধীর্ সাধনায়, নিবিড় নিবেশ ?
বিমানে বুঝিল, রকম রকম দেবের আগম,
অনিবার এবং দেদার ?
সঙ্গে সঙ্গে, তাঁদের রঙ্গরসের, অদ্ভূত আবেশ ?
কিন্তু, তাহে হইবারে ছিল, তা'র চরিত্রে যে ভাল,
বড় বেশী বিশেষ ?
তা' তো জানিতে অধিক;
সুবিধা মোদের, ততখানি ঠিক, হয় নি পাবার।

৬

বরং দারু দঙ্গলে মিসে, জঙ্গলের সঙ্গ দোষে,
একান্ত তাহাদেরি চিন্তা বশে—
মুগ্ধ-নিমগ্ন কবি, কি জানি কি আয়েসে ?
হইয়া পড়িত, এমনি উন্মনা ?
একেবারে আত্মহারা, স্বজাতি তন্ত্রতা ছাড়া,
কায়া ভেদ ভুলি, জ্যান্ত জাগিয়া, মাঝে মাঝে—
কবি হায় ভাবিয়া ফেলিত, তাহাকে নিজে—
তা'দেরি এক জনা।
তা' যদি উন্নতি ?
জানি—তবে হয়েছিল, কিছু খানা-
তরু, পশু বনা ?

৭

কিন্তু এদিকে প্রকৃতির দেব-দেবী,
কবির অবস্থা দেখি, মানসে দিয়া উঁকি—
করিত ব্যবস্থা, বিদ্রূপ ব্যঙ্গের বুলি ?
সঙ্গে সঙ্গে ছুড়ি, বিবিধ গালির গুলি ?
তথাপি তবু, কবিবর বেকুব্

তলে তলে দিয়াছিল, আবেগে যেরূপ—

গাছে ফুলে ডুব্ ?

সে চিন্তার, ধারা ধরি তার, হেথা অধুনা—

দিতে পারি নমুনা ?

সূচনা খণ্ড।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—ঃ০ঃ—

কবির ফুলায়ন।

১

গাছে আমি ঐ ফুটেছি ফুল ?
আমার গায় গায়, শাখায় পাতায়,
ছড়ানো ছিটে ছিটে, কণা কণা, গলানো সোনা রদ্দূর্ ?
আবেগে হাওয়ার দোলায়, সুধীরে গা'টি ঢলায়,
আদরে গায় হাতটি বুলায়!
উপরে খোলা, নীল অনন্ত, তাকাই যদ্দূর ?
লুটিয়ে মাটিতে প'ড়ে আছে, চিকণ কালো, আমার ছায়া চুল!
বটে বটে, আমি ঐ ফুটেছি ফুল।
মানবের তনু-ঘরে, আনন্দে তোর কিরে,
কুলায় নি বেল্‌কুল্ ?
বথা,—বেইমান ন্যাকা, নরকুল পাংশুল ?

২

গাছে আমি ঐ ফুটেছি ফুল।
হৃদিতলে আমার ডালে, কত রসে, সুরে তালে,
নাচে গায়, ওঠে বসে, কেউ আকাশে ঘুরে আসে,
কত ভালবাসা বেঁধে আছে,
আমার আনন্দের চিন্তা কথা কুল ?
আরে হাবা, তোর কি বুদ্ধি গবা,
কিম্বা কিবা ভুল—
চিন্তা কোথা ? ওরা যে বুল্‌বুল্ ?

৩

গাছে আমি ঐ ফুটেছি ফুল।

রংবিরং এসো বরং, বসো আমার চিতের পাতে,

ভোঁ বং বং, চিত্র পতং, মধু মৌমক্ষী সাথে,—

ভূতি ভড়ং লয়ে খানিক্ বরটা ভাই বৈজ্ঞানিক—

দীন্ দুনিয়ার জ্ঞানের হাঁড়ির, বড় মালিক—

তুমি ভাই ভীমরুল ?

ছলে কলে, বিদ্যাবলে, বীরবলে,

পারো, প্রশস্ত করিতে মস্ত রাস্তা মরণের,

নারো খালি করিবারে, টুক সোজা, জীবনের চুল ?

কৃতাঞ্জলি নমস্কার, সুজলন্ত আবিস্কার,

ট্যাকে ভাই রাখো তোমার, বিশ্লেষনী ? অনুশুলুনীর হুল ?

আরে ও হিত কানা ? তা' তোর কি নাইরে জানা ?

না দিবে কি তা'রা কিছু, শুলুনীর মাশুল ?

আমি গাছে ঐ ফুটেছি ফুল ?

আমার এ দিকটা ছাড়ি, খুজি বাছি, বিদ্যা ঝাড়ি,

বিলাসে গিয়া ব'সো, নিরসা, শিক্ষা শাখার কর্কশা—

আঁকাড়ি কাঠ, কাঠিন্য শকুল ?

কেন ? তোমার ও দিক্‌টার দিকে, তাদের কি

দিকশূল ?

তোমার বুঝি সে শাখে লম্বা পানা,

ফলি শোভে, সম্ভাবনার রম্ভা শুধু ?

এবং সদোদুল সুবৃদ্ধ আঙ্গুল ?

৫

গাছে আমি ঐ ফুটেছি ফুল ?
সকাল সাঁজে, মাখি গায় সূর্য্যের স্বুবর্ণ কর্,
বরষে জলদে, জীবনে রজত ঝর্,
মদমত্ত মাতাল বায়, ঝোঁকে ঝাঁকে খেয়াল গায়,
তার সনে হেলি দুলি করি কত ঢলা ঢলি ?
আমার অঙ্গে, কত জনার যাওয়া আসা ?
দিয়া কীট পতঙ্গে ভালবাসা—
অগম, অনাময়, নির্ভয়, জ্ঞান নিভন্ত, ভুলময়—
হয়ে নিচিন্ত, জীবন্ত ফুলগাছি,
এক ধ্যানে আকাশে দিয়া ঠেশ্
অনন্ত নভঃ নীল চাহি, নিতান্ত এ বেশ আছি,—
ডুবায়ে প্রাণ—পাদপী জীবন রসে মশ্‌গুল্ ?
আমার পবিত্র শুদ্ধ প্রাণের গন্ধ টুকু—
ছুটে গেছে, অজানা, অনন্তে অকুল।
মানবের ঘর অন্দর বাসা নিয়ে সুখ সুন্দর—
আরে বোকা বোক্ চন্দর কি বকিস্ বিহ্বুল ?
কিসে কোথা, কবে, তোর ভেঙ্গে গেল—
সুদীর্ঘ জড় জীবের পার্থক্যের পুল ?

৬

গাছে আমি ঐ ফুটেছি ফুল ?
এদিকে এখানে, দাঁড়ায়ে অবাক—
তরু তনু পানে, তাকায়ে বেতাক—
হাড়ে মাংস গাদা করা, আছে খাড়া-
খালোশ্ খানা, আমার মানব মূর্তি

এ ধারে আমি যে এখন হয়ে ফুটেছি ফুল ?
যা হোক্, বেধড়ক খেয়ালে উড়ে খুব, আচ্ছা উজ্‌বুক ?
প্রাণ খোলা বেড়ে, উত্তম বাতুল !
তবে বটে, তা' হলে তুমি, ঠিক ফুটেছে ফুউল ?—(fool)

৭

হেন রূপে কবিতার, মাঝে মাঝে কবি তার, চিন্তার,
পদে পদে, খাইত হুচট্।
বনদেবী দল, উল্লাসের আসল,
উল্লু বলিয়া, করিত বরণ, উলু দিয়া,
গুড়্‌গুড়ে পাখীর স্বরে, ছোট ছোট ঝোপের নিকট।
কোনো সুরী সুর, রহস্য চতুর,
রঙ্গে খালি হাত তালি—
দিত, দাঁড়ায়ে অদূর খানা-ডোবার ধারে,
বেঙ্গের গলায়, ব্যাঙ্গে ফটাফট্।

সূচনা খণ্ড।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কবির চরিত্র দোষ

সাঁজ সকালা, শিমুল তলা, বেড়িয়া বেড়িয়া,
মৃদুল মধুর, পবন ঠাকুর,
ফিরিয়া ঘুরিয়া কাননে কাননে—
তরু লতা সনে, ফিস্ ফিস্ করি, গোপনে গোপনে ?
কি সব করিত ? কবি কান্তার বিষয় লইয়া,
আলাপ মিলাপ শলা—পরামোশ্ ?
প্রকৃতির পিয়ালা পোরা—
পিয়ায়ে পিয়ায়ে শীতল সিরাপ, গোলা সন্তোষ—?
ক্রমেই কবির, স্বভাব সুধীর,
বিগাড়িয়া গিয়া, কার্য্য কলাপ, মেজাজ খারাপ,
হইয়া উঠিয়া অধিক অধীর,
প্রায় দাঁড়াইয়া গেল চরিত্রে দো,

২

ফুটন্ত সুন্দর, ফুলটি দেখিলে,
মানব রসজ্ঞ সহজ মগজ,
ঘুলাইয়া গিয়া, ফুলজ সমঝ হইয়া
এবং প্রিয়ার পুলকে, হইয়া অতীব প্রফুল্ল হিয়া,
রহি রহি, প্রীতির কত কথা কহি—
বিবরি বারতা, মরমের যত বেদনা-বিষ, বহু বকি' রাবিশ্,

চাহি এদিকে ওদিকে, চুমি চুপে চুপে, হৃদয়ে তুলিয়া তা'কে,
আধেক রকম, করিয়া ফেলিত বিয়া।

পাদপ প্রবণ, কুসুম কানন,
কবির মোদের, বহিতেছিল,
যেইরূপ খর, ঘন দ্রুততর, কাননে মনের গতি?
কি জানি হ'য়ে তত খানি,
প্রবল রকম, প্রফুল্ল উল্লাসে মাতি,
প্রেমের ভরে পাদপের ঘরে,
দিয়াছিল কিনা জাতি?
এ তরুণ কবির, বাতুল নিন্দি' তরল রকম
প্রেম সুগন্ধি, কথোপকথন,
কতক কিছু, করুন শ্রবণ ঃ—

সূচনা খণ্ড।

দশম পরিচ্ছেদ

মল্লিকার পাণিগ্রহণ

১

লো মল্লিকে, এই কালিকে,
তো তুই কলি ছিলি?
শুভ্র হাসি, শশী শশী, দল খুলি,
কবে ভাই ফুটিলি?
ভালবাসা ভরা বুকে, কেন ভাই অধো মুখে
বল্ বল্ নাকে শুনি, ঘ্রাণে তোর ঘ্যানঘেনি
মল্লিকি ভাই! বল্লি কি?
হা লা যে, একেবারে লাজে,
অবাক হইয়ে রলি?

২

কত মাছি মাথা কুটে, কত পিঁপ্‌ড়ে বুকে হেঁটে,
কত গুণ ভন্ ভন্, ভোম্‌রা তোর ভ'নে গেল?
বাতাস এসে আদর ক'রে, জগতে খবর দিে
হয়ে লোল, দিয়ে দোল,
আতর তোর, কতখানি নিয়ে গেল?
হা লা গুণবতি, মধুমতি,
পাশে তোর, প্রজাপতি এসেছিল?
সুরভি বাসে, নাশা পাশে, মধুরে বল্ বল্?
কত মন মধু ভরা, তোর মরমের তল্?

৩

আ! মরি মরি সুরভি, সুখ সুভাগী,
অত কেন নত মুখী ?
না জানি মরমে তোর কত না মাধুরী ভরি !
মুখ খানি তুলে ধরি ?
আ হাহা মল্লিকি, এ আবার কল্লি কি ?
ওলো থাম্ থাম্ থাম্—
তুই কি দিবি প্রাণ ?

৪

আমার রূঢ় করে, পরশিতে খুশ্ ক'রে,
পাতা কুল ত্যাগ ক'রে,
হাতে মোর, খুলে এলি ?
হায় হায়, একি হলি ?
ফিরে যা—যা ফিরে ? আবার তোর শাখা-ঘরে ?
অবুঝ কি হতে আছে ?
থাক্‌গে যা নিজ গাছে—
শোভা-সুখে, সবুজ-বন আলো ক'রে ?

৫

আহাহা মল্লি, এবারে তুই যে লা মর্‌লি ?
তবু নিরবে র'লি— কিছু নাকো বল্লি ?
তা অবাকে, অভাষে, মোর পাশে,
তোর ওকি কথা ? সবি, শুধু বাসে ?
"তা তুল্লে তুল্লে বেশ কল্লে ?
যতক্ষণ বেঁচে রবো, ভালবাসা ভরি দিব—
অমর দেশের যত, মধুর খবর আনি,
নাশায় তোমার শুনাইব।

তুল্লে তুল্লে বেশ কল্লে ?
চাঁদের আলোকে ভূলোকে থেকে,
নিশি শেষে, সুখে সুখে, প্রফুল্লে শুকিয়ে যাবো।

সূচনা খণ্ড।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিয়ের সাক্ষী সাবুদ।

প্রাগুক্ত প্রকার, বন মল্লিকার,—
পাণির গ্রহণ ? সাধারণ স্থূল দরশনে ?
মূল বিবরণ হইতে পারে,— কবির প্রিয়ার—
প্রতিকৃতি, আর ফুল শয্যার—
বা বিয়ার স্মৃতি, আছিল কিছু ফুলে ঘুলানো ?
না হয় ফুলেতে—স্বাদু সরসা, কোমল তর মৃদু পরশা,
তাহার প্রিয়ার, কোনো দিন কা'র,
আছিল আবেশ রসা, গায়ের একটু ঘেঁষ ঠেসানো ?
নয়ত শুভ্র হৃদের, ফুল্লতার পাশে, মমতার মত,
মল্লিকার কোষে, ছিল কিছু ভালোবাস বুলানো।

২

নতুবা আস্ত মিন্সে, ব্যস্ত হইয়া,
প্রিয়ায় প্রেম-প্রীতি খাতিরে, ছুটিয়া আসিয়া কেহ,
একেবারে ডাহা, পুষ্প বিহা,
করে কিনা তাহা, মস্ত সন্দেহ।

৩

সে তারে শুধারে, মানুষে কুসুমে, যে ধারে মিল ?
রমণীর রূপ-রং-অনুরাগ, বিচারি বিভাগ,
প্রীতির ছায়, যে পরদায়, সুর-সুষমায়,
মধুরে হয়, কুসুম সামিল ?

কি খুঁটি নাটি তার, ঠিকটি খুঁটিয়ে,
বেবাক বারতা সবটি আনি হেথা
বিশ্লেষি বুঝানো ? প্রকাশের ত্রুটি,
তাল সামলানো ? ঠেকাটি বাঁধা ?
মোদের পক্ষে, নহে বড় সেটি, চাট্টি খানি কথা !
গগন গভীর, এক গাম্‌লা, জ্ঞানের বল দরকার, দুরূহ ব্যাপার ?
বরাবর মোরা নহি, তত তালেবর, পঁহুছেনা তথা অত ক্ষমতা।

৪

কেননা, কি জানি কবি-কামিনীর, বিকচ যৌবন ঘরে,
মরম-কোমল কিসলয়-ভরে,
কিবা পরিমাণে, ছিল পুস্পল প্রকাশ ?
কিম্বা মল্লিকার মাঝে, পাঁপড়ির ভাঁজে,
আছিল কত খানি তার, কবিণী-বিকাশ ?
দু' ধারের, দু'ধারণায়, জ্ঞানের গোড়ায়—
দাঁড়ায়, মোদের কেবল আকাশ।

৫

অথচ ইহার এক চুল, কোথাও কিছু নাহিক ভুল ?
নীলাম্বর নিচে, বিশাল বিপুল কানন-মহলে—
বকুল বাসিত আঙ্গিনার মাঝে,
মাকসা টাঙ্গানো শামিয়ানা তলে,
লগ্ন-গোধুল শুভ্র শুকুল পক্ষে ?
বহু পত্র সম্পন্ন,
দ্বিজ দল কৃত, কল মন্ত্র ঝঙ্কৃত,
সুর সমাচ্ছন্ন,—
বহু বড় বড় বৃক্ষ সমক্ষে ?
অনীল ঘটক ছিল উপস্থিত ?

প্রফুল্ল আকার ফুল মল্লিকার,
হয়েছিল যে যথারীতি, লূতা সুতা বাঁধি,
পাণির গ্রহণ, সেটি সুনিশ্চিত।

৬

সে বিবাহ-মঙ্গলে কহিব সরলে ?
নভঃ-ময়দানে, সাঁজের বেলা, সুন্দর সাজি,
হয়েছিল মেলা, তারকা বাজী।
বিশেষিয়া আরো, বিনয়ে জানাই ?
তা'র পরে পরে, সকল পহরে, সারা রাত ভ'রে, আছিল বাসরে—
শশীর শুভ্র বাঁধা জোৎস্না-রোশনাই।
এবং এ ধারে আসরে, ড়ঁক ড়ঁক, ড়ঁক রবে, অনেক
লাগাইয়া দিয়াছিল ধুম, রগড় করিয়া ঝাড়া ঘণ্টা খানেক
খাড়া মণ্ডুক ডগর কড়া, আওয়াজি !

বাঁকি, ব'সেছিল নাকি, বহু দল উচুঙ্গুর, রৌশন চৌকী মধুর,
আর ঝোড়ে ঝোড়ে, যত ঝিল্লীর বাজনা ?
এবং পাড়ার সেদিন, নবীন নবীন,
আচ্ছা বাছা বাছা, এক পল্টন যুবা,
সেচ্ছা সেবাব্রতী জোচ্ছনা পোকা,
বিয়ে বাড়ী হতে নিয়ে, লণ্ঠন জ্বালি, লাগিয়া গিয়া—
ভারী ভারী, শুভ দরকারী কাজে, ছুটিয়া ছুটিয়া—
লতিকা পল্লিতে, পাদপ পাড়ায়, কর্ম্মের বাড়ীতে হইয়া সহায়,
কত ক'রেছিল আনাগোনা !
এ সমস্ত মোদের, অটবী-চত্রে, অতি বিশ্বস্ত সূত্রে—
খাঁটি স্বভাবের সম্মুখে শোনা।

ফলে—নোটামুটি নহেক ইহা—
কানন-স্বপন, ভাব্ ভির্কুটি, বেবাকি ভুয়া ?
যে হেতু যামিনী, কয়টি পহরে পুছিয়া,
জেনেছিল বিহা,
ব'লেছিল শিবা, "হুআ হুআ হুআ।"
তবে ভিতর ভিতর, বিরহ-কাতর—
কবিরে দিবারে হৃদে সান্ত্বনা ;
রঙ্গ রস ভরা, বনদেব দ্বারা—
দল কৃত কত কি ছিল মূলেতে ঈঙ্গীত ইশারা ;
কিম্বা কিছুখানা ছিল কি ছিল না—
সুপ্রসন্ন প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন ছলনা—
সঠিক মোদের, নাহিক জানা।

সূচনা খণ্ড।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দেব দুষ্টামী।

১

মোদের কবি কাহিনীর এ অধ্যায়, অধিকখানি ইহার প্রায়,
দেব দানা ভরা, দিবিষদ রুক্ষ রশদ পারশ করা?
শুখা বদ্‌খানা পোরা পাতা ক'খানায়।
অবশ্য যাঁহারা অধিক, প্রত্যক্ষ পথিক,
দৈব ফলারে আস্থা কম্?
তাঁদের পক্ষে, এ সব খোবাক—
চিন্তার অখাদ্য হিসাবে সদ্য
হ'তে পারে কিছু গুরুপাক;
অথবা রুচির চওয়ালে যদিই না চলে,
করে কোনো রকম বেশী বদ্‌'হজম
পরিপাকে বাবু নাই পোষায়?

২

কিম্বা আমন্ত্রিত পুরাতন, মোদের শ্রোতা মহাজন,
তত যাঁরা নন লালসে পরম—
সে সব রকম পদার্থ-পেটুক?
একটু চাখিয়া, ঠেলিয়া রাখিয়া, সহজেই যদি, যান চলিয়া,
হায়, তবে তায়, বলা চলিবে না তাঁর, বেশী অন্যায়?
তবে রুচি ভূক্ ভর্, না ভালো চলুক্?
কৃপাপাতে তা'র, টোকা যাবে টুক্।

৩

এদিকে ক্রমে, কবির উপর,
বাড়িয়া চলিল, দেব খুন্‌শুড়ি ?
বাহিরে বাহিরে থাকিতে থাকিতে,
ভিতরে ভিতরে, লাগিল ঢুকিতে, হৃদয় টুকুতে ?
কভু অহর্নিশ্ করি মজলিশ্,
মুলতান তুলি, গুলতান করি,
স্থল্‌তান হেন, থাকিত প্রাণের ভিতর জুড়ি।

৪

কিন্তু, মোরা স্বভাবের লোক, রাখি বাহিরের চোগ্ ?
অন্তরের তার বড় ধারিনা ধার ?
জানি না, ভিতরের ভালো নহি ভাবুক ?
মানব অন্তর বুক ব্যাপারে
বরাবর, কিছু আছি উজবুক্!
নাছিল ধারনা মানুষগুলি, নিজ নিজ পিঠের উপর তুলি,
আপন ভাবের ঘর সংসার, বালাখানা বহা—
এক এক জনা মহা গুগ্‌লি সামুক্ ?
এ কাননে নিজনে, বনদেবে পাওয়া, কবির পিছনে
পড়িয়া মোদের অনেক গলদ যদিচ খুব্ জলদে ঘুচিল ?
কিন্তু জানি না এখনো, তাহে ঢুকিল
নতুন ? কি চুকিল পুরাণো চুক্ ?

৫

খুলিয়াই বলি বেবাক—বেশী ঢাক্ ঢাক্ মোদের নাইক কিছু ?
কবির আছিল অন্তরে উঁচু, এক ঘর ভাণ্ডার ?
যদিও জীবনে কখন, খোলেনি তাহা, হয়নি দরকার ?
কিশোর আনন্দে, যৌবন সুগন্ধে—

চলিয়া যাইত সুখে সংসার ?
এখন প্রিয়ার বিরহে, দুখে পড়িয়া, হৃদয় খুলিতে গিয়া, কবি
সভয়ে দেখিল হায়, তা'র সে উঁচু দরজায়
আঁটিয়া মারা চাবি ! !
রুদ্ধ ভিতর রহিয়া গিয়াছে, তাহার অন্দর, সকল সুন্দর—
ভাব-সম্পদ, নিত্য সুখের জিনিষ পত্তর,
পরম প্রীতি, প্রেমানন্দ, একেবারে তার বন্ধ, সবি ?

৬

হায়, অসীমের লৌহ-সিন্ধুক, তায় লাগানো বিষম কুলুপ ?
জীবনের পূর্ব্ব উত্তর, দু'দিকের দু'টি চত্তর,
করিয়া রাখা বজ্র আঁটা ?
বদ্ মজাদার এ কর্ম্ম কাহার ?
হাড় পোড়া পরিহাস ! হায় সে, লজ্ঝোড় দাস, এমন কেটা
এ তো নয় রহস্যের মিষ্ট রঙ্গ ? রসভঙ্গ করা, বাস্তব ব্যঙ্গ।
নষ্টামী ভরা দুষ্টলোকের, স্পষ্ট করি, কষ্ট দেয়া !
কর্কশা, বদ্রসা বিদ্রূপ ? তা'র তামাসা-তছ্রূপ !

নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে—
যেথা তা'র নিত্য, উঠা-বসা-দাঁড়া ?
যেথা তার, সুখের আশা, ভালবাসা ?
সেথা সব অনিত্যের কাঁটার বেড়া ?
শোকের-তাপের আগুন জ্বালা—
ভুজঙ্গ আর ভিমরুল চাক্ বিছা ছাড়া ?
জীবনের হায় জাগায় জাগায়—
কি ভয়ানক ! প্রলয় প্রমাদ, বিষম ফ্যাসাদ্ ?

অতল অগাধ, আঁধার ঢালা,
মেলা, গহেরা খাদ্ মৃত্যুর মহা গর্ত্ত খোঁড়া ?

৮

সভয়ে চমকি উঠি, সে' ধার হতে চম্পটি ছুটি,
আসি-হুতাসে হাঁপায়ে হায়, বুদ্ধিহারা, বেচারা, নিরুপায়—
ব্যাকুল হইয়া, ভাবিয়া-চিন্তিয়া, (কে জানে, না হক্ কা'কে নিন্দিয়া)
ফারাকে ফারাকে, কবি অভাগা, ঘুরিয়া ফিরিল, নিরানন্দ ধন্দ লাগা,
হাঁতাড়ি হাঁতাড়ি, সুখ সোওয়াস্তি—
ভ্রমিল বহু আঁধার আঁকাড়ি, ছায়াবস্তী বন্দিয়া !
ডাক ছাড়ি কভু—কভু কান্দিয়া।

৯

বরাবর, কবি মোদের, ছিল কিছু নাছোড় বান্দা ?
কতক দূর উপর বান্ধা,—
রাস্তা ধরি, মনের পথে, হৃদয় বহিয়া সাধ্য মতে,
খানিক ঠেলিয়া আবেগে উঠিল ?
অচিন্ত্য বিরাট, বজ্র-কপাট,
ঘেরিয়া ঘুরিয়া, পরখি দেখিল ?
অনন্ত দেখিয়া, অসাড় হইয়া,
নিঝুম্ মারিয়া, নিশাস ছাড়িল।

১০

কি ভাবি পরে, তেজ ধরি বেশ্,
দেখিতে শেষ, হদ্দ-মুদ্দ ?
মাল্‌কোঁচা মারি, কোমর আঁটি, কষি-বাঁধা
হইয়া প্রায়, পূরা প্রবুদ্ধ-
রুদ্ধ দ্বারে, ক্রুদ্ধ কবি, করিল সুরু যুদ্ধ ?
মগজে উঠিয়া খুবি রুখিয়া।

উঁচু উঁচু শিক্ষার, শিকলে দিল, হেঁচকা নাড়া ?
সবলে চিন্তার, দিল, শাবলে চাড়া ?
কোথাও মাথা মুড় খুঁড়ি, কল্পনা ছুড়ি.
উড়ায়ে গগনে. সুরকি ঝুড়ি,
এবং ঘুরিল, ভারী ভারী, জ্ঞানের হাতুড়ি ঠুকিয়া ?

১১

বিজ্ঞানের গোড়ায়, হাঁকিল কোপ., ?
ধ্যানের ধারে, দাগিল তোপ্ ?
ছুটি ছট্‌ফটি, দন্ত শিকটি,
কুদিয়া গিয়া, চিত্তে মারিত তাল—
রাগিয়া চটিয়া হইয়া লাল ?
মারি আকাশে কিল, বাতাসে ঢিল,
আকুল নিরাশে, ভ্রমিল নিজের চুল ছিঁড়িয়া ?
মোদের কবি বেহুদা, আহরি বহুত বেফয়দা—
ফিরিল, বিফল হাতে করিয়া।

১২

এমনি এমনি, আরো ব্যর্থ, বহু চেষ্টা,
করিয়া আসিয়া, অবশেষ্‌টা
নিতান্ত নাচারে, কাতরে অতি—
কর জোড়ে উর্দ্ধে, জানালো মিনতি,
কে জানে কাহাকে কবি ?
এদিকে মজায়, মগজে ঢুকি, লুকি লুকি, রং রস কৌতুকী—
হাসিল সকল দেব আর দেবী।

১৩

যদিও নিতান্ত, হইয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত-কাবু,
বিভ্রান্ত কবির কিন্তু তবু—

ধরিয়া দুয়ার, কভু কভু তা'র, বসি থাকাটি ছিল ?
অনন্তের ফুটা ফাটা দিয়া, অচিন্ত্য-দ্বারের ছিদ্র বহিয়া,
যত দেবী দেবা, যখন যেবা,
ছিটা ফোটা-ফোটা, দয়া করিয়া—
যা' কিছু ছুড়িতে ছিল—
আব্ছায়া ছায়া, আল্ছা ছবি ?
অদ্ভূত ভাবের জাগায়ে আবেশ্, অপষ্ট সুরের শুনায়ে রেশ,
আজগুবী, কি গায়েবী, কি বাস্তবী ?
তাহে কে জানে, কি ছাই ভস্ম ? কবি পাইতেছিল ?

১৪

সে জন্য যে কয়টি, দৈন্য কান্নাকাটি, করি মোদের বন্য-কবির,
হয়েছিল যেমন তর, তান্ ধরা?
তা'রি তুলি দিলাম বাছি', যদিও জঘন্য,
মোটামুটি মাত্র, গুটি কতক অত্র,
অন্তরের তার অন্তরা।

সূচনা খণ্ড।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:-*-:—

কবির অন্তরা।

কাফি—সিন্ধু রাগিণী।

১

লাগায়ে চাবি, রেখেছে কে ?
অনস্তের ডালা তুলে—
আমার প্রাণের, ভিতর খুলে দে ?
খুলে দে, খুলে দে ?
লাগায়ে চাবি, রেখেছে কে ?

২

ভাবিতে জানিনে যা', তাহারি অজানা ঘা—
ভিতর প্রাণে ঐ ওখানে,
আরে, বেশ্‌ বেশ্‌ বেজেছে ?
মরমের, দূর দূর বেদনা ? যা' ফুটে ফুটে ফোটেনা ?
দিয়ে ভাবের ভাঙ্গা কোণা,
তার অনেক খানা, ঝ'রে প'ড়েছে ?
লাগায়ে চাবি, রেখেছে কে ?
খুলে দে, খুলে দে ?

৩

কত ভুবন জগত-জোড়া ?
আমার প্রাণের ভিতর আছে পোরা ?
আটক ক'রে, কেগা তোরা,

মোরে লুকাতে চা'স ? আঁধারে ঢেকে ?
টুঁড়ে সারা সংসারময়, আর তামাসার বিষয় কিছু
খুজে খুজে কি জোটেনি তাকে ?
আরে খুলে দে, খুলে দে ?
লাগায়ে চাবি, রেখেছে কে ?

৪

জগতে, জ্ঞান গুণের গাদা—
আমার আছে অপার গাঁঠরি বাঁধা ?
একটার তার বাঁধন খু'লে,
মেদিনীর মেখে কাদা—
ছটাক খানি, গড়িয়ে এসে, পড়েছে ছিট্‌কে ?
আমার, আর বাদ বাঁকি সব, রে, রয়েছে আট্‌কে,
খুলে দে, খুলে দে,
লাগায়ে চাবি, রেখেছে কে ?

৫

আছে সকল জগত ভাসি,
ল'য়ে—জড়-জীবের চিত্র রাশি,—
এ নকলের মূলের ছবি—
ভিতরে আমার, ঐ খানে রে তুলিছে ?—
বাহিরে, আবছায়া তা'র ভেসে রয়েছে
বাস্তবিকে,— জীবন্তে জড়ের, একে জড়কে,—
খুলে দে, খুলে দে ?
লাগায়ে চাবি, রেখেছে কে ?

৬

আমার অমৃত নির্ঝর পাশে, চিরন্ত চলিছে তা'ন,
উঠিছে অনন্ত ব্যাপি, প্রেমের রাগিণী গান

বিশ্ব বুঝ, ভাষার সেথা, কানে এসে কটা কথা,
আমার, গিয়াছ ঠেকে—
জগতের অনেক ব্যাথা, গিয়াছে ঢুকে—
খুলে দে, খুলে দে,—
দাঁড়ায়ে কারা, আমার আশার, শড়কে ?—
লাগায়ে চাবি, রেখেছে কে ?

৭

যত তরু জীবের দেহের খোলে বিন্দু বিন্দু জীবন ঢলে
সে জীবনের সিন্ধু আমার, ঘরের ধারে
উছলি অপারে ছুটিছে—
বাহিরে কাঁচ্চা খানেক, ঢেউ একটা
গড়ায়ে এসে, আচ্ছা লেগেছে।—
সেই টুকুতে রং বিরং, উল্‌সে উঠে পশু পতং
স্বভাবে নাচিছে—
কত খেলিছে খেলা দুখে সুখে পুলকে ?
আরে ঘর্‌টা খুলে দে, খুলে দে ?—
লাগিয়ে চাবি রেখেছে কে ?

৮

ও তরুণি, কেগো তোরা, আমার প্রিয়ার সহোদরা
অমৃত রাস মাতোয়ারা ?
সুন্দরী সব বোঁচ্‌কা বাঁধা আমার সুখের বোঝা খুলিছে—
যাতনার গাদা গাদা আবর্জ্জনা,
বাহিরে ঢেলে রাখিছে দুখে—
ছড়িয়ে মেলা, মনের মুলুকে ?
লাগায়ে চাবি রেখেছে কে—
আরে খুলে দে, খুলে দে—?

চাঁদ নগরে, পীযূষ পাড়ার, আমার তারি চেহারার,
কে এক রামা, এসে আমার, কুমুদ কুটিরে,
বসি বসি, মন্দ মন্দ, বীণে, 'গুণ গুণ'
দিচ্চে নাড়া,—পাচ্চি শাড়া, সুধা মধুরে ?
মিড় টুকু, তার অতুল এ লোকে !
খুলে দে—খুলে দে ?
লাগায়ে চাবি রেখেছে কে ?

ভাবের মাটিতে, রোপা তরুর, ফুল্ল ফুল ফুটে প্রচুর,
জাগায় জাগায়, অমৃত ফল, ফলি ঝুলিছে,
তার একটু খানি, মিঠে সুবাস, শুধু ছুটে এসেছে,
অংগুস্তি আছে প্রেমেতে পেকে।
খুলে দে—খুলে দে ?
লাগায়ে চাবি, রেখেছে কে ?

১১

আ মরি, কি মধুরে, ভিতরে, শান্তি পুরে,
প্রফুল্ল কমল কুটিরে,
আমার আসল, আমি টুকুর, ছবি দেখা দিয়েছে,
আমার তার, বাহু লতার,
মালা আমার, গলা ঘিরে দুলিছে।
মুখ খানি তার, আট্‌কে আছে,
আমার হৃদয়ের হুকে ?
খুলে দে—খুলে দে ?
লাগায়ে চাবি, রেখেছে কে ?

১২

হেনরূপে হাঁকা হাঁকি, ডাকা ডাকি—
আদি, কাঁদি ফুকারি, কাকুতি করি,
যখন দেখিল তার, খুলিল না দ্বার,
ভারে ভার শুধু পাইল কচু—
নামিয়া আসিয়া, উঁচু হতে হেথা, এ নিচু ভুবনে
ফিরি বনে বনে, তরু সনে রসি,
পিয়া, সুবাসিত, আরণ্য আসব—
জঙ্গলে মিশি, লিখিতে বসিল,
বুঝি, বসন্ত উৎসব ?
খুব সম্ভব।

সূচনা খণ্ড।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০ঃ—

পত্র-সংগ্রহ ও আলোচনা।

১

বহি, দৈবের এত রঙ্গ, নিগ্রহ, লভি, গহনের আনন্দ, আগ্রহ,
সে বিজন কাননে, ল'য়ে শুষ্ক পত্র রাশি,
একাকী বিরলে, কি আশায় বসি?
অত বিরহ বেদন, উৎসব লিখন,
কি জানি, কি উদ্দেশ্য করিতে সাধন?
চাহি, বনদেবী গণে, কি গগনের পানে
পাদপে পবনে, কি প্রকৃতি চরণে,
কারে জানাইতে, করা নিবেদন?
এত সযতনে, কাঁদি, সাধি, হাসি, ভাষি?
ফল যে কি, পাইয়াছে কবি—
একরূপ তাহা, আছে কিন্তু সবি, গুপ্ত অপ্রকাশিই।

২

মাত্র গুটি কয় শ্লোক মাঝে তার,
আছে দেয়া, কন্দর্পে উপহার?
এ জাগার, যার তেত্রিশ কোটী, থাকিতে দেব,
কে জানে একা, মদনে দাদনে?
কেন, ভাবিয়াছে, কবি, ওয়াজেব?
হয়ত, বোধ হয়, ধরি, এইরূপি সম্পর্ক?
যেমন, পক্ষী, পাতা, বৃক্ষ, লতা,
কাঠ ঠোক্‌রা, ভোম্‌রা গুণন, কুজন গাঁথা, কা

তেমনি তার, রকম সঙ্গীন—দিব্য—
সুশীল সুজন, অঙ্গহীন, ঠাকুরে উৎসর্গ।

৩

যে কষ্টে, কবির কাব্য, নিরূপণ ?
হইয়াছে করা, পত্র ভার,
এবং তাহার, সকল রস সঙ্কলন ?
কিছু খানা তার, করি নিবেদন ঃ—

৪

পত্র সব, অৰ্দ্ধ গলিত, তিন পোওয়া শড়া,
কীট কবলিত, উয়ে খাওয়া, প্রায় মাটি করা,
আদৎ টাট্‌কা সবুজ, আছেও কতক, সুপষ্ট পত্র ?
বেশীর ভাগ, অবুঝ আকার, আখর লুপ্ত, পোঁছা ছত্র ?
হরফ যাহার, নর নয়নে, কঠিন পড়া।

৫

এরূপ পাতার, বিবিধ ভার, স্তুপ স্তুপাকার,
ধরি বহু দিন, এ অধম দীন,
করি কাট ছাঁট, সুধারি পাঠ,
নিজে সাহং, এবং স্বয়ং,
সাধ বরং, আমি শ্রীবাঁট
বহু বা করি, আবিষ্কার।

৬

ইংরাজী জানিনা কিছু কিছু বুঝি ?
সংস্কৃত শিখিনি, কিছু কিছু সুজি ?
পার্শীও পারিনি, উৰ্দ্দূও দেখিনি
তবু তার, কিছু কিছু রাখি, মগজে গুঁজি ?
বঙ্গ আকাশের তলে, যে ভাষা, ভাসি চলে

সাধুর ওঁছা, উড়া আশমানী
তাহার তাও, টাও আর ফাও*
বেশীর ভাগ, করিয়া পুঁজি ;

৭

বিদ্যা, বেবাকি বর্জ্জি ? বাঁকি, টিদ্যা টুকু আ
বহি নাই ব্যাকরণ, টিপি খালি ট্যাকরণ,
মালিকের, যেমন মর্জ্জি ?
নিঙ্গাড়ন কষ্ টকু সমঝাই ?
চিন্তা দিয়া আল্পনা আঁকা, কল্পনা কল ?
দেখি বটে নানা, কিন্তু, তার ঠিক "পং
—টুকু জানা নাই।
পাদপ, দেব, দ্বিজ, দেশজ ভাষা লবজ,
যা আছে শোনা ? তার সব খানি,
শ্রীমাথায় আনি,
সকলে ছাঁকিয়া, চিতে চটকিয়া,
নিয়ত বিবিধ, ছন্দ ছানিয়া, করিয়া যাচাই—

৮

ইহার উপর, অনুমানে বা প্রমাণে, করি
বহুবা, টানিয়া বুনিয়া, করিয়া উদ্ধার,
কবির কাব্যের, যা বুঝিয়াছি সার ?
তার কি, বলিব আর ?
তাঁর সে বিরহ বেদন, কবিতা রচন,

* বঙ্গ ভাষার কথন ভাষায়, সকল শব্দের, প্রত্যেকের পশ্চাতে, দুটি তিনটি করিয়া ফাউ শব্দ ব্যবহার হয়, যথা—কাগজ, টাগজ, ফাগজ, মাগজ, কি কলম টলম, ফলম মলম, অথবা জ্ঞান ট্যান ফ্যান, বিদ্যা টিদ্যা ফিদ্যা, ইত্যাদি শ্রীবাঁট মহাশয়ের পুঁজি, এই ভাষার ফাউ সকল মাত্র। ইতি শ্রীটীকাকার।

অরণ্যে রোদন, দুখ নিবেদন—
চুলকায়ে মাথা, অবশ্য কহিব কথা, কিছু নরম গলায় ?
"বটে বটে তা বেশ মশায়, হইয়াছে হায়,
মানে—বনে জঙ্গলে বরং সফল ?
না হলে, মানব মহলে হইলে হইত, নিছক কেবল.
ঝাঁকা কতক, ঝাড়্ ঝাড়িত, ফল ফক্কিকার।"

৯

হ'তে পারে, প্রকৃতির কিছু কিঞ্চিত, পাইয়া খাতির ?
দেবের, দ্বিজের, দু' দিকের; আনন্দের আমন্ত্রণে ?
পাদপের আপ্যায়নে, কাননের ক[illegible] বিজন বিপিনে
ভাবের খোরাক [illegible]ইয়া প্রচুর—
শিমূলের তলে, ভাল করি নিয়া, মধুর মধুর
বেশীর ভাগ খেয়ালী খ্যাতির খ্যাঁট,
আত্ম প্রসাদে ভরিয়া উঠি, হইয়া গম্ভীর.
গরজি গাহি, রাগিণী হাম্বীর ?
পারেন থাকিতে বসি, ফুলিয়া গিয়া, গরবে হইয়া গ্যাঁট*
[illegible]ন্তু ক[illegible] [illegible]ড় যে. একজন, 'কেও কেটা' নন্, দিগগজ বাজী ?
[illegible] নি[illegible] বলিতে মোরা নহিব রাজী ?
বড় জোর জারী, [illegible] করিতে পারি,
শ্রীবাঁটের খাটি, বিচারের বড় বাটখারায়,
তুলি তুলনায়, মাত্র মশায়—
(কিছু গোপনে, বলি এখানে.) ওজনে হন ?

* গ্যাঁট—কথাটি সম্ভবতঃ গড (God) হইতে উৎপন্ন। কেননা তাহার অর্থ ঐ ভাবই প্রকাশ করে। গ্যাঁট হইয়া বসা অর্থ, সম্পন্ন এবং নিশ্চিন্ত হইয়া বসা। গডের অপভ্রংশে কোথাও গট্, গ্যাড, গেঁট, গোঁট, গ্যাঁট ইত্যাদি নানা দেশে নানাবিধ উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়।

গল্পিকার গাছে, নিসর্গ জ্ঞানের গ্ন্যাট† (Gnat)
Not a furthing further than that.

১০

সেথায় আবার, পোপের পাতায়, কথায় বলে—
"Authors are partial to their wit's true
But are not critics to their judgment too ?"
মনে হয়—জাগায় জাগায়, চিন্তার আগায়,
বিবেচনার প্রান্ত কোণে, এক টেরের টীকায়,
মণ্ড নয় এ টুক টুকে, রাখা কিণ্টু ?

১১

তথাপি, নৈর্জ কবির, মতেতে আসল ?
বনের, যত দেবদেবী দল ? জীব কি দ্বিজ, পাদপ সকল ?
সে কাতর কাহিনী, শুনিয়া অমনি,
কবির কামিনী, আনিয়া তখনি,
দেয়নি যদিও, কবির বুকে ?
কি জানি, কি প্রকৃতির লীলা ছলা, রং তামাসা, কুতুক কলা
কি কবি হ'তে, গোপন থাকি [illegible] খেলা,
তা'কে কাঁদায়ে, [illegible], [illegible] করি [illegible]
কি এমনি তর, একটা কোনো, [illegible]র্বের ঝোঁকে ?

১২

না হ'লে কাননে, নাকি, দেব দ্বিজগণে,

---

† গ্ন্যাট—Gnat এর উচ্চারণ ন্যাট। ইহা জগতের সকলেই জানেন কিন্তু শ্রীবাঁট মহাশয় জানেন না। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বোধ অত্যন্ত কম। ইহা তাঁহার বৃহৎ দোষ। মার্জ্জনা করিবেন। এবং জিহ্বায়ো একটু দোষ দেখা যায়, কেননা—মন্দ স্থানে মণ্ড ও কিন্তু স্থানে কিণ্টু বলিয়া ফেলেন। ইহার আর মার্জ্জনা নাই।—শ্রীটীকাকার।

পঞ্চমুখী হ'য়ে, যেখানে সেখানে,
গাহি যশঃ রাশি, প্রশংসার ভার,
বিশুদ্ধ বিচার, তুলি, কলরবে তার,
মাঠে ময়দানে, বিপিনে, বিমানে,
করিয়া দিয়াছে সার, কবির পশার,
নরলোকে যা, অপূর্ব্ব দুর্ব্বোধ্য,
একেবারে তা, অশ্রুত—অকথ্য—
উৎকট দুর্লভ, উদ্ভট ব্যাপার।

১৩

সেই শিমুলের মূলে, কি কাণ্ডের কোটরে,
কিম্বা ছায়াতে ভূতলে, শাখার ভিতরে,
হইয়াছে, যথায় যাহার, সুগম সুসার,
অথবা, যার যেরূপে, যে ভাবে, হইয়াছে অবসর ?
সে সেইরূপে, সেই ভাবে, কবির রচিত, বসন্ত উৎসবে,
করিয়াছে সবে, আদর, যতন, কৃপা, কদর।

১৪

এত যে বসন্ত, মলয় মন্দ ?
মরি মরি, কি, উৎসব ছন্দ ?
সেও নাকি, গায়েছে সুমধুর গায় ?
আর তো, দেবতা নিচয়, নিভৃতে উদয়, হইয়া মশয়,
করেছে প্রকাশ, কতই আনন্দ ?
বরষি উর্দ্ধায়, সদা নেত্র জল, লতা, গুল্ম, তরু, তৃণ, জঙ্গল
একেবারে হইয়াছে, নির্ঘাৎ, বিষাদে নিবাত নিস্পন্দ ?

১৫

কাননে কাননে, নাকি যন্ত্র, তন্ত্র ?
যত ছোট ছোট বড় তরুদল সহস্র সহস্র,

ভরি সারা সারা, নিশি শর্ব্বরী. দিবস যস্ত্র ?
ফেলিয়া দিয়াছে, অজস্র অজস্র,
নিজ নিজ মতের, সুপরিপক্ক, প্রশংসা পত্র।

১৬

কবির, কাব্যের কোমল, পাতার সকল ?
বাক্য বন্ধে, শব্দে ছন্দে, লালিত্যে মোহিয়া,
মজিয়া, জানিয়া রসাল, অমিয় মধুর গুণ ?
লইয়া গিয়াছে. সুন্দর সুন্দর, কাটিয়া, কুরিয়া, কতই অক্ষর ?
সাহিত্যের, যত নিপুণ ঘুণ।

১৭

প্রকৃতির, মহান মহান, সব পণ্ডিত প্রধান,
অনন্ত বিমান বিহারী, সকল স্বভাব বিদ্বান,
যত বড় ছোট, কাব্য চঞ্চু, সুকণ্ঠ শ্রীমান ?
কত গুণী ভ্রমর, জ্ঞানী গোবর ?
পদে পদে, পত্র দলে, দিয়া স্থান, পদতলে ?
অবিরল করিয়াছে, প্রশংসা প্রমাণ।

১৮

সিং.শিরোমণি মহিষ, বিদ্যাবলদ, ব[illegible]ল গ[illegible]বশ ?
পালে পালে মৃগ মনিষি মেষ, [illegible]
প্রচণ্ড, বহ্বারম্ভী, রণ মুখে স্থির,
ভারী ভারী বীর নিরামিষ ভোক্তা ?
মহা মহা অজা রাজাগণ, ফুৎকরণ, ববকরণ,
লভভন* আদি রস প্রলম্ভন বহব বচন বক্তা ?

* লভভন—love—ভন অর্থাৎ ভালবাসা ভনিত কথিত। বাঙ্গলার কোন শব্দকোষে 'লভভন' শব্দ পাওয়া যায় না। বোধ হয় ইংরাজী লাভ ও বাঙ্গলা ভনভমানী যুক্তে ব্যবহৃত। শ্রীটীকাকার।

১৯

কবি কন ? একেক জন. রসনা রসন, বড় সোজা নন ?

অমৃত তরকারী, চার্ব্বঙ্গ ধারী,

ইয়া দাড়ী ? মহর্ষী অগণন,

তনুময় রাখা, মস্ত গন্ধ বোকা, দিগন্ত মাদন,

কি বলিব আর, বহু বার বার,

আসিয়া তাঁহারা, নয়ন মুদিয়া, অমিয়া সোওয়াদে, সতত করিয়া,

কবিতা চর্ব্বণ—

পত্রের যথার্থ খাঁটি পদার্থ, রসবোধ, করেছেন জ্ঞাপন।

২০

বোকা মানে হেথা, বৈদেশিকতা,

প্রয়োগ প্রথা, করিয়া মার্জ্জন

ফরাশী ভাষায়, দোহাই মশায়,

তাহার অর্থ সুবাস মাখা, বুঝিতে হইবে করিয়া কৃপা ?

নতুবা অচল হইবে অজা সমালোচা,

সকল নিসর্গ সন্দেস আধা খাপচা,

এবং বিচার নিবহ হইবে বোঁচা ?

দেশ দেশান্তর বাণী, কবি বাক্য স্বভাবী, স্বাধিন স্ফূরণ,

থাকিলে রোখা, খাইবে ধোখা।

অবাধ ব্যবহার চক্ষু বুঁজি, যেমন যাহার শব্দ পুঁজি,

কুঞ্চিয়া যাইবে যথেচ্ছ ছুরণ ?

তাই—বিনয়ে দীনের বড় নিবেদন।

২১

তারপর—কবির ভাষায়, কত কহিব মশায় ?

কত কত ভট্ট ভল্লুক, উল্লা উল্লুক,

চরিত্র চতুর, আচার্য্য জম্বুক, প্রেমিক কুক্কুর,

প্রভৃতির যথোচিত প্রশংসা প্রচুর।
আর তো পত্রোপরি, ভারীভারী টাইটেল
কৃত অগণন আনন্দন, প্রকুন্দন, উল্লম্ফন,
সাহিত্য, শয়ন, রণ, রোমন্থন, বিজৃম্ভন,
এগু এবং আলিঙ্গন, প্রস্রবন, নানা তর নাদ নাদি,
কত সহ সম্প্রীতি, দলে দলে দম্পতি,
তর তর বিলক্ষণ বিলক্ষণ ?
করিয়াছে কত যে, কাব্যের উপর ইত্যাদি ইত্যাদি
তার তো একেবারিই সীমা দিতে নারি ?

২২

অতি আনন্দে কবি বলে. চতুষ্পদীয় অজ দলে,
কি বৎস বহু কোমালে ?
উর্দ্ধে আফালিয়া, উল্লাসে, কলাপ দিয়া,
পত্রে পদ বিশ্লেষিয়া,
যখন তখন করিয়াছে উচ্চারণ ?
ব্যখ্যা বিশুদ্ধ শব্দ "ব্যা" করণ।

২৩

এসব বিরহ বিপ্লব, বিবৃত পল্লব,
নিতান্ত দুল্লভ, যদিচ বটে, মানব নীতি বা রুচির নিকটে,
রহিয়াছে অগোচর, নাহি দেখিয়াছে নর—
কবি কন্, কম নন্,
না হোক বাবুর ? ধরুন যবে হইয়াছে প্রচুর বাবুন গোচর

২৪

যাঁরা পত্রের সকল, রসজ্ঞ আসল, সুদূরদরশী,
স্বভাব শাখার যত, কাব্য কাণ্ড বাসী,
অতি উচ্চ উচ্চ তর ?

কৃপা রাখি, দয়া করি, তাঁরা কিন্তু পত্র দলে, চরণ বিন্যাসি,
(না হয় জিজ্ঞাসি ? নয়—নাই দেখিয়াছে নর ?)
বিবিধ সুন্দর আখ্যা ব্যাখ্যা কুদন্ত প্রকাশি ?
বহু বড় বড় করেছেন সুবিজ্ঞ বানর।
মানে জনে বা বনে হোক্ যে রূপে যশ ?
—কোনো এক উচ্চতর্, নরের ভিতর্,
হইয়াছে, সেই ব্যস্।

২৫

কহিছে কবি, কবিতার সবিতা দেব,
রবি শশী তারাবলী, প্রদীপ্ত বিভাশালী,
প্রকাশি দিয়াছে, দিবা রাতি ভালো,
সকল পাতায় প্রতিভার আলো,
তায় অপ্রমেয়, সারমেয়, চোনা করি বরিষণ,
ভাসায়েছে পদ তুলি বারবার ?
করি প্রদীপ্ত পবীত্র, কবির কবিত্ব ছত্র,
উচ্ছাসে, বসন্ত উৎসবের, ভরি ভরি, ছন্দ ভাব ভার ?
ফল্—আলো চোনা, বিচারনা, গবেষনা, তানা নানা,
ষোল আনা, কাননেতে কোনো খানা,
কবি মতে, বাঁকি নাহি আর।

সূচনা খণ্ড।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

উপহার।

১

যথা তথা ছড়ানো, মোরা সেথাকার,
কুড়ায়ে কুড়ায়ে পত্র সকল,
নরলোকে প্রকাশের করিয়া দুরাশা,
করিয়া খাঁটি যথার্থ নকল,
বানর হাত ছাড়া, করি এক বহি খাড়া,
নরপাঠকে, হতেছি উদ্যত, দিতে উপহার ?
পাইয়া যা যথা সম্ভব, শুষ্ক পত্র গাঁথা, বসন্ত উৎসব ?
সহ কবির গীতিকা, তাঁর প্রিয়ার পত্রিকা,
দেব, দ্বিজাদি কৃত আগ্রহ, নিগ্রহ, জল্পন তালিকা
আদি—আমাদের সংগ্রহ যা সব্
লুপ্ত, নষ্ট পত্র জন্য দায়ী কিন্তু কভু নহি তার !

২

এক এক পাতে লেখা ছিল যত খানি ?
সারি সম্বরিয়া, নম্বর দিয়া, আলাদা করিয়া,
ছত্রপত্তরা, কিছন্দচত্তরা, এক এক ষ্ট্যাঞ্জা,
কলি, অথবা অন্তরা, বল তাহা যা ?
তারি সংখ্যা করি, দেয়া গেল গণি
মেলা না মেলা, দৈবের খেলা।
একস্থানে অন্য, কি পাঠ অসংলগ্ন ?
সুধারিতে শ্রীবাঁট সেজন্য, আছি বহুৎ বিপন্ন,
বহুকাল হ'তে, নাকাল হইয়া, সন্ধানে হারি মানি

৩

কহ কেমনে হিসাব তাহার রাখি ?
কত 'বৌ কথা ক' পাখী—
বসন্ত উৎসব লেখা পাতা, ল'য়ে বাঁধিয়াছে কোথা,
কোন্ রসালের কত শত শাখে ঢাকি ?
ভিতরে তার ভাল বাসা ?
আরো পত্র কত গুলা, উড়াইয়ে সহ ধুলা,
মলয় বাতাসে লয়ে, গিয়াছে মধুরে ব'য়ে—
কে জানে কত দূরে, ফুর্‌ফুরে, তার দেশে খাসা ?

৪

কি হয়ত আরো কত
উড়ি গেছে, পল্লি মাঝে, অথবা কোন্ নগরে—
উৎসবের বহু অধ্যায়, উৎসাহে লয়ে, করিয়া, রাঁধা বাড়ি, ধুলা দিয়ে,
সুন্দর সুন্দর সব্ টুক্‌টুকে ছেলে মেয়ে ?
শৈশবের সুমজার, পাতাইছে সংসার,
আনন্দে, আহ্লাদে, হাসি কুটিকুটি হ'য়ে ?
না বুঝি সে পত্র লিখিত বিরহ ব্যাপার,
ভাবী জীবনের, সবি, কথা ভাবিবার ?
হৃদয় সরলে, অবহেলে, তরুতলে, আমোদে গলা ধ'রে—
সারা বেলা "বউ বউ" খেলা করে খেলা ঘরে—
ইহা কি না হ'তে পারে ?

৫

কি হয়ত কত গরু, বনে আসি, উৎসব অঙ্কিত চারু,
শত সরস রচনা সহিত পত্র, বহু উচ্ছাসের বহু ছত্র—
হায় চিবায়েছে চক্ষু মুদি !
পাতায় তার সুমিষ্টসার শ্লোক সুন্দর

কত আহা হয়ে রূপান্তর, হয়েছে গোবর !!
পিয়েও তাহার কবিত্ব রস ঘাঁটি, রবিতে শুকায়ে তারি, পরিপাটি,
ঘুঁটে করি, হায়, পূরি দিয়াছে চুলায়,
ভর্ত্তারে ভাবিতে ভাবিতে, হারায়ে সম্বিতে,
বাগ্দী বিরহিণী, কত কাওরা কামিনী, বিবিধ নামিনী,
চন্দী, বিন্দী, খাঁদী, ক্ষেমা, খুদী, সদী,
ইহায় হিসাব সাধ্য কি যে দি ?

৬

আরো বলি—নহে বড় সম্ভাবনা কম্ ?
কত সংখ্যা রসপূর্ণ পত্র সহ নিসর্গের নেশাভরা ভাবের বিভব,
আচ্ছা করি মুছি তার পৃষ্ঠ হ'তে বসন্ত উৎসব ?
পাকা খানশামা দল, ভালো পাকাইয়া নল,
গুঁজিয়া হুঁকায়, দিয়াছে প্রভুর করে,
প্রভু তথা হয়ে উভু, চক্ষু জোড়া, ছানাবড়া, করি কভু,
কলিকায়, সরসে চরস, ভো'রে—
অথবা গুড়ুক, কি গাঁজায়, মারিছেন দম্ ?
কে জানে কিংগতি, ভবিষ্যতি, অতঃ পরম্ ?

৭

তবে, তাহাও না হ'তে পারে, এমন নহে,
ঘূর্ণা বায়ু ভরে, উড়িয়া সহরে,
শ্রীহরি মন্দিরে, দেবের সেবার গৃহে ?
ভোগের উনন্ ধরানের কালে, উৎসব পত্র, মিলি তৃণ দলে
পরমান্ন পাকের বহ্নি প্রজ্জ্বলনে—
করি কিছু দেব কার্য্য সাধন, সার্থক করিয়া পত্র জীবন,
পুড়িয়া পড়েছে, কমলা বিরহে, অপ্রফুল্ল, প্রস্তরিভূত শ্রীহরি চরণে।
কতবা নির্ম্মলে, গঙ্গাজলে, কৃপোদকে পূত হয়ে, পত্র সব, পাত্ররূপে ?

হ'য়ে কত গুলি, ঠোঙ্গা স্থালী—

কভুবা কেহ দেবের প্রসাদ বঙ্গিয়া বুকে,

কত যে সহায়, হইয়াছে হায়, সাধু সেবনে ? কহি কেমনে ?

৮

নহে নাজানি ইহাও খুব তর খাঁটি,

কবির লিখিত, উৎসবের কত,

উৎকৃষ্ট অংশ, হয়েছে মাটি ?

কে জানে, হায়, কত দিনে কবে, সে মাটির রসে, ফুলগাছ হবে ?

ফুটিবে তাহায়, সুরভি সুন্দর ফুল,

আবার হেরিয়া কেমন, বসন্ত উৎসবে,

কোন্ বিরহী কুল, হবে আকুল ?

কি কোনো সুপ্রেমিক, সাধুর চয়নে,

সচন্দন উপহৃত হবে, আবার আসিয়া, শ্রীহরি চরণে ?

জানিব কেমনে ?

৯

পৃথিবীর, নয়ন বরষার, জলেও আবার

পত্রিকার, হইয়াছে বহুল লোপাট ?

কত আরো বিলুপ্ত হইত যে তা, যদি দয়া করি না আসিত হেথা,

হায় পাঠকের তরে, কৃপার আধার,

পতিত পত্রের ঝুড়ি সংগ্রহ-কার—

কোদালী নিজে স্বয়ং, শ্রীল এগু শ্রীযুৎ তাহার মজবুত্ বাঁট ?

কে দেখিতে পাইত, মরতে বিকট,

এহেন কাব্য দাপট, কল্পনা কাট ?

বিশ্রী বদ্ বেয়াড়া বখাট ?

১০

দেবের দ্বিজের, কি ঝোড় জঙ্গলের,

আদর গরবে, কবির মেজাজ্ যতই থাকুক উগ্র গরম ?

দীন শ্রীবাঁটের হীন আন্দাজে, অধিক ধারণা মানব হিসাবে,
অতি ক্ষীণতর আলদা রকম।
জ্ঞানেতে তাঁহার, এ উৎসব পাতার, সমস্ত ঝুড়ির বেশীর ভাগ ?
হতে পারে মিঠে কিছু দূর রুচিতে মধুর,
রসের সব, খর বা রাসভ, কি গুরুতর গরুর খোরাক।
পবিত্র প্রেম পরায়ণ, কি পণ্ডিত জ্ঞানী নরগণ—
এ সব পাতার ছত্রে, ভাব সর্ব্বত্রে, রসস্বাদন ?
তাঁদের উপযুক্ত, পদার্থ উক্ত, বড়ই কম।
তবে প্রীতির পূজক, সাধের সাধক, যৌবনবাসী, সৌন্দর্য্য জাপক,
বিষণ্ণ প্রবাসী, যুবতি যুবক, কিম্বা পরমেশ প্রেমিক পরম ?
ভালবাসা হারায়ে ফকির, কতক কতক এ পাতার গুলির,
করিয়া যাশু মৌতাতে আশু—
কদাচ কেহ পেতেও পারে, এক আধ্ দম্।

১১

কিন্তু মধু মাসের, সুষমা সুন্দর, চোঁওয়ানো সুরার,
যদি কেহ থাকো প্রাকৃতিক পাঁ'ড় মাতাল্ তাহার,
পাঠকের মাঝে, সরস মানস, মহানুভব,
নবদামে পদ বাঁচাইয়া, হাঁকিয়া অসম্বদ্ধ বেসুর,
যদি টলিয়া, পড়িয়া উঠিয়া, থাকো আসি এতদূর ?
(সহ্য-সাধারণ পাঠক পক্ষে, যদিও অসাধ্য অসম্ভব,)
বাঁকি পাতার, অধিকার তাঁর।

১২

তাঁ-দিগে দিলাম, নিম্নলিখিত, বেয়াড়া তর, মসি অঙ্কিত,
শুষ্ক পত্রগুলি, হতে ঠিক তুলি,
ভুল ভ্রান্তি আদি প্রমাদ, নাহি, কিছু দিয়া বাদ,
পুঁজি, যথাযথ, যা সব সমগ্র বসন্ত উৎসব।

ঝঙ্কারে ঝাল গোঁজা,

স্বভাবের সারে, শুধু সাড়ে আঠারো ভাজা—

গোছ্ তাজা ছন্দে, চিত চানাচূর্

প্রফুল্ল রকম প্রচুর্ প্রচুর্—

—তরহরি, চরণ চাট্, যত কল্পনা কাঠ।—

শ্রীল শ্রী বাঁট

সূচনা খণ্ড।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীবাঁট মহাশয়ের আত্ম পরিচয়।

১

কে জানে কাহার, এ মহান, কার্ কার্বার্,
আজ্জানো জগৎ, মহীময় দান, মানসের মাঠ ?
ভুবনে ভুবনে, কে জানে আবাদ্,
কাহার এত ? সক্ সুখ সাধ্, ভরা, হরষ বিষাদ ?
দুখে, তাপে, নয়নের জলে, কি ফসল ফলে ?
কেবা খরিদার ? বিকায় কি মূলে ? কোথায় হাট ?

২

কেমন মালিক তিনি ? কিরূপ আকার ? দেখিনি তাঁহাকে।
আমি কি ? অথবা কে ? কোথাকার ? চিনিনি আমাকে।
সমস্ত বিষয়ে, হস্ত পদহীন—
ব্যস্ত হইয়া, ঘুরি দিন দিন, অদৃশ্য হাতের, চালন অধীন,
এখনো বুঝিতে পারিনি—
একটি তাঁহার তুচ্ছ তৃণের গঠন ঠাট্।

৩

অবশ্য, কেহ একজন, আছে মহাজন ?
অচিন্ত্য এবং অব্যক্ত গোপন ?
দেখিয়া শুনিয়া যাঁর কাজ, আচরণ, হইয়া আকাট
এ জীবনের ক্ষেতে নিজেকে বুঝেছি—
কার্য্যও নহি, কর্ত্তাও নহি,
শুধু কষিয়া কর্ম্ম কোদালে জোড়া—
বহুকাল হ'তে, পড়ি কবির পশ্চাতে,
পর কর চালিত, আছি, বেচারা শ্রীবাঁট।

হরিপুর

সূচনা খণ্ড।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ*ঃ—

সজীব টীকা

নিম্নে প্রদত্ত গীতি পত্রিকা খানি
নহে কবির নিজের প্রসূত লেখনি।
ছন্দে কিছু গন্ধ ধরা,
পচা পান্থ, তর নিতান্ত,
বকেয়া পুরা, ঢঙ্গ ভরা।
বিশেষ—বনবৃক্ষ পত্রে ইহা নহে বিবৃত।
ভাঁজ করা ভাল বটে রঞ্জিত সুন্দর চিঠির কাগজে লেখা—
শিমুলের এক নিভৃত কোঠরে, অতীব গোপনে যতনে ভিতরে-
তারি তুলা দিয়া ঢাকা, আছিল রাখা।

২

ইহার আদ্য অন্ত ভাগ অপ্রাপ্ত তা' ছাড়া আছিল ছেঁড়া।
জ'াগায় জা'গায় আখর কোরা, প্রচুর চঞ্চুর ঠোকর মারা।
মিহি রসস্থ হাতের লিখন বলিয়া,
স্থলে স্থলে ছিল গলিয়া খসিয়া,
এবং বহু রঙ্গের, পাঠক-পোকা পতঙ্গ পড়া।

৩

একদা এক প্রত্নতত্ত্ববিদ্, নিসর্গের সাহিত্যে সুপণ্ডিত,
কাক্ কমিটির ষ্ট্যাণ্ডিং মেম্বর মানে—কাকিনী মেমের বর-
বড় দাঁড় কাক, মহা মান্য বর, একের নম্বর,

পত্র খানি, আনিয়া টানি, সুধীরে সহলে,
ঠোঁটেতে করিয়া লইয়া উঠিলা গিয়া উড়িয়া—
উচ্চে, এক বড় প্রকাণ্ড ডালে।

৪

পদে পত্র চাপি ধরি কিছুক্ষণ, করি কল্পন জল্পন্,
শ্রীপাট্ ধাম্, শিরোনাম্,
না পাইয়া ঠিক্ ঠিকানা, ঠোকরি কয়টি অস্তরা কণা,
করিবার যাহা সঙ্কলন, করি সমাপন.
প্রক্ষিপ্ত করিয়া কিছু পাশ্চাত্য সার—
এবং ছেপ্ত করিয়া শুভ্র লেপ্ত মোহরাঙ্কন*—
বাসায় বসিয়া, করিয়া রিভিউ, বায়স বাপাজীউ,
ফুকারি কহিল "ক্রা কোবা ? কবউ কবউ কবউ।"
মানে হয়—লেখিকা কেবা আর ?—বিনা কবি-বউ !

৫

পত্র খানি দেখি পড়ি গেল নীচে
মাটিতে গাছের তলে।
সেথায় শ্রীযুৎ শ্রীবাঁট মজুৎ
আছিল অপেক্ষি তখনি লইলা তুলে।

৬

খুলিয়া ভিতর ভাঁজের পাট দেখিয়া দামাট, হইলা আকাট !
দেখিলা—ঘোরালো ঘন, ধারালো বড়্শী হেন,
লাঙ্গুলে লাগানো সুতীক্ষ্ণ বাণ,
মস্ত এক খাড়া, আধ মরা কাঁকড়া, বিছা বর্ত্তমান।

---

* লেপ্ত=লেপা, ছেপ্ত=ছাপা, ছাব দেয়া। লেপ্ত মোহর,-লেপা মোহর। হরফ কখন উঠে, কখন উঠে না। ইতি শ্রী টীকাকার।

অপর এক ভাঁজে, আর এক খাসা, জাল করি বসা,
মূর্ত্তি জমকালো, এক বড় কালো, মহা মাকড়সা।
কিন্তু দুজনে ভয়ে, দু' দিকে উভয়ে,
চম্পটিল ছাড়ি, চিঠির মাঝের, বাসা ঘর বাড়ী,
প্রবলে এক এক, করি লম্ফ দান।

৭

অনেক অবশ্য তত্ত্ব রহস্য যাহা আছিল অন্ধকার—
আলোকিয়া আশা করিলা খোলাসা—
যাহা হইল আবিষ্কার— বটে আরো পরিষ্কার,
কিন্তু তবুও ভিতরে, কিছু তত্ত্ব তলাইয়া, গেল রহিয়া।
বায়সের যথা, গবেষণ-শুঁতা,
বরদাস্তিয়া, তা'র প্রবেগ বহিয়া—
লিপির ভিতরে, সুস্থিরে অবস্থান!
সে এক সমস্যা মস্ত, অমাবস্যা ভরা,
মাকড় বিছার, পক্ষে যাহার, করা,
দুরূহ—অতীব, সমস্ত সমাধান।

৮

পয়লা, "কাকে পত্র লেখা কার" কাকে করি পরিষ্কার
দিয়াছে কহিয়া সার।
সে পক্ষে নিতান্ত, পক্ষীয় সিদ্ধান্ত, পর্য্যাপ্ত প্রচুর।
কবির প্রতি প্রীতি-পত্রিকা,
গিয়াছে জানা, বিশ্ব ব্যাপিকা—কবি-বধুর।

৯

তাহার উপর, যে কেহ সুধীবর, দেশকাল পাত্রোচিৎ,
যত্ন যোগী, প্রত্ন—প্রেমরত্ন তত্ত্ববিৎ,
রসিক প্রধান, যদি দেখিবারে চান্,
আসল গোড়া পত্তন, বসন্ত উৎসব রচন ভিত্।

১০

দেখিবেন—অবশ্য হইয়াছে যাঁর বিশেষ প্রকার—
প্রেমের মিলন গুণে বিশ্ব সংসার সৃজন জ্ঞান ?
এবং যিনি বস্তুর প্রকাশ প্রথমে দেখেন ধ্যান ?
হন তৃতীয় চক্ষুষ্মান, অতি সূক্ষ্ম সুদূর দরশী—
ধরিয়া চিন্তার প্রভাব-প্রেরণা যিনি—বিজ্ঞাত বিপুল
বিশ্ব ব্যঞ্জনা ?
—জড়ের বেদনা, চেতনা স্ফূর্ত্তি, মূর্ত্তি বিকাশ,
ধড়ের বিবিধ ধর্ম্ম ধরিয়া, কর্ম্ম প্রকাশ ?
অথবা কোনো নিমগ্ন, প্রেম সমাহিত, বিধুর বিদূষী :—

১১

অতি সহজ সুদিব্য, চক্ষে চাহিয়া, দেখিবেন তিনি—
রমণী প্রেমের; অভূত অজানা, সূস্মক্ষ্ম প্রভাবের, বিবিধ—নানা,
ব্যাপারে, নাহয়ে টুক্ ডোম্‌কানা—
কিম্বা না লভি যৎ সামান্য হয়রাণী—
চিঁঠির ভিতর দু'জন স্থষ্টি, বৃশ্চিক্ মাকড়্ করিয়া দৃষ্টি,
একই স্থানেতে তাঁহার, হইয়া সমস্ত,
যাইবে নিশ্চয়, ধ্রুব সাব্যস্ত, প্রায় সন্দেহের জেয়াদা খানি।

১২

মানে—হইয়া যাইবে, জীবন্ত মিমাংসায় জলন্ত স্থির।
মোদের কবির কবিতায়, এত কেন হায়,
বেতর বেজায়, জাল প্রসারণ—
তায় বিষাদের, কিসে এত সব, কাব্য প্রসব ?
আর বিরহ বেদন, বিষের জ্বলন, হৃদের দহন,
অত রকম, কেন কবির ?

১৩

অতএব এবম্প্রকার, যখন ব্যাপার, বিকার, সাধন হেতু মূলাধার
তীব্র বিষ বিষয় গাদা, বিচিত্র চারু চব্বিশ—পাতা,
বউ কবির পত্রিকা খানি, অতি অসাধারণ(ই) জানি,
বিশেষ বাক্যের বঙ্কাল নিবহে, সুনিদ্রা কারক—
ছন্দের অন্দরে, তন্দ্রার সুন্দর, সঞ্চিত আরক—
জানিয়া শুনিয়া বুঝি উচিত, বিনিদ্রের মহান হিত—
না দিয়া পারি কি, নর পাঠকে সরল, সুনিঠ্ নকল ?

১৪

মাঝে যদি এ হেন থাকেন আবার কেহ করেন জিজ্ঞাসা ?
আজি কালি পতিনীর প্রেম পত্রিকায়—
সদা দুনিয়ায় ভাব-ব্যাখ্যায়
কি চলিবে সজীব টীকা টিপ্পনী ? পাকাড়ি আনিয়া বিছা মাকড়সা ?
অথবা সকল আধুনিক ললিত লবঙ্গ লিরিক
কবিরো কবিতায় দরকার হবে বিবিধ সেরূপ ?
কীট কিড়িং আদি ঝিঁঝিঁ ঝিনুক্ ?
তা' হ'লে মোদের ঠিক্ ইহার উত্তর দিক্
সুনীলে* শূন্য কেবল পূর্ণ,
ধূমল মালুম, নিবিড় রকম নিঝুম্ খুব্ ।

১৫

প্রকৃতির এসব সোজা সমীচীন, সূক্ষ্ম বিজ্ঞান বিহীন,
সহজ অতি সাধারণ, পীন কারণে, যাদের ক্ষীণ নজর,

---

* "সুনীলে" কথাটি বোধ হয় শ্রীবাঁট মহাশয়ের বানান ভুলের ফল? 'শুনিলে' লে কিরূপ অর্থ হয়? আমাদের,দুটি কথার অর্থই, ধোঁওয়া ধোঁওয়া মালুম হয়। ত শ্রীটীকাকার।

তিনি যিনি হোন্, নবীন প্রবীণ, যে রঙ্গের, এ বঙ্গের
বানর বা নর
সে জিজ্ঞাসার, যদি কিছু সার, জবাব্ ভবে, সম্ভবে থাকে ?
তা হ'লে খুঁজিয়া লইতে হইবে, নিজেকে তাঁকে
মুক প্রমুখ, কি অমুকী অমুক, কাহারো, ঢুঁড়িয়া হৃদি-কন্দর।

১৬

সূরি সেব্য, তত্ত্ব রস রিরংসা, যুক্ত যে সব, মত্ মিমাংসা ?
তার প্রশংসা, না আছে কার অসংশয়ে জানা ?
সে পারে বহিয়া খেয়া, এ পারের ব্যাখ্যা দেয়া,
খোদ্ মানবেরি যবে বিড়ম্বনা ?
তখন কঠিন কিছু, এ অধমে বনা।

১৭

এ তো আর চারু, সে উদার দারু, দ্বিজ দেবতার,
নয়ক কারু, ঠাণ্ডা রকম, ভাব সাধনা ?
এ সব ডাণ্ডাধারী, মর্থাণ্ডা, মানব মনের যুক্তি জোড়া
'কোনা কাঠা,'
শক্ত তর, পাহারা দেয়া, মহলে হানা ?
এ দীনের ব্রাদার, সে রাস্তা রাদার * নহে সস্তা,
অথবা সুগম, সরল রকম
তওফা তামাম্, তেল চুক্ চুক্, মোলাম পানা ?

১৮

পর হৃদয় পুরীর, ভাব কোঠারীর, খোলা কুলুপ,
কি তার মর্ম্ম পেটারীর, নূতন মতির, রতনটুক্ ?
টানিয়া আনার, মোটেই মোদের—

* রা দার=রবদার, প্রসিদ্ধ বিখ্যাত। অথবা রাহা দার সুগম পথ যুক্ত।

নাহিক ক্ষমতা, কিম্বা হুপ—†
নিতান্ত খালি, সেধারে ধরিয়া ধ্যান,
সুদীর্ঘ অতি সংখ্য কাল সুতরাং
নেত্র শ্রোত্র, মুদি মাত্র, মোরা রহিব চুপ্।
এ ধারে বলিলেও কেহ বলিতে পারেন, সুধীর ভাবুক ?
শ্রীকবিণীর, পত্র খানির,
তবে নয়, নকল চলুক ?
চলে তো চলুক।

† হুপ=ভরসা, সাহস, উৎসাহ। কেহ কেহ বল এবং দম্ অর্থে ব্যবহার করেন, হুপের বদলে হাঁপ ব্যবহারও করেন। ইংরাজি hope হইতে 'হুপ' উৎপন্ন কি না ঠিক্ বলা যায় না।

সূচনা খণ্ড।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বউ কবির পত্রের নকল।

*

১

দূরে ভ্রমিবার প্রিয়, কিবা প্রয়োজন ?
পলকের অন্তরাল, বিছানো বিপদ জাল,
বাহুর বন্ধন বাহির দেশ; অযুত যোজন ?
দূরে ভ্রমিবার প্রিয়, কিবা প্রয়োজন ?

২

তোমার মাঝারে, সখা, সহেনাকো কেশ ব্যবধান !
বুক চিরে হৃদে রাখি, নেত্রে ধরি মুদি আঁখি—
প্রাণের ভিতর করি হই হারা, জগতের সকল গেয়ান
আত্মার নিকট আত্ম্য, তুমি অতিজীবন—জীবন।
দূরে ভ্রমিবার প্রিয়, কিবা প্রয়োজন ?

৩

হৃদি ছাড়া করি তোমা, তিল স্থির নহে মন প্রাণ !
নয়নে হেরি আঁধার, আধ শূন্য প্রাণাধার,
শ্রবণ বধির হয়, রুধিরের গতি অঙ্গে ম্রিয়মান।
তোমা হীন হলে ক্ষণে, প্রাণে আসি, হুতাশে শমন।
দূরে ভ্রমিবার প্রিয়, কিবা প্রয়োজন ?

৪

তোমার, সব আশা পূরাইব. কেন দূরে যাবে প্রাণাধার ?
বিদ্যা কি শিল্প বাণিজ্য, তপ, জ্ঞান, রাজ কার্য্য,
অশন, ভূষণ ,বহু দরশন, উপার্জ্জন, বিদেশ বিহার—

এ ছার সামান্য আশা, অনায়াসে হবে এ দাসীতে সাধন।
দূরে ভ্রমিবার প্রভু, কিবা প্রয়োজন ?

৫

ভালবাসা বাসে, ক্ষুধা তৃষা, বল থাকে কার ?
মুখ কমলের খালি, মধু দিয়ে ঢালি ঢালি,
হলে তৃষা, মিটাইব, দিব ক্ষুধায় সুধা সম মোহনভোগের সার,
আমার সর্ব্বাঙ্গ-সোনার পালঙ্কে, করিবে বিশ্রাম তুমি, ক্লান্ত যখন।
দূরে ভ্রমিবার প্রিয়, কিবা প্রয়োজন ?

৬

তুমি হে সকল ভূষণ সার, হে আমার, গুণমণি হায় !
তুমি অমূল মণি যেমন, সাজে অন্য কি হীন রতন ?
তোমারে হে সাজাইব জড়াও করিয়ে দিয়ে
আমার এ কনক কায় ?
ভূষার ভূষণ তনু, তনু বিনা শোভে সখা কভূকি ভূষণ ?
দূরে ভ্রমিবার প্রিয়, কিবা প্রয়োজন ?

৭

হায় কি বিদ্যা অর্জ্জনে যাবে, ত্যজি প্রেম-গুরুর শ্রীপাট ?
আমার সাহিত্য-দর্শন-শ্রুতি, আদি-অলঙ্কার-স্মৃতি,
সব মম, অনুপম, নিরুক্ত, মূল সূত্র,
আমি দিব পীরিতি কলাপে পাঠ।
তোমায় অঙ্কে কষি—শিখাইব কিরূপে হয়, চন্দ্র গ্রহণ।
দূরে ভ্রমিবার প্রিয়, কিবা প্রয়োজন ?

৮

খালি আমা হতে মোহকরী মন্ত্র প্রিয়, তোমারি প্রধান।
তব কেমন মন্ত্র কে জানে, চাহিলে তোমার পানে,
সুধা সিক্ত চির মুগ্ধ,

করতলে শত বিশ্ব, প্রাণে হেরি, পরার্দ্ধ পরাণ—
তারি গুণে নিখিল জগত রাখি, আমাতে গোপন।
দূরে ভ্রমিবার তব কিবা প্রয়োজন ?

৯

মম দেহ খানি দেখ প্রিয়, পরিপূর্ণ চিত্রের আগার,
বিচিত্র সকল অঙ্গ, প্রফুল্ল প্রকৃতি রঙ্গ
নেত্র 'তুলি' করি তুমি হৃদি-পটে আঁকিবে তোমার,
নির্ম্মল পবিত্র ছবি, ছাড়া, আমাতে বর্জ্জিত সবি,
কলঙ্কের লেশ কভু, নাহি মম, এ চিত্রাগারে ফলিত কখন ?
তুমি হবে, সু সকল, চিত্রিবার চিত্রকর, সুপটু সুজন।
দূরে ভ্রমিবার প্রিয়, কিবা প্রয়োজন ?

১০

আমার সুন্দর স্বভাব খানি, ধরি দিব নয়নে তোমার।
ঘন কাদম্বিনী-ডালা, কায়—কনক-কিরণমালা,
একা হাঁসিতে খুলিয়া দিব—স্বরগের অপূর্ব্ব দুয়ার,
তাই দেখি—সহজেতে ধরাধাম করিবে অঙ্কন।
দূরে ভ্রমিবার প্রিয়, কিবা প্রয়োজন ?

১১

কোন্ রসে কবি হতে চাও হে চিত্ত কমল-কানন মধুকর ?
জগতের আদি রসে, সুবাসিয়ে, পূত-প্রীতি পিয়াইয়ে,
তব স্বভাবে সরস করি, মানসে ছুটাব কবিত্ব ঊষার কর,
মাজি' চরিত্রে অমর রুচি ফুটাইব ভিন্ন এক ভাবের নয়ন,
প্রিয়, তুমি হবে ত্রিনয়ন।
দেখিবে সকলি রসাল তায়, বিশ্বের বিশাল গায়—
জীব অণু তৃণ মাঝে, মধুরে কত সাজে—
দেখিবে শত শত, রসরত নূতন ভুবন;

রসে রসে, নব নব, তর তর, মধুরে মিলন।
দূরে ভ্রমিবার প্রিয় কিবা প্রয়োজন ?

১২

আমার এক একটি কথা প্রিয়, পীরিতির প্রকাণ্ড পুস্তক।
নিত্য কব নব কথা, জ্যোতি ছন্দ মাখা সুধা,—
আবেগের জ্বালা জ্বালি, দিব ভাবের ভাণ্ডার খুলি,
পূর্ণ তৃষাময় সোহাগ আদর স্তর স্তবকে স্তবক,
তার—নকলে সকল হ'বে কাব্য সুললিত কবিতা রচন।
দূরে ভ্রমিবার প্রিয় কিবা প্রয়োজন ?

১৩

খালি তোমায়, প্রেমানন্দ মিলনের, মহাকবি করিব প্রাণেশ ?
মিলনের মিতাক্ষরা, শি'খাব সাধন করা,
সে রসে পরশিতে দিবনাকো, বিরহ বরণ লেশ,
প্রীতির প্রবন্ধে বন্ধে, জগতের ছন্দে ছন্দে—
আনন্দের হবে শুধু, সঙ্গীত স্ফূরণ।
দূরে ভ্রমিবার তব, কিবা প্রয়োজন ?

১৪

তোমার বিদেশ সখা, বটে রাখা, মম বুকের মাঝার।
পরাণ নিবাসী তুমি, হইলে উরসগামী,
সেই তো দূরন্ত দূর ! তা ছাড়া প্রবাস আর, কিরূপ আবার ?
তারি ত কারণে শত, ঘুচে নাকো প্রাণের রোদন !
দূরে ভ্রমিবার প্রিয়, কিবা প্রয়োজন ?

১৫

এ হৃদি ছাড়ি, কোথা ভাল মিটাইবে ভ্রমণের আশ ?
নগর শৈল সাগরে নদে কি সরস বরে ?
কি মলয় লালিত বনে ?

কিবা চাহ, প্রাণ প্রিয়, ভ্রমিতে আকাশ?
সকল সুখের ঠাঁই, দেখ যদি, মম হৃদে একত্রে ঘটন?
দূরে ভ্রমিবার তব, কিবা প্রয়োজন?

১৬

বল সখা? আমার উরসে তব কিসের অভাব?
স্নিগ্ধ হিম শৈলবাস, নিদাঘে পূরাবে আশ,
আমার সুবর্ণ যৌবন-বনে বারোমাস প্রকৃতির পূর্ণ প্রভাব,
সে শোভা নিরখি, প্রিয়, সুখী ক'রো মন।
দূরে ভ্রমিবার প্রিয় কিবা প্রয়োজন?

১৭

আমার অন্তরে স্নেহের নদী, প্রেম সিন্ধু পানে ধায়?
সাধ ভরা আশা তরী, সরস সামগ্রী ভরি,
সুন্দর তরঙ্গ তুলি, শত শত দূরান্তরে, প্রীতির নগরে যায়,
বাসনা ব্যাপারী তুমি, সকল তরীতে সখা, তোমারি আসন।
মায়ার মুলুকে যাবে, অদূরে দেখিতে পাবে,
তব অহিতের দুশ্চিন্তা, ভেসে যায়, কভু নিমগন
ভাসি যায় আশা, সুখ, চিত্র, শোভা, জীবন্ত স্বপন।
দূরে ভ্রমিবার তব কিবা প্রয়োজন?

১৮

আমার গভীর প্রেমের সিন্ধু পার নাহি তা[illegible]।
প্রীতির পোত কত তোমা তরে নিয়োজি[illegible]
রাখিয়াছি ভরি ভরি সুবিমল আনন্দ সম্ভার—
পীযূষ পাথারে, একাকী সুযাত্রী তুমি, বাস[illegible]
সুতরঙ্গ নাই তুফান, বিলাসের ছুটে বান,
উথলি আনন্দে, লয়ে যাবে— যেথা কানন নন্দন।
দূরে ভ্রমিবার প্রিয় কিবা প্রয়োজন?

১৯

ওহে ওপ্রবাসি ? কোন আকাশে, তারা দেশে, করিবে প্রবাস ?
মোর, নয়নের তারা পরে, তোমায়, রাখিব সর্ব্বস্ব ক'রে,
তারাপতি করি তোমা ভাল করি বাঁধি দিব মোর
দু' আখির মণিতে নিবাস
হে আমার ! সংসার আমার পথের দিক্ দরশন ?
দূরে ভ্রমিবার প্রিয়, কিবা প্রয়োজন ?

২০

তারা বাসীর অগোচর, জগতের, কি থাকে নয়নে ?
মণির মন্দিরে থাকি বিশ্বময় মেলি আঁখি
দেখিবে তোমাকে তুমি শোভাময়ী প্রকৃতির আনন্দ বদনে
তোমাতে দেখিব আমি, হরষের জগত সৃজন।
দূরে ভ্রমিবার প্রিয় কিবা প্রয়োজন ?

২১

হে তারা নাথ ! ভ্রমাইব, উরস গগনে, শশী করিয়ে তোমায়,
নীলাম্বর মাঝে কর, শোভা দিবে নিরন্তর,
পরশে জগত অঙ্গ, শিহরি ভাসিবে, মধুর সুধায়,
হেঁসো শশী, হেরি মম, প্রফুল্ল মানস কুমুদ বন
দূরে ভ্রমিবার প্রিয় কিবা প্রয়োর্জন ?

২২

বল প্রিয় স্মররাজ সমবল ত্রিভুবনে কেবা ধরে আর ?
যার শরে বিকম্পিত, দেব দেব পরাভূত—
কেবা রোধে, তার গতি ? ভুবন বিজয়ী বীর—
জগতের হৃদি রাজ্য যাঁর অধিকার ॥
সে রাজ কাজে * * কীট দষ্ট * * *
* * * * *

অস্পষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র অগণন।

দূরে ভ্রমিবার প্রিয় কিবা প্রয়োজন?

২৩

কারে ভাবি, কি তপ করিবে কান্ত কোন মহত্ব আশায়?

সংসার ছাড়িয়ে দূরে, দিব যৌবনে কুটির ক'রে,

শিখাইব শঠ চক্র ভেদ, ইঙ্গিতে ইন্দ্রত্ব দিব,

বিমুক্ত করিব তব, পরাণ হেলায়।

ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব ছার, প্রেমযোগে হে আমার,

মম বদন করিবে সার—

নিরুদ্ধ আসনে, আমার আনন ধ্যানে, রহিবে মগন,

দিব প্রেম জ্ঞানে "তত্ত্বমসি" সোহাগে করিব তব সুসিদ্ধ সাধন।

দূরে ভ্রমিবার প্রিয় কিবা প্রয়োজন?

২৪

আমা ছাড়া কি আর কামনা বিশ্বে রহিবে তোমার?

আমারি রূপ ধ্যান, আমারি গুণ গান,

আমারি জগত তব, তুমিই আমার,

শিখাইব অপার সুন্দর এ সাধনা পরম,

জীবনে শান্তি পাবে, আমাতে সমাধি হবে,

মধুরে মধুরে ভুলে যাবে দেহ মন পৃথক দু'জন,

দূরে ভ্রমিবার প্রিয় কিবা প্রয়োজন?

সূচনা খণ্ড।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:-*-:—

দোসরা পত্র, নম্বর দুই।

১

অথ কবিণীর আর একখানি,
পত্র পড়ি মোরা পেয়েছি এদানি।
কিন্তু নিরীহ, পাঠক নিবহ, নিতান্ত রহ, নিচিন্ত নির্ভয়,
পূর্ব্বের মত, নহে অত, দুরূহ দুর্জ্জয়, চর্ব্বশ পাতা—
নির্দ্দয় রকম, সাংঘাতিক তর, আধখানা খাতা।
কিম্বা বিশ্ব জোড়া লম্বা—
চিত্তের সম্ভাবিত চওড়া চিত্র নিচয়।
অতএব ব্যাপিকার, নমস্কার, এবারকার তাঁর—
ভাব আশমানী যথা সম্ভব কম আমদানী।

২

তথাপি—কবিণীর খুবি নিতান্ত—
কলা কল্পনা ক্লান্ত, যাঁরা, অতি পরিশ্রান্ত পাঠক,
অন্ততঃ—জবরদস্তি, করিব না তাঁদের আটক,
নেহাতি ইচ্ছা করেন—
সূত্র ছিঁড়ি স্বেচ্ছায় কেচ্ছা ছাড়েন?
কষ্ট ক'রে হেথা, দু' একটা পাতা,
না হয়, উল্টে চ'লে যেতে পারেন!
তবে দৈবাত্তের কথা!
চোখের উপর, উড়ে পড়া, কিছু পাতার আবর্জ্জনা,

বিনয়ে কি বল্‌তে পারি? দয়া করি, যাবেন ক'রি মার্জ্জনা?
এর উপর আর, চলে নাকো প্রার্থনা!

৩

লিপির হেথা—কিন্তু তবুও এখন হ'তেছে কথা,
যা' ছিল সিধা সাদা—
পরে—পত্রটুকুতে ঢুকিয়া, কবিত্ব কীটে টুকিয়া,
কাটিয়া কশি, মাত্রা মুছি, এবং চন্দ্র বিন্দু চাটিয়া,
বিবিধ পদ্য পোকায়, পরম্পরায়,
প্রতিভায়, ভোম্‌রা বিঁধিয়া, হেথা সেথা,
কিছু কিছু সুরের মাঝে, ভাবের ভাঁজে, ক'রেছে ছেঁদা।

8

তার আর মশায় উপায় নেই। ফলে এবে, দাঁড়ায়েছে এই,
পত্রের পর, ছিদ্রের ভিতর, দিয়া নিরন্তর,
গানটির গায় জাগায় জাগায়—
ছিটা ফোটা তর, দেখা যায়—লোক লোকোত্তর।
পরমার্থ থামাল মহান, বিপুল বিশাল নিখিল খিলান
সেই চিরকম্‌বুঝ্‌, দরাজ দহর
মানে—নয়নে হয়, অভাব ময়,
সেই নীল গম্‌বুজ্‌, নভ নজর

সাদা সিদা স্বভাবের বারান্দার, বাসিন্দার, কি এ বান্দার—
জ্ঞানের গোয়েন্দা গিরী, নহেক এলাকা।
রাখিনা জেয়াদা, তত্ত্বের দাদা এত তোওয়াক্কা,
যত জ্ঞান-গুলিখোর, বিভোর তত্ত্ব তুখোড়্‌—

* সংস্কৃত দহর অর্থ আকাশ। বঙ্গের কোন কোন স্থানে দওর কথা ব্যবহার হয়, তাহার অর্থ স্থান বা জায়গা।

পাইয়া হাতে, প্রেম মৌতাতে, কি কেহ, উঠি ভাব্ মারফতে *
নিরীহ মোদের বিরহ বিকল গীতটি সরল—
করিয়া তুলিয়া গগন গজল,
কিম্বা আরো চড়িয়া ধরিয়া, সুরটি তুলিয়া আল্‌টপ্‌কা—
যদি করিয়া বসেন চুট্‌কী রকম, এক পরম ঈশ টপ্পা!
তা হ'লে নাচার!
আর কিছু নয়—সামালিতে তার সে ধাক্কা,—
কাব্যকারবার—কবির কেচ্ছা পাইবে অক্কা।

৬

মহীর মহা ভড়ং ভরা এই মানুষ,
দিব্য ভাবের ঢেউ-ঢোকা ঢের তোফা ফানুষ,
বিবিধ বায়ুর বশে উড়ন্ত নিজ রসে সুরে নিজে চূড়ন্ত,
যাঁরা বালিতে দেখেন বিশ্ব ছবি—
তাঁদের আর অসাধ্য কি?—পারেন সবি।
মহা মঙ্কী সংহিতার যণ্ডামার্ক ধৃত সুবিশুদ্ধ খাঁটি আদি সংস্কৃত—
প্রবচন ধরি 'কোট' করি খালি মোরা বলিতে পারি এই পর্য্যন্ত :—
"কেক রেক বিঅা রচ রম্ভা বুকেধ্বভা বঘ রেরসী মানা
যত্র—হ'রেকরকম্‌রা জীওবা রুদেরকা রথানা।"†

* মারফৎ=মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণ চারি প্রকার পথে ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহা এই :—হকিকতি, তরিকতি, শরায়তি, মারফতি। পরমেশ্বরকে পরম প্রেমিক ভাবিয়া তাঁহার ভজনাই মারফৎ পথ।

† ভাল টীকাকারে বলেন—উপরোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটী অতি পুরাতন কালের রচিত, ভাষাই তাহার প্রমাণ। বহু বিভিন্ন ভাবের দ্যোতনা না কি বিদ্যমান আছে এবং তাহার সমস্ত ছন্দোবন্দ রস সুরের ও সুদূর রেশানন্দের ব্যাখ্যা বঙ্গ ভাষায় একেবারে অসম্ভব। সুতরাং মোটামুটি স্থূল অর্থেই সন্তুষ্ট থাকা বিধেয়। বলেন, স্থূল অর্থ এইরূপ—

ফলে—যার ঘরে থাক যত মহজুৎ তত্ত্ব তোজ্‌দানে বাজী বারুদ
তাতে বড় তত বিরোধ মোদের নেই,
মোদের হেথা গীতের গাঁথা কটা কথা মোটে এই—
সুধার পাঠোক কিম্বা উদার পড়কে * দেই।

৮

ভৈরবী মিশ্র, দাদ্‌ড়া।

হে বিজন জীবন. তোমা বিহনে—
নারি রহিতে একা গহনে।
সংসার জনময়—বন, অস্ফুট স্বর বরিষণ
আলাপন কলরব কূজনে,
সচল দ্রুমলতা দলে বলে—নানা ফল ফুল ছলে—
আমার বিফল সকলে মরম গ্রহণে।
নারি রহিতে একা গহনে।

৯

কান্ত—জীবন্ত তুমি, তোমাতে জীবিত আমি,
জড় মিছার আর সবি আমার নয়নে.

"কে করে কবি আর চরম ভাবুকের ভাব ঘরের সামানা
যত্র হরেক রকম বাজী ও বারুদের কারখানা।" ইত্যাদি
ইহার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা আমাদের সাধ্যাতীত। শ্রীবাঁট

* বসন্ত উৎসব কাব্যের কবি পাঠকের মধ্যে তিন রূপ দেখেন। যথা পড়ুয়া পাঠক, পাঠোক পাঠক এবং পড়ক্‌ পাঠক। ঘটনার উপর উপর ছুটিয়া উড়িয়া পাঠ করিয়া যান যাঁহারা—তাঁহারা পড়ুয়া পাঠক। কাব্যের প্রত্যেক পদ ঠুকিয়া পরখ করিয়া রস চাখিয়া পাঠ করিয়া চলেন তাঁহারা পাঠোক পাঠক। আর যাঁহারা কাব্যের সামান্য ভাবেই গলিয়া প্রীতি সৌন্দর্য্যে গড়াইয়া পড়েন—তাঁহারা পড়ক পাঠক বলিয়া বুঝেন। ইতি

মনের মানুষ একা— জীবনে তোমাকে দেখা,

জগতে তুমি আমি—আছি খালি দু'জনে।

বিজন জীবন তোমা বিহনে

নারি রহিতে একা গহনে।

১০

প্রথম ভাগের হেথা

হইল পাতা পূরা পেশ,

পাওয়া ঢুঁড়ে ঢেঁড়ে—

যে পর্য্যন্ত সূচনা খণ্ড—

এইখানে তার গেল করা শেষ।

মনের কোণে কোথাও না হোক্—কৃপা ক'রে—

অতি নোংরা হ'লেও মুখে তোম্‌রা

হেঁকে বলো— "বেড়ে বেড়ে—

বেশ বেশ বেশ"।

প্রথম ভাগ—সূচনা খণ্ড সমাপ্ত।

বসন্ত উৎসব কাব্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

কাব্যখণ্ড।

শ্রীবাঁট সঙ্কলিত

বসন্ত উৎসব কাব্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

কাব্য খণ্ড।

—:০:—

প্রথম উচ্ছ্বাস।

ঘোষণা।

১

বসন্তের পত্র আজি পেয়েছে প্রকৃতি রাণী,
আনন্দে ধরারে ধরি— আদর সোহাগ করি—
কহি দিল কাণে কাণে মৃদু দু'টি মধুবাণী।

২

অমনি অন্তরে অতি হরষিত বসুমতী,
চাহি নিরব সরস চক্ষে প্রকৃতি নয়ন পানে,
সলজ্জ রস আনন্দে হাসিল মধুর মন্দে,
—ছুটিল সুধার ধারা পুলকে ধরার প্রাণে।

৩

অন্তরালে সবে থাকি, প্রকৃতি আকৃতি দেখি—
বুঝিল মরম সার ধরিত্রীর পুরিবার সুচির বাসনা,
ধীরে ধীরে মহীপুরে ঠারে ঠারে
হ'য়ে গেল সরস ঘোষণা—
"ঋতুরাজ আগমন।"

এ সময়ে দেখা ভালো মনোপুরে মনটুকু
কা'র আছে কেমন ?

৪

বহি বহি ধরাধাম নগর কান্তার নদ নদী ধার-
পরে পরে দুই দিন চলি গেল মন্দ মন্দ বার বার,
ফুর্ ফুর্ সুমধুর ফুকারিয়ে মলয় পবন,—
হইল রে প্রকাশ্য ঘোষণ—
"ঋতুরাজ আগমন।"

৫

কিন্তু দেখি হেথা মোর হৃদয় আলয়ে—
মৃদু সে মধুর মধুর মলয়ে প্রফুল্ল মাধুরী ভরে—
উঠাইয়ে সহসা একখানি সুধা সুন্দর মুখ ছবি খানি—
স্মৃতির দেয়াল-গায়ে—
লট্‌কায়ে পট্ করে দিয়া গেল হৃদি-ঘরে।

৬

মন্দ মলয় হাওয়ার হাতে হায়
উঠে হেন সুন্দর মূরতি এমন'?
আরো ঠাহরিয়া দেখি চাহিয়া—
সে যে আমারি— সেই তাহারি বিধুর বদন!
যা'র মুখ খানি মোর সারা পরাণের তৃপ্তি-সদন।

৭

কি বলিব আর— মুখ খানি যা'র—
নহে সে বিদ্যুৎ বরণা স্বর্গের অপ্সরী—
রম্ভা রতি কিম্বা— মৃদ্বঙ্গী মেনকা- কি কিন্নরী পরী,
নহে ন্যগ্রোধ মণ্ডলা মৃগেন্দ্র মধ্যা,
গজেন্দ্র গমনা অমর আরাধ্যা,
অনবদ্যা !—অথবা নহে সে সুর সুন্দরী

এই শামী-ধামী-খাদী-বুঁচি-ডাব্‌রী গোছ্‌ পাঁচ্‌ পাঁচী,—
তবে এমনো এতখানি না—
ভেক বদনী ধনী, কুলা পারা মাজা খানি,
চামচিকা উড়ি বসা— চারু চামাটি উরসা,
অথবা পেচকী চোখী— পিচুটি নয়না,
কিম্বা তস্য দাস্তটো লম্বা কিম্বদন্তী
কঠাহ কমঠ তর বিকট বদনা।
আনন নিছনী— নহে তত খানি,
সাদা মাটা মোটা মুটি তর মাঝামাঝি
হ'লেও তেমন নহেক এমন— তাহে বড় বেশী রকম
কিছু ব'য়ে গিয়াছি?

রূপের উপর কেহ উপমা এনোনা, তুলনা তুলোনা।
আমার 'তাহারে' আদরের দরে বিশিষ্ট প্রকারে
কুরূপ স্বরূপ খুবি সুবিচারে,
এইরূপ হইয়াছে মনে সঠিক কষিয়া জানা—
মেনকার মুখ আর মোর—
খাদী পেঁচীর পদ নথ কোণা,
এই রূপি অন্তরে আন্দাজি আমি রাখিয়াছি আঁচি।

১০

রং রূপ রূপ? তা' আর কিরূপ্?
লাগে যা'র প্রাণে যেরূপ।
কত জনা রাখি সোনা চাঁদের কোণা,
কাল্‌ পেঁচীর লাবণ্য লালিত্যে বেতর লোলুপ।

১১

সদ্দার খেলোওয়াড়ে বলে—মোদ্দাখানা খুব সংক্ষেপে সরলে,
পৃথিবীর প্রীতিপুরে খেলা ঘরে যখন যে রং ধরে,
তা' ছাড়া হয় আর সব পাশ্ কেবল্ ফ্লাশ্,
বলে তখন—তা'রি রং তো রূপ ?
না হ'লে হয় কি হরতনী লাল বিবির উপর—
ইস্কে * ইস্কাবনী কালা গোলামের তুরূপ ?

১২

আঁস্তাকুড়ে ফেলা ছুড়ে একজনার চোষা আঁটি—
লালসে আর এক জনার চাটাচাটি, পরিতোষ পরিপাটি !
বল্‌বে কে ভাই কার রুচিটি খাঁটি ?
প্রীতি যখন কানায় কানায়, প্রীতি তখন কাণায় কাণায় !
প্রণয়ে হায় দুনিয়ার কারখানা কাণার,
অন্ধ বই পদ্ম আঁখি কৈ পাওয়া যায় ?
হাঁত্‌ড়ে গিয়ে কে মারিবে—
মেকী কি চাঁদীর মাথা ঠিক করে তা'য় চাটি ?

১৩

সোজা পষ্ট কথা সাদা—
ভালবাসার দাদা রংরূপ আলাদা।
কত কত চাঁদ উজলা সুধা ঢালা—
বিজুলী-বালাখানার সহলে খাশ্ কামরার—
যখন খোলে কালা উল্লুকে কুলুপ,
তখন রূপকথা দিয়ে চাপা থাকা ভাল চুপ।
হয়ত হ'তে পারে কাজে কাজে—
মানবের মাঝে মাঝে পশু হওয়া সুখ !

ইস্ক্ - উর্দ্দু কথা,—প্রেম, ভালবাসা অর্থে ব্যবহৃত হয়

১৪

প্রণয়ের পেঁচা হোক পরী হোক্, কালা হোক গোরী হোক্,
তাহা লয়ে মিছা বাছাবাছি।
প্রাণে প্রাণে যে যার পিয়ারা—
তুলনায় চন্দ্র তারা একেবারে মন্দ তারা।
বড় ভুল করি তুল রূপে করা মাধুর্য্য ওজন,
উপমার তরাজুতে? পাকী কিম্বা কাঁচি—
কি রাখি তার কাছাকাছি।

১৫

মোটের উপর এই কথাটি বুঝনা— বদন খানির ক্ষমতা খানা—
দেখাবধি নিরবধি রাখিয়াছে কি বাধনে বাঁধি,
ইঙ্গিতে উঠি বসি দুখে মরি, সুখে উঠি বাঁচি,
মধু চক্রে কর জোড়ে আছি হ'য়ে মাছি।

১৬

মোর সুধাধার খুব্ কদাকার—
হ'তে পারে অপর নয়নে, কুৎসিত বিষম বিভৎস দরশন।
যা'র পরী তারে পারে অপরেরে কভু নারে—
তুষিবারে আঁখি প্রাণ মন তা'র রুচিটি যেমন!
আমার 'তাহায়' কিন্তু তৃপ্ত ত্রিভুবন।

১৭

যেরূপে যে যাই বলো, পীরিতির পেত্নী ভালো,
উর্ব্বশীর পিসীর কি ধার ধারি?
এরূপ প্রেমের প্রেতিনীর তরে মেদিনী ত্যজিতে সহজে পারি।
হায় জগতের লোকে দেখেনা কারোকে—
চেয়ে ল'য়ে তা'র প্রণয়ীর প্রেমের নয়ন,
অদৃষ্ট মন্দ তাদের এমন! আক্ষেপ পরাণে রহিল ভারি।

১৮

কেন যে মলয় হাওয়ার হাতে হায়
প্রিয় বদনের এত আমদানী ?
প্রীতির কাননে আসিয়ে ভ্রমণে
বহু বহু কবি এসেছেন আসল সন্ধান জানি,
আদি রস বর্ণ মাত্র আছে জানা যাঁর,—
পড়ি দেখ গিয়া সুস্পষ্ট লেখা
প্রেম কারবারী যে কোনো জনার—
যৌবন কালের খুলি, পাকা হৃদি খাতাখানি।

১৯

দেখিবে দেশে দেশে প্রিয়জন গুণ ভাব সুধার সুতার,
যত ভালবাসা চেহারার খাসা আশা চালানী কারবার,—
আজ কাল এক চেটে বেনামী ব্যবসা সবি বসন্ত রাজার।
দিকে দিকে গোলাগদী গোলদার নিরবধি,
ব নাম কুসুম মলয় মদন এবং চন্দ্র ব্রাদার সুন্দর শ্রীমানী,
কিম্বা ভ্রমর-কোকিল 'বউ কথা ক'—এণ্ড কোম্পানী।

২০

প্রভু নহে নহে কভু ইহা রঙ্গ রকম
ভাবের ভিট্ কুলামী কি কণ্ঠ কার্দানী,
অথবা কষ্ট কল্পনা কলিকার কষিয়া দম্,
কি কোনো প্রচণ্ড চণ্ডুলীর চিত চুল্‌কানী,
কলম কণ্ডূ পূর্ণ পাণ্ডু লিপির পণ্ড শ্রম ?
কবির প্রমাণে বিপরীত মানে
যদি কেহ করে ? (সে যদির যদিও সত্বা কম,)
তবে জোড় করি করে শিখণ্ডি বিচারে—
দণ্ডবতি আভূমি নমস্কারি তাঁরে—

ছাড়িয়া বসুধা একেবারে সিধা
স্মর রিপু পুরে ঘর বাঁধিবারে—
দিতে পারি সোজা বরাৎ বরম্।

২১

কিন্তু আস্ত দেহে রক্ত গোস্ত ধরি,
লম্বে প্রস্থে হ'য়ে মস্ত নর নারী,
যৌবন কিনারে কিম্বা ভিতরে—
দাঁড়ায়ে অযথা অবহেলা করি—
হাসি উড়াইবেন যিনি,—
কখন না কখন জীবনে ছটফটি একাকী শয়নে-
পাইবেন বড় ক্লেশ আসিলে মধুরা বসন্ত যামিনী।
—সে যে কি কড়া যাতনার হুড়া—
সেই জানে কিছু দিন কাছ ছাড়া
হইয়াছে যাঁর আদরের ঘরের তিনি।
কিন্তু পূরা এক গলা বিরহ উথলা—
শ্রীরাধার নয়নাসার প্রবাহ পুষ্কলা,
যমুনার জলে দাঁড়ায়ে সরলে—
বলিব শপথে—"মোরা খুব জানি।"

২২

যবে সুবাসের বোঝা ব'য়ে—
গতায়ে মধুরে ধীরে কাবুলীর ব্যবহারে—
বিনা মূলে গতাইয়া দিয়া দিয়া যায় যখন তখন,
প্রবাসীর হৃদি কামরায়, বসন্তের বদমাস্ মন্দ মলয় পবন
আসল অয়েলপেণ্ট প্রিয় আননের ছবি এক একখানি,
প্রথমে সরলে অতীব সহলে—
সুহৃদের চিতে করে চিত্রের চালানী।

২৩

শুনিয়াছি নাকি গুণে গুণে দুখ দিয়া পরে অশেষ জুলুমে—

সুদ শুদ্ধ আদায় করেন দাম দুরন্ত কজন—প্রতাপ এমন ?

শুধু কারো দিয়া মুখ ছবিখানি পরাণ বাহির করেন টানি !

কাজেতে এজেণ্ট কেহ নন্ কম, কি খাটো এঁরা,

সবাই রাখেন নিজ নিজ হাতে ফটো কেমেরা।

২৪

কমই বা কি ? এদিকে দেখি—

যা' বা ভুলি ছিনু যা'তা' কাজে জেগে গেল, দিলে তুলে, মনমাঝে—

সুদূর নিবাসী সেই প্রফুল্ল বদন, মন্দ মন্দ ফুকারি ফুর্‌ফুর্ মলয় পবন—

তিলেকের তরে হৃদের ভিতরে শিরায় শিরায় কাঁপি কলেবরে—

বহি গেল সুধাময় সোনার কিরণ,

নিমেষে হইল মানস মন্দির মম আনন্দ ভবন।

২৫

পরক্ষণে তখনি হইতে লাগিল জমিতে চিতে—

পরাণ উদাসী সঙ্গ-ভিখারীর দল—

রকম রকম প্রেম কাঙ্গালী সকল;

বহিয়া বহিয়া প্রবল বাসনা নদীর তীর—

আসিল যাচিতে দেখিতে চাহিতে

আমার সাধনারধন— সে বিধুর বদন রুচির।

২৬

আবার তখনি কিন্তু ফিরি একে একে—

নিরাশার পথেতে অনেকে—

কি জানি কেন চলিল কাতরে নয়নে তুলিয়ে নীর।

হৃদয় দুয়ারে আসিয়ে এবারে

যত জুটি গেল ভারী ভাবনার ভিড়।

পূরিতে লাগিল যত অপূর্ণ বাসনার বিষম বেদন,
অন্তরে হইল আমার অশান্তি ঘোষণ
শুনি ঋতুর রাজের শুভ আগমন।

কাব্য খণ্ড।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

——:*:——

নাগরা জুতা।

১

এদিকে বাহিরে দেখি— মেলিয়া আঁখি,
প্রকৃতির অনুমতি পেয়ে অতি দ্রুতগতি
অনুচর ছুটিয়াছে দিকে দিকে অগণন,
নিয়োজিত হ'য়ে গেছে যে যাহার কাজেতে আপন,—
ভেটিবারে ঋতুরাজ প'ড়ে গেছে সাজ্ কাজ—
করিবারে ধরাধাম অনুমপ স্বরাগে রঞ্জন।

২

ভরিয়ে ভব সংসার হয় জীর্ণ সংস্কার,
অনুচর কারুকার চিত্রকার মালাকার—
বিব্রত দেখিতে সবে কেবা কোথা জীর্ণ পুরাতন।
কোথা জোড়, কোথা রং, কোথা শোভা কোথা ঢং—
পূরণ অভাব কিবা? হবে কারো নব কলি নূতন গঠন

৩

ধায় দলে দলে হায়, দশ দিকে অনুচর দুর্নিবার—
তৃণ লতা তরু ঘিরে কান্তার ভূধর শিরে—
ছেয়ে গেল গাঢ়তর নিজ নিজ কার্য্যে চারিধার।
পশু পক্ষী কীট কায় নর ধমনীতে ধায়,
জীব ধর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মে সূক্ষ্ম কর্ম্মকার,—
করিয়া ফেলিল মহা ভাবের বিকার!

৪

স্তূপ স্তূপ টুপ্ টুপ পাতা ছিঁড়ি রং ফেলি—
টুক্ টুক্ কুড়ি গাঁথি, ফুল ঝাড়ি, গন্ধ ঢালি—
মন্ মন্ মধুভরি ছিটাইল ভারে ভার্।
পশুর গা'র লোম কাটে, পাখীর গা'র পর ছাঁটে—
অন্তরের কল্‌কাঠি পরিপাটি নাড়ি দিল—
নেচে কুঁদে সার—যত জানোওয়ার।

৫

পশু ছুটায়, পাখী উড়ায়, মন ফুটায়, রস পূরায়—
স্বেদ ছাড়ি লঘু লঘু হাওয়ারে জুড়ায়,
ছুটাছুটি লুটাপুটি হাসাহাসি ফুটাফুটি,
চারিদিকে শিশ্ স্বর তর্‌তর্ বাহিরিল বোল্—
ভাবের ভুবনে পড়ি, গেল মহা গণ্ডগোল,
হইয়া পড়িল ভাবের ভুবন যেন কেমন কেমন,
সবাই এখন আপন আপন হৃদি কাননে মগন।

৬

বৃদ্ধ যত শয্যাশায়ী মুমূর্ষূ কাশি কাশি—
দন্ত হীন মাড়ি খুলি সেও তো উঠিল হাসি,
মনে পড়ি' গেল বুঝি সেকালের রং ফুটন্ত যৌবন,
যোগ নিদ্রায় উদাসী দেখিল হায় উর্ব্বশী স্বপন,
হইয়া পড়িল ভাবের ভুবন যেন কেমন কেমন।

৭

নিজ লাঠি গাছি হাঁতাড়িয়া ত্বরাসতি অশীতি বর্ষীয়া বুড়ি—
নাতিনীর সহ চলিল মারিতে পতির পিঠের ফুস্‌কুড়ি,
বসি ঘেঁসি পাশে সুরাগ সরসে—
যুবত্ব জীবন কথা কি ভাবে কি আশে—

দীর্ঘ এক শ্বাস ছাড়ি, পাড়িল,— বহি ঝাড়ি—
অপর বয়সের বাজে স্মৃতির জঞ্জাল ঝুড়ি।

৮

বসন্তে মকরধ্বজে ভাবি প্রভাব অব্যাজে—
ননী আর চিনির ব্যবস্থা করে অন্তিম বয়স্থা কামিনী—
দীর্ণ হৃদয়ে নেহারি— জীর্ণ স্বামীর—
বিষণ্ণ শীর্ণ সুন্দর কৃশ-শশী-মুখ খানি।
নাথে কহে "না খেয়ে নিতান্ত কাহিল কম্‌জোর হ'য়েছ এমন,
নতুবা কি বয়েস বিশেষ? নবতির কোটা নয়ক শেষ?—
যুবতীর চির চিত রঞ্জন?

৯

এ সরস বসন্তে জাগন্ত ফূর্ত্তির দিনে—
বৃদ্ধা বুঝি ফের্ ননীতে ফিরায়ে আনে?
বকেয়া বহু দিন যাওয়া, গত যৌবনে।
কি জানি প্রভাবটি—যেন কাছাকাছি তেমনি তেমন,
হইয়া পড়িল ভাবের ভুবন যেন কেমন কেমন।

১০

আজি কালি যুবক যুবতী যৌবনে জমিছে ছেরেফ্ বারুদ।
ফাগুনে আগুণ খেলা, চারি দিকে দুই বেলা,
মলয় হাওয়াই শ্বাসে সদাই—
তুবুড়ি আনার ফুলঝুরি ঝাড় কাটে ফুলিঙ্গ বুঁদ—
চাঁদ মালা তারাবাজী ব্যোমে, যত যুব-হৃদি মাঝে মনে,
সহজে কে রাখে মজবুত্?
মানস্ ফানস্ উড়ায়, দিকে দিকে পটকায়—
পট্ করি' প্রাণ বাহিরায়,
সদা ভয়—কোন দিন কিবা হয় জীবনে অঘট ঘটন।

হইয়া পড়িল ভাবের ভুবন যেন কেমন কেমন !

১১

আমার বারুদ ঘরে পড়িয়াছে নয়নের জল,
রং মশাল্ যা'র কাছে সে বহু দূরে আছে—
সে বিনা এ সব বাজী ধরেনা, করেনা জোর,
একা তারি হাতে বাঁধা রাখা আছে
পুলক পূরণ ফুলন্ত পলিতা ডোর্,
সে না নিকটে হাসিয়া চাহিলে ঘোরে না চিত্তের চর্কীকল,—
আমার যে ঘরের্ ভিতর কিছু দিন হ'তে
দুখে ভিজে আছে মরম তল।

১২

ভাবনার ভার আর অাঁটেনা,
হৃদি ফাঁক্ হ'য়ে গেছে বে ওজন—
গোদা পায়ে 'হা' হওয়া হায়—
(হেসোনা) নাগরা জুতাটি যেমন—
আমার ভাবের ভুবন প্রায়
হইয়াছে এমনি রকম কেমন কেমন !

বসন্ত indeed a ভারী dangerous season,
about the end of ফাগুন,—
that there are months which
nature grows more merry in,
মাঘ have its মেলা দুলা
এবং ফাগুন must have its দু'লাইন।

শ্রীবায়রণ মিশ্র।

কাব্য খণ্ড

তৃতীয় ।

দূত ।

১

ঋতুরাজ সেনাপতি কন্দর্পের দূত
বাহাদুর পিক রায়—
দেশে আসি পঁহুছিল পঞ্চমে সাড়া দিল—
কুহু কুহু কুহরি গলায় ।

২

সাজ সব দেখি দেখি চারি ধারে ফিরে ফিরে
ব'লে গেল 'কু' ।
দূরে দূরে দিকবধূ টিট্‌কারে শ্লেষে হাসি
সাড়া দিল 'হুঁ' ।
'কু' টুকুর 'কু' সবি দেখে নাই কেহ কভু
শ্লীলতার 'সু' ।
বিধির বিধান বাঁধা ভালা যেমনি কুরুচির ঝালা কালা,
চেলা—তার তেমনি প্রভু ।

৩

শুনি শুনি দূত রব পাখী দলে শত বাদ্যকার
যন্ত্র শত ঝাড়ি ঝাড়ি ঘন ঘন বাজাইল বার বার,
পরীক্ষিল ঝঙ্কারিল কা'র আছে কেমন—
কাকলী মধুর স্বর কণ্ঠের মূর্চ্ছন্ ।

৪

সবারি ভুবন উৎসব ভবন বলিয়া হইল বোধ,
আমারি অন্তরে দারুণ দখল দেখিনু খেদের খোদ্,

হৃদয় কাননে আকুল একেলা পরাণ পাখীটি মোর,
শোভা ভোগে অধিকার হীন যেন বিষাদ-গারদে চোর,
কে জানে কাতরে নিরাশার সুরে
কাহার বিহনে করিল রোদন,
এত শুনি সুমধুর কাকলী তালিম্ সুর—
সুললিত কণ্ঠের মূর্চ্ছন ?

কাব্য খণ্ড।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

আয়োজন।

১

বেশুমার সুষমার সকল ভার হেরি পৃথিবী পুরীতে—
পূরিয়া উঠিল নবরূপে দিন দিন দেখিতে দেখিতে।
বিশাল বিস্তার দেখি বসুধার জমিদারী খানি
নিছক্ খাঁটি খালি পরিপাটি মাটির আমদানী।

২

বস্তু তো বিস্তর পাওয়া ভার খুঁজি—মেদিনীর মোটে এক মাটিটে পুঁজি,
শুধু সেই টুকু হ'তে সুন্দর সুবর্ণ রাগেতে
ভুরি ভুরি সব অপূর্ব্ব বৈভব বসন্তের তরে বিশাল বাস্তব–
সজীব সকল শোভা প্রদর্শন।
অদ্ভুত অদ্ভুত পদার্থ প্রস্তুত।
মরি একি ধরা ভরা সাম'গ্রীর অদ্ভূত আহরণ!

৩

বসুধার কোন ঘরে ধরা সৃষ্টির এত সাজ সরঞ্জাম?
ভিতর ভাণ্ডার কোথা ইহার?
কত বড় তা'র মাল গুণ গুদাম?
কর্ম্মচারী কারা? কিবা ধরি ধারা হয় সমুদয় বিলি সর্‌বরা?
কত জনা মিলি করে তামাম্ কাজের আঞ্জাম?

৪

কোন মুলুকে কি মুলে এ গঠন মশলা মিলে?
পবনের পুরে বরষা সহরে তড়িতের তীরে বারিদ বন্দরে

কি কিরণ-নগরে, গগ
রৌদ্র গদীতে, আলোক আড়তে,
সেই রবি রাজধানী বড় তেজপুর জ্যোতিষ্ক জেলায়,
কোথায় মজুত্ মাল এত পাওয়া যায় ?

৫

কাটে কি চারু চাঁদ মার্কেটে, জমে কি যত জোছনার হাটে,
ব্যোমের বাজারে কালের টোলায়,
আঁধার অনন্তপুরী পরগণায় ?
কোন অদেখা দেশের হায় আছে এত দেদার দোকান
আমরি মেকার, কারা ইহার, কোথাকার, এ চারু চালান ?

৬

মাটির ভিতর বুঝি বিস্তর, বিশাল বস্তর প্রচুর প্রচুর—
আছে মীল—কল, খাটিছে মজুর ?
অসংখ্য সুন্দর শিল্পী কারিকর,
কবি বিজ্ঞানী, গুণী পরস্পর—
কে জানে কিরূপে কেমনে আহরি অদর্শ দেশের আদর্শ ধরি—
খাটিয়া খাটিয়া অষ্ট পহর—
অত নিখুঁৎ করে প্রস্তুত
সৌন্দর্য্যের যত ভার, মৌজুত, শোভা ভর্পুর্ ?

৭

কত কত গ্রহ নিহারিকা, নক্ষত্র তারকার,
গোলোকাঞ্চলের করিয়া একত্র, প্যাটান্ প্রকার ?
চুনিয়া আনিয়া লতার পাতার ফুলের আকার
হেথা এ ধরণীতে হয় বুঝি সমুদয়
পুষ্প পাতার ফুলের ডাঁটার ছাঁচ্‌টি ঢালাই
পেটাই টাকাই ছাঁটাই শিলাই রঙ্গাই কলাই

মাঝে মাঝে তার কারচুপি কাম্ চমকি উঠাই ?

কলি মোড়া, মধুভরা, গন্ধ পোরা, ধুলার গুঁড়া,

পরাগের পৃথক পৃথক পুরিয়া করা,

একেবারে আঁটা জোড়া কাজ

সব শোভা সাজ সকল সারা !!

সব সমতুল সমান সমান, মাপা জোঁকা ঠিক পরিমাণ,

পল পালিশ্ যথার্থ ওজন, সুন্দর রকম এত জোড় কোন্,

মহা মীল বিনা মহা মস্কিল মিলাই।

মোড়া পত্র রং রূপ, জোড়া সাজ ঢং সুখ,

ছোড়া কত কৌতুক — গড়ন চপে চুপ,

নিরব নিরব, কোথাও টুঁ রবটি নাই।

এক মাত্র সারারাতি জাগি জাগি —

গহনের গহনা গড়া ভারী ভারী কারখানার

সেক্‌রা পাখীর * হাতুড়ী পেটার —

পাওয়া যায় আওয়াজ খালি, ঠকাশ্ ঠকাশ্

নতুবা মেদিনীর অপ্রকাশ মৌন মীলের কল ড্রাইভার —

আর তায় তার, চুপ্‌কী চাকার, চর্ব্বি দিবার কায়দা সাবাস্।

৯

ধরা ভরা, পোরা পোরা, গাছ পালা,

ভুরি ভুরি রাখা ঢালা, যে অমূল্য মণিমালা,

* সেক্‌রা পাখী এক রকম নিশাচর পাখী। শালিক হইতে একটু বড়। প্রথমে বারকতক "বক্‌বক্" রব করিয়া, পরে "চুবুক্ চুবুক্" শব্দ অনবরত করিতে থাকে—শীতের ও বসন্তের রাত্রিতে শুনিতে পাওয়া যায়, অন্য সময়ে নয়। সেই 'চুবুক্' রব ঠিক হাতুড়ি পিটার মত শুনায়। শ্রীবাঁট

সুলভে, সহজে, সোজাসুজি, নয়নে পড়ে যা রোজ রোজি,
তার কাছে কোথা লাগে কারুকারী
মানবের রকমারি, কামদারী চারু জার্‌দোজী ?

১০

কল ইয়াকুৎ লাল ইমনী একীক,
পদ্মরাগ নীলকান্ত চৌরস মাণিক—
কত কোহিনুর কোহিতুর, ছড়ায়ে তলাতে তরুর,
পড়ি থাকে দাঁড়াইয়া দেখিলে খানিক।
হেথা ঝান্নার হীরা হারে পান্নার অপমান—
জব্দ জমরুজদ্‌ হতাশ্বাস এলমাস্‌
মরজান মারা যান
নীহারে হেরি কেবা করে কাকাবাসী মোতির তারিফ ?

১১

সব সবজা ফিরোজা কে পুছে পোক্‌রাজে ?
কোথা লাগে নীলা পলা জওহরের কাজ্‌
যতই যেমনি তৈয়ারি রতন খড়দানা,
ভাল হাক্কাকী যমুনে যানা এর কাছে কানা !

১২

ছাড়ি মহার রক্ত মাংসময় সচল সমুদয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট
যত জীবের দেহের সকল কল্‌ কব্‌জা সাজানো
জীবনের কাজ চালানো নর্দামা নালা
অন্ত্র যন্ত্র মেলা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোষ্ঠ প্রকোষ্ঠ
এবং ছাড়ি—মনের মাঝের অনন্ত ভাবের অপার—
জ্ঞান বাসনার, চমৎকার বিশ্ব বালাখানা,
শুধু একা মাটির মহল মাঝে, না জানি কত গুণ গৃহ আছে ?
চেতনার চক্‌ পৃথক মিলনে পৃথক ব্যাপার উৎপাদক সাধক

কত কোটি মহা মহা মীল কারখানা!

বেমালুম বিপুল পর্দা পড়া, মানব ধারণা প্রবেশ মানা।

১৩

মরি কি মহান মহীর মোহন মীল!

গুপ্ত চত্তরে সুচারু যতনে নিরবে নিরবে নিতান্ত গোপনে

হয় গঠন, জড় চেতন, জড়িত মেলার জিনিষের ভার

নিখিল নয়নে লাগায়ে খিল।

পর্দা বাহিরে, আসিলে উপরে, আসরে আঁটিল শোভায় সাজিলে,

পৃথিবীর পৃথুল অতুল প্রমোদ ভবন—

নয়ন গোচরে আসে তখন।

১৪

হেন রূপে তৃণ তরু লতে পাতে, দিকে দিকে শোভি জাগে আচম্বিতে,

দিন দিন নব দেখিতে দেখিতে।

দ্বিগুণ দ্বিগুণ, ত্বরিতে ফাগুন, ভূষণ সম্ভার বহিল যতনে—

হইল শেষ, বসন্তে বিশেষ, শোভন সাদর গ্রহণ কারণে—

১৫

আমার হৃদয়-কানন হায়, অপ্রফুল্ল তবু জড়ের প্রায়—

মানস মন্দিরে জঞ্জাল ছায়।

কেনই কোনই নাই তদ্বির? কই কোথা প্রকৃতির—

সকল কার্ পরদাজ?

আমার মরম মেরামতে লাগিয়াছে কৈ সুখলাল রাজ?

রং মশালা জোগালিয়া কোথা?

কোথা বা চলিছে রঙ্গীলা সুরকি কাজ?

১৬

চিতের প্রীতি চত্বরে হাতটি একেবারে পড়েনি মোটে।

অবসাদ চাঁচিবে উঠাবে রগড় কৌতুক কোদালে সাধের ধাঙ্গড়

কোন ধারে গেল ঝাঁকা লয়ে ভালো,
সব মজার মজুর প্রমোদ মুটে।
হৃদি সাজানো আমার সব জিনিষ জোগাড়
এখনো এখনো যে হয়নি মোটে ?
শোভার সকলি গেল যে ফুটে ?

১৭

না হ'লে হৃদের হেথায়, এদিকে কই কোথায়,
রাখিলে মধুর মট্‌কি, ঢেলেছ কোথা সুরের কাঁড়ি ?
কোথা পিপায় পিপায় করেছ গাদা
পিয়াসা পূরণ পীযুষ গাড়ি ?
কোথায় রেখেছ হাসির ঝাঁকা ?
আমার জ্ঞান গাছের গোড়ায় এত ঢেলা ঢালা হায় ?
গাড়া চাই যে সেথায় ডাগর ডাগর রসের ডাবা ?
হায় আদৎ যাহা তাই কেন কেন নাই ?
আমার সদরে সুখের নিশানে পুলক টাঁকা ?
আমারি হৃদয় রহিল এমন ফাগুনে ফাঁকা ?

১৮

বাহির জগতে যখন, এত আয়োজন,
আমার অন্তরে তবে, না কেন হবে প্রয়োজন ?
এত সোজা জ্ঞানে অবুঝ এমন, প্রকৃতির হায় অনুচরগণ ?
নতুবা কেননা আসিছ তবে ? নিরস্ত রয়েছ গঠনে সবে ?
জীয়ায়ে জাগায়ে সাজায়ে যখন, ভূষিছ ভুবন ?
আমার অবসাদ ভরা, মানসের সাধ,
না কেন ত্বরা কর পূরণ ?

১৯

এমন আনন্দ মাঝে অপ্রফুল্ল কভু সাজে ?

কি বলিবে বসন্ত রাজে ?

ঠাহরি আমার অন্তর আসিয়ে হেরিবে যখন ?

আর কি চলে করিলে দেরী ?

চিন্তার লতে পাতে ফুলে ফলে গাছে পালে

চিত্তের চত্বরে লাগি গিয়া সকল অঞ্চলে লও বাহাদুরী

এস এস ত্বরা দেখি কেমন ? ঋতুরাজ দূতগণ ?

বসন্ত আসিয়ে আমারো হেরিবে প্রফুল্ল বদন ?

কিন্তু কই ?

সবি—নির্জীব উজাড়, একজন বই !

কাব্য খণ্ড।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

সজ্জা।

১

সুচারু চিত্র বিচিত্র, চৈত্রে সুচিত্রিল,
ভুবন ভবন নব বরণে বিরাজিল।
সুরভি মৃদু মারুতে কোকিলের কল রুতে
কিসলয় বিকসিত সুন্দর সকল তরুতে কিবা সুর বান্ধিল ?
নিখিল মানস পুর সুমধুর নব রাগে রঞ্জিল।

২

কানন দেশের প্রকৃতির পেয়াদা ধরি,
অধিক অধিক খাতির, পিয়ার করি,
অদ্ভুতর তোওয়াজে তুষি, দেখিগে পশি—
এ হ'তে সুন্দর, খুবি অন্তর, আমার হবে শোভাতে বেশী।

৩

কিন্তু সবি বিপরীত দেখি আমার হৃদে।
আশার কানন শুখায়ে রয়েছে, ভাবের ভবনে বিভাব্ ঘিরেছে,
কত সুখের মূল উপাড়িয়ে গেছে—
বিকাশ অভাবে কতক কতক রয়েছে মুদে।
এখানে সেখানে যত নিরাশার জঞ্জাল ভারে—
সারা হৃদয় আরাম, গেছে বিষাদে পূরে।
হেথায় হোথায় আছে আঁধারে ঘিরে।
অবসাদের শেহলা অত আনন্দ হ্রদে ?

বেজায় জখম্ করা ষড়যন্ত্র! হে আকাশের তারকা চন্দ্র?
তাকায়ে দেখ? একি দেখি সব আমার হৃদে?

৪

বলি ভায়া! কাজটা কি বড় ভালো হচ্চে?
তোমাদের কি জানি কা'র এ রং রসের আবাদ?
পূরাতে তাঁর সখের সোওয়াদ সুখতানীর ইচ্ছে
আমার এ সারা—
হৃদয় ভরি তিতো করি পুঁতে যত পিত্তি নাশক
নিমের চারা, আর প্রাণের কোণে বুনে উজ্জে?
কাজ্‌টা কি খুবি ভালো হ'চ্চে?
শুন্‌ছো ও জোচ্ছনা ঢালা মেদিনীর মুখ উজ্জ্বলা—
আলো করা আকাশের ওহে ও ও মুকুজ্জে?
ব্রাদার, মোরাও সবাই উষায় ভূষি সুখ পোহাই—
সেই একই সূজ্জে!!

৫

সকল দিকে সহস্র শোভায়—
সাজায়ে মুকুল মালা, ক'রি খুব ফুলে উজালা
শুক্‌না পত্র, ওঁচ্‌লা জঞ্জাল, এ হৃদি ভরিয়া ঢালা,
ভাঙ্গিয়ে তৃপ্তির তালা?
কি জুলুম! হেথা হ'তে কিছুদূর ব'লে বুঝি মোর আনন্দ থানা?
সবারি বিপুল পুলক মাঝারে—
পড়েছে আমারি কি হায়, পূরা পরিতাপের পালা?
হায় কি পাথুরে কপাল খানা!!

৬

বরা রাশ আঁধার হুতাস, ছুটিয়া কুবাস,
অসহ্য, অসাধ্য, এ হৃদ আবাসে টেঁকা?

আমার হৃদয় দিই নাই কা'কেও—
ভাড়া কি এত বিষাদ রাখার ঠিকা ?
এমন রসাল আমার, সাফ সূত্রা সোনার,
ফূর্ত্তি পোরা প্রাণটি তোফা,
কে রাখিয়াছে, নিভাইয়ে তা'র, রংটি করিয়া ফিকা

৭

দিয়াছি জীবন মেয়াদী, কি তাহার আরো ওপিঠ অবধি ?
যাহাকে আমার মৌরসী হৃদি—
থাকে পাশে সে যখন, এ অন্তর তখন,
দেব বাঞ্ছিত বিলাস ভবন।
সে কথায় আর কাজ কি এখন ? তবু কিছুখানা খবর দি :—

৮

নিতান্ত তখন— বুকের উপর
যৌবন ভরা প্রফুল্ল সুবাস মাধুরী মাখা
গোলাপের রেলা চামেলার মেলা
দুবেলা বেলার বিশদ বাহার—
হাসি ঠাসী ঠাসি আমোদ ঠেলা—
সে এক ফুল্ল, সুখ সুবাসে, উল্লাসের ঢেউ উচ্ছ্বাসে,
রসিয়া ভাসিয়া থাকা !

৯

এ হৃদি মাঝখানে স্নিগ্ধ হেমহিম শৈলবাস
কুসুম পরশা কর বেষ্টনে, কোমল কষনে—
নিঙ্গাড়ে পরাণে— কে জানে কোন্ স্বরগের সুখ উচ্ছ্বাস ?
চাহনীতে ফুটিয়া আরো চাঁদিনী—
উজলি চাহিয়া উঠেছে চাঁদা ?
জীবনের যেন সব জায়গায় লাগিয়া গিয়াছে অমৃত ধাঁধা ?

স্ফূর্ত্তি ফুয়ারায়, চারি ধার হায়,
থাকিয়াছে সদা গলিয়া গলিয়া আনন্দে কাদা,
একি সব বলিয়া বুঝানো যায় রে দাদা ?

১০

এ হৃদি ভিতরার মাঝ কামরায়
সদাই থাকিত স্বরগের কত
স্বভাবের ছবি লটকানো তায়।
সুমতি গাঁথা, কিংখাপি সেথা,
রকম রকম সাজিত শত আশার সোফা ?
মোলায়েম জোড়া কৌচ শয়ন, তৃপ্তি ছাওয়া তোফা তোফা।
জড়িত অন্তরের তড়িত পাখায়, দিন রাত্ হায়,
ব'হেছে উছাস শীতল শান্তি হাওয়া !
কোথাও গরব গদীর উপর, আদর চাদর চুম্‌কি বসানো,
তায় বড় বড় স্ফূর্ত্তি ফুলানো—
ভাবের তাকিয়ে, নয়ন সুখের ওয়াড় দেওয়া।

১১

সোহাগের শেরা অধরের শেরী, ঢালা ঢেরিই, আয়েষ পূরি,
পিয়ে পিয়ে এক এক ঢোক্—
চাটনী ছাফ্ মটন চাপ্—*
রকম রকম প্রেমের ক্ষুধার কি মরমের মোহন ভোগ্—
বুকের উপর বুক্‌নী তৃপ্তির তোফা তবক আঁটা—
জোড়া মন্‌ডা মধুর মেওয়া

* মদন চাপ মানে কন্দর্পের ধনু। বঙ্গ হেস্কেলে তন্নামের কোন তরকারী পাকে কিনা জানিনা। আমরা গোলযোগ বুঝিয়া "মটন চাপ" করিয়া দিয়াছি যদি ভুল হইয়া থাকে, তাহা আমাদের, কবির নহে। ইতি শ্রীবাঁট।

এ ভোজে, উভয় মাঝে কম কি কেউ ?
মরি মরি দু'জনারি সমান সমান গলায় গলায় হেউ ঢেউ—
পোরা প্রেমের পেট্, উঁচু উঁচু চার্‌টি পোওয়া।

১২

তখন হেথায় এখানে এই হৃদি ময়দানে—
কত হাজার হাজার রসের বাজার, ব'সেছে কত মজ্‌লিশ্ মজার,
ছুটেছে কত দিল্ রোশনাই বিজলী-বাতি।
আকাশের গায়, চন্দ্র তারায়,
প্রীতির পর, বেঁধেছি ঘর,
মেঘের মাঝে ঘোর আবেগের বিছানা পাতি—
ছড়ায়েছি, বসি দেশময় আমার মুক্ত মতি ?
তখন যে খোলা, আমার রে ভাই, আকাশ জোড়া বুকের ছাতি !

১৩

কভূ মরণ পারে, নিত্যের নগরে, অনন্তের কাছাকাছি ?
সেথাকার বাঞ্ছা কল্পতরু বেড়ি, আবেগ সুখে ফেলেছি ছুড়ি—
দু'জনার জীবন-তরীর, এক করি বাঁধা, প্রণয় শিকল্ গাছি—
তায় জড়ায়ে দিয়ে কষি বাঁধন, দোঁহার মুখ দেখেছি দু'জন।
সে কথায় আর কাজ কি এখন ?

১৪

কতই উঠেছে বাই, তার তো সীমাই নাই, সারা সারা দিবারাতি।
বসন্ত রাগের আখড়াই হেথা, কতই সুর উড়েছে মাতি।
চলেছে কতই রসের অভিনয় কিন্তু পরেই হ'য়েছে প্রেমের জয়।
রকম রকম মান অভিমান, নাগর দোলার দোল্ দরাজি,
প্রীত্ পাঁচালী, হর্‌বুলি, আর হাবের ভাবের, ভেল্‌কি বাজী।

১৫

সেই হৃদি আজি ? সে বিনে হায়, ময়লা ফেলা ময়দান প্রায়,
যত বেহুঁসের হাতে যায়রে মাপা ! !

ছিছি ঋতুরাজ কার্‌পরদাজগণ কি আজ কাল হায় হয়েছে ক্ষ্যাপা?
এ হৃদয়ের আদর, দর কদর, স্বভাবের দরদহীণ বেহুদা সব বদ্ চাকর—
কি জানে? এ চিত মম নয় কভু ধোপার পাড়া—অথবা ধাপা।
দূর দরশী মজবুত্ যত সব্ প্রকৃতির দূত্—
কি জানি কেন, এদানি হইয়াছে, এ দীনের প্রতি এতই খাপা?

১৬

তাও বলি—এই কলিকালে দুরন্ত সেই দেবদেবী দলে—
ঘেঁটু-নাটা-নিমে কটু ও অধমে—
ধরিয়া তাদের ফুলটি ফুটায়, এই কলিকালে মধু ভরে তায়—
কতবা হাওয়ার হাতে দিয়া হায় ঢালিয়া বিলায়?
তমসা গ্রাসিত নিশির যৌবনে এই দেবগণে—
চাঁদ বুকে দিয়া সুধায় সুধায়,
সুখ তারা সনে উষারে উঠায়ে, ভানুরে জাগায়ে,
সূর্য্যমুখীর বাসনা পূরায়. এই কলিকালে সেই দেবতায়!
শুধু বধির বেকুব রহিবে কি খুব
সজ্ঞানে দাঁড়ায়ে? মোদেরি হৃদয়ে যাতনার তটে বেদন.-বেলায়?

১৭

সাধিতে কত সুখ সমৃদ্ধি বৈচিত্র বৃদ্ধি করিবারে দুনিয়ার—
এত কিসের হ'য়েছে ভারী দরকার সব দেবতার—
মোদের করিয়া রাখিয়া জোড়াটি ভাঙ্গা?
বেসুরা করি তার জুড়িটির তার
করিয়াছ হায় কতই জমা লাভের ভার? কুড়ায়ে কুড়ায়ে?
তৃপ্তি উছলা স্বর্ণ উজলা দীপটি সরায়ে—
দু'বাহুর আমার ভিত্ ভিতরার করিয়া আঁধার হৃদ্ কোলঙ্গা?

১৮

শুষ্ক সকল কাঠের হাড়ে ফুঁড়িয়া ফেঙ্গু ফুল্‌টি ফুটাও—

কাষ্ঠ হ'তেও কঠিন বটে চঞ্চুপুটে পাখীর ওঠে—
রাগটি গুঁজিয়া মধুর মধুর সুরটি উঠাও,
নিসর্গ রচা কাজটি সোজা—
করিয়া রেখেছ হাতটি বটে খুবিই নিখুঁৎ;
কিন্তু ভিতরে ভিতরে আসিয়ে মোদের ভাবের ঘরে
একটু দাঁড়ায়ে বারেক ইয়ার কভু কি ইহার করেছ কুৎ?
"সুরাগ বাজন্ত জীবন্ত সেতার হৃদিতল তন্ত্রী আঘাতে আমার
বাজিয়া উঠিবে তার হৃদি তার?"
এহেন কলৃটি সূক্ষ্ম জগতে কোথায় তোমার?
কোন জড় ইঞ্জীনে প্রভু পাওয়া যাঙ্গা?
কোথা বা তেমন মধুর বাজন হৃদি রঞ্জন চিন্তা জগৎ জাগানো জুৎ?
খেয়াল করতো কাননের কাঠ খোট্টা ব্রাদার
ঠিক তেমনটি আর কাঁহা হোঙ্গা?

১৯

তার কোন এক অঙ্গের হেলা দোলা সুললিত
সরস ভাবের ঈষৎ ইঙ্গিত্ যেন সঙ্গীত—
তান লয়ে ভুক্ করা টুক্ ঝঙ্কারে,
কা হতে হইবে তেমন চিত অচেতন চকিতে চাঙ্গা?
একা চাউনি অপাং মধুর বিলোল্ বাঁকা লাজুক—
সটান আমার স্ফূর্ত্তি বাজীর পিঠে, শপাং হাঁকা চাবুক,
কিছু রাখিয়ে হোঁশ্ কহতো দোস্?
অরণ্যের ও ওহে অমুক তেমন চাবুক কাঁহা পাঙ্গা?

২০

কোমল নিটোল লালাভ কপোল্—
সুধাসিন্ধু সেঁচা মুক্তাঝালা, মৃদুহাসির ঈষৎ ঢাকন খোলা
সুন্দর তার সেই সুনধর দুখানি ওষ্ঠ অধর,

আমার রুচির রঙ্গে সমান রাঙ্গা—
ভাই ঐ কটি যে ঠাঁই বৃথাই চাই—কথায় বুঝাই,
যাহা সময় সময় পরের তো কথাই নাই,
নিজের আমারি হক্ষে হ'য়ে পড়ে—মানে মহা মাঙ্গা ?

২১

এ হেন সেই যে নধর এবং অধর গণ্ডগোল—
এই সেই জাগাই তো যত গণ্ডগোল ?
যত সেইখানে মোর আদরের দোড়্—
আবেগের ঘোর—প্রীতির তোড়্ পয়লা ধাক্কা,
আর অধীরতার ধুম ধাড়াক্কা ডামাডোল্ ?

২২

বলেন কি মশায় ? আমার আসল সেথায়
সকল আশার সুখ বসতি—
আবেশ-বেসাতি হরষ বাজার আকুল তৃষার ফলাও সায়ার—
চাঁদনী ঝালা ফুলেলা বাগ সদাই ফোটা,
যেন সে জায়গা কটা—সোহাগ হাটা,
মৌরসী করা চির আমার, চুমা ডাঙ্গা *
আগে প্রথম প্রথম ক'র্ত্তে দখল

---

* ই বি এস রেলওয়ের একটি ষ্টেসনের নাম চুমা ডাঙ্গা। 'চুআ ডাঙ্গা' 'চোওয়া ডাঙ্গা' প্রভৃতি কত জনে কত রকমে বলে বটে, তাহা মোটেই কাব্যক্যাল নহে, ভাল মানে হয় না, poetical ও নহে। তথাপি 'চুমাডাঙ্গা' আমাদের কবির প্রিয়ার বদনের অংশ বিশেষের বিশেষণ হইলে কাব্য জগতের চক্ষু স্থির কেননা—মানব দুরন্তাং রক্ষরাজ কুম্ভকর্ণের পরিবারে তাহার হারেমের মধ্যেও অত দীর্ঘ ছন্দা সুন্দরীর বর্ত্তমানতা প্রকাশ নাই। ফলতঃ ফলফুলারীর উদ্যানওয়ালা, হাটবাজার বসা বিপুল কপোল বিশিষ্টা কোন বিকট মহিলার খবর মহাশয়, আমরা এ পর্য্যন্ত রাখি না, অথবা শুনিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না। পরে অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না, ইতি। শ্রীবাঁট।

ভয়-ভরম-সরম আদি সকল   প্রবল প্রবল
ভারী ভারী বদ্ বৈরী সনে   করিতে হ'য়েছে রাত্রি দিনে—
বহুৎ বহুৎ রস হাঙ্গামা এবং হাজার হাজার দফা দাঙ্গা।
এখানে আবার তেমন ব্রাদার—কোথা পাঙ্গা—কেবা দেঙ্গা ?

২৩

এখনো এখনো যদি সে আসে   সে ফুল্ল মূরতি কাছে,
ঝাঁটাইয়া যত যাতনা জাল   এখনি দুলায় আনন্দ মাল,
সুধার অধরে বারেক হাঁসি   ভাসাতে পারে জোছনা রাশি,
তার কথায় গায় কতই পিক   সুর বেঁধে যায় সকল দিক—
ধরার হ'তে ঢের অধিক,
কিন্তু নাই যে তার আসারি ঠিক !

২৪

নিতান্ত নাচার !   কি বলিব আর,
হ'য়েছে অসহ্য অতি—অনুচরাচার
রাজ পুরুসের   মন্দ ব্যবহার।
জানা'ব সকলি   আসিলে পরে   বসন্ত রাজা।
বিরহী হৃদয়ে   যাতনা জঞ্জাল
ঢালার কি কোন নাইরে সাজা ?

কাব্যখণ্ড।

ষষ্ঠ উচ্ছাস।

মোহন মেলা।

১

পুরা সরঞ্জামে ধরণীর ধাম সেজেছে আজ—
তর তর ধরি অতুল সাজ।
আসিবার কথা আজি বসুধা কান্ত শ্রীল শ্রীমন্ত
বসন্ত সুন্দর মহা ঋতুরাজ।

২

তেমনি তৎপর, যত অনুচর, প্রকৃতির সব জবরদস্ত—
বহু আগে হ'তে ক'রে ব'সে আছে নিখুৎ সুন্দর সুবন্দোবস্ত।
যত রসের ব্যয় ক্ষৌনী খাতে.হয়;
খাসে সমুদয় ক্ষিতির খরচে সব,
বড় সাধের বসুধার যে এ বসন্ত উৎসব।
নিজ ভাণ্ডার হতে যত যার হয় দরকার
অবিরত বিধিমত যে যাহা চায়,
আপনি ধরণী ধনী পুলকে সকল রস
সবারে যাচিয়া তখনি জোগায়।

৩

অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব তর প্রকৃতির বিপুল বিধি ব্যবস্থা তদ্বির—
অতুল অভুত নিভুল প্রকার কার্য্য কলাপ সুন্দর সম্পাদন,
চমৎকার ব্যক্তি রীতি প্রকাশ পদ্ধতি পাত্র নির্ব্বাচন,
রুচির সুচারু সুসম্পন্ন কারু সুসার সুধন্য বিজ্ঞানানুশীলন
অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব পদার্থ সংমিলন।
বিশুদ্ধ সময় নির্ণয় যথার্থ স্থান সন্নিবেশ,

প্রকৃতির কার্য্য কুশল সুবিজ্ঞ চর সকল
বিভাগে বিভাগে এক এক জন এক এক সরেস।

৪

যাহার যাহা সাজে সাজায়ে দিয়া তাকে
রাখিয়াছে বাধি শ্রেণী হেথা হোথা থাকে থাকে।
দেবদারু, নিজে দেখ, পাতা মালা ধরি ধরি, দাঁড়ায়েছে পর পর—
কদলী তরুদল, আচরণে মঙ্গল—
বসন্ত আসাপথে নতশিরে বাসনা বাসে ঘিরে
রাখিয়াছে সে নধর কলেবর।
বারিপূর্ণ ঘটঘাড়ে আছে খাড়া নারিকেল তরুবর।

৫

বোরো ধান্য দুর্ব্বা ধরা প্রান্তর পূর্ণ করা—
বসন্তের আশীষ কারণ—
শোভাঞ্জন সারি সারি ধরিয়াছে ফুল ছড়ি—
কদম বাদাম ছাতিম, ছাতা খুলি খাড়া হেথা সেথা—
বিচিত্র বিবিধ বরণ।
ঝাউ তরু করে চ[illegible] চামর ব্যজন—
ঝরে সন্ সন্, শীত সমীরন।

৬

যত নিজ্ মিষ্ট চীজ্, যে গাছের যাহা আছে ?
ভেটিতে মহারাজে সাধে সাজি দাঁড়ায়েছে।
আঁকোড় নাটা নিম্, কটু জাতি তরু যত—
তারাও আপন ফুলে করিয়াছে গন্ধযুত—
নিজ গুণ অনুপাতে, মধুমাথে ধরিয়াছে।

৭

কত সাধু গুণ ধরে পরহিতে, উপকারে,—
দেয় সঁপি নিজ তনু কত জীবে জীয়াতে জীবন,

গুরুতর তরু এঁরা সুচরিত্র পরম—
কায় হতে দিয়া কাটি ছাল ডাল মুল পাৎ
করিতেছে দিন রাত খালি খুব, খোশবু খয়রাৎ,
বসন্তের আগমনে দুনিয়ার দানে ধ্যানে—
সাধে হিত সমীরনে গুণগন্ধ মধু করি বিতরণ!

৮

বড় বড় অসৎ বটে পিঁপুলে বিপুল বটে
বিজাতীয় বসেছে বাজার।
গোলাবজাম জামরুলে একশা ফল্‌শা ফুলে
খাশা ঠাশা ফল ফুলুরীর হাট— কলরব হাজার।
তুরিতানন্দ আখড়া রাখে জটাধর গাঁজার শাখে।
মৌ গাছেতে মদের ভাঁটী খেয়ে খাঁটি নেশায় চুর চুর;
খোলা প্রাণে উড়িয়ে ভাঙ্গে হৃদ্ ভিতরের ভূর্।
মাড়ুয়া গাছে হালকা ধাঁচে নেশার ভর্—
গোলাবী নেশায় কলেজা করে তর্‌র্
হাওয়ার ঝোঁকে ওড়ে ঝুর্‌ঝুর্।

৯

ভাঙ্গের ঘরে নেশার আড়ং,—
ধারণা বুদ্ধি বুদ্ধি শুদ্ধি—
হাসি কান্না টেয়াবুঁদ্* আদি আঠারো ঢং।

* টেয়া বুঁদ্। নেশাখোরের শাস্ত্র বলে..... ভাঙ্গের আঠার বিধ ক্রিয়া,— তন্মধ্যে টেয়াবুঁদ এক প্রকার। উক্ত পক্ষী সময় সময় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত মনোবৃত্তি পর্য্যন্তও যেন গুটাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটটি ঘুরাইয়া পেটের দিকে লইয়া খুব্ সাড়্‌ডোলা বা সম্পন্ন, কিম্বা গম্ভীর হইয়া যখন দাঁড়ায়, তখনকার তাহার সেই অবস্থার নাম টেয়া বুঁদ। বঁদ অর্থে বিন্দু। নেশার বুঁদ, নেশায় মশ্‌গুল হইয়া বিন্দুতে পরিণত হওয়া। সকল চিন্তা ভাবনা কুড়াইয়া এক কেন্দ্র লক্ষ্য হওয়া বুঁদ্।

পোস্তার পাশে আফিং সস্তা,
ঢেঁড়ি ধ'রে ফ'ড়ে ঘোরে— আয়েষ লোটে চণ্ডু খোরে-
ঝিমায়—হ'য়ে মজার জবড় জং।
তামাকের তোয়াজ বড়, তীব্র ঝাঁজে মগজ তবড় তং।*

১০

বাংলা বেলেডোনা বসন্ত মেলায় ফুটে
নেশার চোটে পাগল ধুস্তুর
এধারে সার্জ্জন শিউলী কৃত, গায় অপারেশন-
অস্তরের গর্ত্ত গাড়া,
চটা ওঠা, পারার ঘায়ের দাগে ভরা প্রচুর প্রচুর—
এবং বাতে পঙ্গু বেঁকে চুরে—
কিন্তু আজ খুসির দিনে রস নাগরী কণ্ঠে ধ'রে—
দিকে দিকে দাঁড়িয়ে গেছে, দলকে দল খেজুর

১১

বসন্তের মোহন মেলায়, হ'তেছে জাগায় জাগায়—
পক্ষী পতং উড়ি মেলা, শাখায় শাখায় নাগর দোলা—
—করি নানা রং,
দু'বেলা তরুর নীচে পাশে পিছে
ছায়া বাজী শত শত প'ড়ে আছে ঢঙ্গে কত
শান্তিপুরে সং।**

১২

বেশীর ভাগ বৃক্ষ রাজী রং তামাসায় বেশী রাজী,

* তবড়তং তীব্র তঙ্গ, তংঅর্থ আঁটা কষা পরিসর কম হওয়া হিন্দুস্থানী ব্যবহার।

** শান্তিপুরে সং। ছায়া শান্তিপুর্ণ হইতে পারে, কিন্তু কবির অভিপ্রায় বোধ হয়, শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ রাস যাত্রার সঙের মতছায়াবাজী হইতেছিল।

আজকার দিনে খালি গায় বসন্ত বাহার,—
সব বড় বড় তরু ধ'রে, বিহঙ্গড়া, বিহগ রাগ, ললিত হাজার

১৩

কোথাও খালি খাঁটি দ্রুমদলী নৃত্য গীত।
পাদপী পালা পদাবলী গাছের সঙ্গীত,
হয় বিনোদ বিপিনের বৈঠকখানায় !
মিলে বাইজী গোলাব বেলা বাতাবী মল্লিকা মেলা—
মধুর নীরব রাগে মালকোষ উড়ায় ?
তাড়ী ঠুকে তাল গাছেতে ধ'রে তাল, দাঁড়িয়ে একটি পায়।
কো'ষে মলয় মারে তান্—
সুরভি সুর ছেয়ে যায় ছাপিয়ে আস্মান
সীজ শিয়াকুল বাব্লা শিমুল শীউরে ওঠে, কাঁটা দিয়ে কায়।

১৪

পড়ে, বাঁশ বাগানে বাহবার হাত্তালি পটাপট।
বন চাঁড়ালে অমনি নাচে
সাদা প্রাণে টগরে টপ্পা মারে
জড় শড় লজ্জাবতী লাজে।
বড় জঙ্গলে রাগ জংলা করে বেয়াড়া বিকট,—
তার ভিতরে তারে তারে ডালে পাতে তালে সুরে
এক তানে মিলে রাখে সম্বন্ধ নিকট।

১৫

একটু হাওয়ার তানে বেসুর কাণে—
লাগ্লে পরে বাঁশ বাগানে—
সমেজদারে রুষি করে দন্ত কড়মড়,
ভাঁও বাতিয়ে দুলে দুলে করে কত রসের রগড়,
এদিকে দীপক রাগে যে দিকে

মুখ ফিরায়ে সূর্য্যমুখী তোলে তান—
পলে পলে সুরে মগন তখন তপন, ঢ'লে ঢ'লে—
সেই দিকেতে যান।
গুল্ম অগনন কত সুন্দর বন
নীরবে দাঁড়িয়ে শোনে ভিড় লাগিয়ে অবাক অকপট।
সুগন্ধা মধুচ্ছন্দা সুরেলা পবনা পাঁচালী
সুন্দর সুন্দর পালা পাদপী পদাবলী
হয়ে রয় স্বভাবে মুদ্রিত সব দ্রুমল রেকর্ড।

১৬

সমীরের সুরভি তান যখন চলিছে সমান ?
লক্ষ্য হীন ঊর্দ্ধে চেয়ে আকাশ মুখে—
হাওয়ার রোখে বনের ফাঁকে—
গুল্মগণের গা ঘেঁষে দাড়িয়ে গেছে একটা শেয়াল।
উদভ্রান্ত আবেশ ভরা হ'য়ে আছে দিশেহারা
রস উচল্ক, উল্ক ফুল্ক, শুঁকি শুঁকি সুগন্ধী খেয়াল।

১৭

ছোট্ট গাছের অতি কোমল শিশু সরল—
দু' তিন জনার শাখা হাত কচি কচি আঙ্গুল পাত—
অসংকোচে আলগোচে আদরের সাধে—
প'ড়ে তা'র রয়েছে কাঁধে।
এদিকে আর একটা লতা তা'কে—
ভালবাসার ছল তামাসার,
মৌন মজা মস্কারামীর ফস্কা রকম আলগা পাকে—
চুপে চুপে পিছনের পা খানি ধ'রেছে ছেঁদে।
কাননের যত যতন স্নেহের বাঁধন ভুলে গিয়ে সকল রকম
আছে ম'জে, শেয়াল সুরের ফাঁদে !

১৮

একটু দূরে পাহাড় প'রে গর্ত্ত হ'তে হ'য়ে বার, বারোআনা,—
চক্ষুশ্রবা তোফা শ্রোতা, সুরের খুব সমজদার আর এক জনা—
কুণ্ডলীর পাঁাচ খানিক খুলে, উঁচু ক'রে তুলি ফণা
ভুলে, হয়ে আছে বিভোরা আন্‌মনা।
সুধীরে দুলে দুলে সে সুর সঙ্গীতে ঢুলে ঢুলে
সুরাগে সঙ্গতে তাল রাখে।
উল্লাসে ফুলি ফুলি কায় পুলকি রসনা লক্‌লকি
ভুর্‌ভুরী সুর, সমীরের সুমধুর মূর্চ্ছনা চাখে!

১৯

এধারে অটবীর এক টেরে
প্রকৃতির সুতরল কাচ সচ্ছ সুশীতল—
স্নিগ্ধ ঘরে সরোবরে—
স্বভাব সুরাগে বাজে জীবনের ক্ষুদ্র ক'টা সোজা বাঁধি গৎ?
তলাইয়ে তালে তা'র শোনো টুক সুর ঈষৎ?
সঙ্গে সঙ্গে ঠাটে বাঁধা পাখীর ঠেকা
রঙ্গরস রহস্যে সঙ্গৎ?
লীলা কাণ্ড কারিগরী তোমাদেরিই
ভালা ভায়া, তরঙ্গ তোলা? খুরে দণ্ডবৎ।

২০

একটা পাখী বলে কুব্ কুব্ কুব্। *
বিলের ধারে গাছে ব'সে এক মনে ঘাড় গুঁজে
পঙ্কজের অঙ্গ রাগে রঙ্গ রসে—
দু'টি চোখ রগড়ে রাঙ্গা করি খুব্।
একটা পাখী বলে, কুব্, কুব্, কুব্।

---

* পিলু বারোঁয়া কাহারবা।

২১

কাননে তরুগণে   করি ঠারাঠারি জনে জনে
নীরবে দাঁড়িয়ে শোনে   আছে হয়ে চুপ—
লক্* করে রবে তা'দের,   লাগিয়ে কুলুপ,
সেজে সবুজ বেকুব।
একটা পাখী বলে—অকুব—খউব খউব্ খুব

২২

গগনে দূরে দিবাকরে,   হেরে হেথা সে
লাল হ'য়ে গাল কেন   কমলের ফুটে ...
কালো জলে অত রূপ   ঢেলে ভাসা ?
শুধু ঐ টুক্ তার চুক্
একটা পাখী বলে,   ওচুক্   খুব্ খুব্ খুব্।

২৩

কালো কটা   ভোম্‌রা ভালো—
ঘুরে ঘুরে কমলিনীর   গুণ গেয়ে—
নভোপরে ভোঁওঁ ক'রে উড়ে গেল !
কি জানি কি আশে   গোবরা এসে—
জলে প'ড়ে ডোবে ভাসে,   ভাসে ডোবে,   ডুব্ টুব্
একটা পাখী বলে ভ্যালা   খউব্ খউব্ খউব্

২৪

আকাশের নবীন রবি   নেমে এসে জলে ডুবি-
অনিমিষে   পদ্মপানে   আছে চেয়ে
লুকি লোচনে লোলুপ ;—

* লক্। উত্তর বঙ্গের নিম্ন শ্রেণীর লোকে লক্‌করা চুপ করা অ
করে। যথা লক্ ক'রে থাক্, চুপ ক'রে থাক। ইংরাজি lock তাল

কত শত দিনের যেন তার দরশন ভুখ্ !
হবে যা'র পলকে এক যুগ্ ।
একটা পাখী বলে, হবে খউব্ খউব্ খউব্ ।

২৫

ও ধারে অশতের ডালে ডালে
ব'সে, মুখ পোড়া পালে পালে—
করি খানিক তাকাতাকি, লাফে লাফে, ল্যাজ তুলে—
উল্লাসে বলে "উপ্ উপ্ উপ্ ।
মানে—পদ্ম বিলে হোথা, অতরে রূপ কোথা ?
দরকার যা'র— দেখে যাক—
রং সুন্দর আমাদের মুখ ?
ছুটে হেথায় আসুক ?
একটা পাখী বলে বেড়ে ! খউব্ খউব্ খউব্ ।

২৬

ওদিকে বক্ বক্ ক'রে বকে ।
কত ঢেউ তুলে হাঁসে ভাসে দিকে দিকে,
কোত্থেকে উড়ি এসে পানকৌড়ী
কমলের পাশে শাশে সরসে কো'ষে মারে ডুব !
কে জানে তায় তার আবার কি সুখ ?
একটা পাখী বলে, আছে খউব্ খউব্ খউব্ ।

২৭

বিলে ঝোলা ডাল হ'তে, কাদাখোঁচা আচম্বিতে—
কে জানে কেন, জলে সোজা পড়ে গেল ঝুপ্ !
ভালবাসার ইরিষার হৃদ্‌রোগে ছিল তার—
বেদনার কি এক অসুখ্ ।
বেশী বেশী ধড়্ ধড়্ করিত বুঝি তার বুক্ ?
একটা পাখী ব'লে, ছিল খুব্ খুব্ খুব্ ।

২৮

চাঁদের বিরহে মুদি, বিমনা ছিল কুমুদী,—
ঢেউ দিয়ে উছলিয়ে জল, এক রসিক চিতল—
দেখাইয়া চক্‌চকা চওড়া চাঁদীর হৃদি—
হরষে দিল ডুব্‌ কি করে গেল ভুক্‌ ?
আহা ! শশাঙ্ক সুধাকর তুলনায় তাহা কত টুক্‌ ?
একটা পাখী বলে তবু, খুব্‌ খুব্‌ খুব্‌ ।

২৯

জীবনের রং ঢং হেরিবার নাহি অবসর—
সংসারের বোঝা ঘাড়ে অভাব কাতর !
আশা নিরাশার সীমা ঠাহরানো শুমা দুটি—
বাড়িয়া কুঞ্চিয়া ধীরে ধীরে চলে তীরে,
ক্ষুদ্র গৃহী দরিদ্র কটি গরীব শামুক্‌—
দাম্ভিকের পদাঘাৎ ভয়ে সদা মনে ম্রিয়মান—
ভুলারাম খেলারাম প্রাণ ধুক্‌ পুক্‌ ।
একটা পাখী বলে বটে তা' খুব্‌ খুব খুব্‌ ।

৩০

সরসের সে রসে বঞ্চিত বিশিষ্ট সোয়াদ হীন—
বিদ্যার বিচালি পুষ্ট, ভুষি মালে পরিতুষ্ট,
হুসো পেয়ালা মাথা হোমরা চোমরা তথা
ধলা শামলা শিরে বড় বড় শিং—
পদগর্ব্বে মটমটি, হেলি দুলি দামড়া কটি,
আঘাটে নেমে উঠি চ'লে গেল—
পিয়ে জল, কাদা গোলা দু'চার চুমুক্‌ ।
একটা পাখী বলে বাবু, খুব্‌ খুব্‌ খুব্‌ ।

৩১

ঘাটের পাশেতে আছিল সুন্দর সেথা সুমধুর গলা সাধা
ধূরপদী দাঁড়াইয়া গুণগ্রাহী এক গাধা
উল্লাসে, খুরে জড়াইয়া ফেলি পূজার পুষ্পের মালা—
দিয়া সাজানো ডালা ভরা ফুলে পা—
"হ্যাঙ্কচ্ বাঁ হ্যাঙ্কচ্ বাঁ'" বলি গাহিল, তারিফ বহু—
দামড়ায় দিল বাহবা হ'য়ে উর্দ্ধ মুখ।
চুপে চুপে আচম্বিতে পাছে আসি বেতালা অমুক ?
কথা নাই বার্ত্তা নাই উত্তম রাগ ভরে উঁচু দরে
শপাং শপাং করি লাগাইল কষি' তার চুতড়ে চাবুক্।
সেই একটা পাখী বলে চলুক্ চলুক্, খিউব্ খিউব্ খিউব্।*

৩২

প্রসাদনে, অতিষ্ঠ হয়ে উঠি, অঙ্গ সেবায় ছট্‌ফটি—
লম্বকর্ণ লম্বা দিল।
শেষের ভাগের তা'র অবশিষ্ট ভাল ভাল তান্ দুটি—
অবকাশ অভাবে তে রহিয়া গেল বাঁকী।
বন হ'তে কুকো পাখী উড়ি গেল।
সরসীর এই খানে গানে গতে বিহঙ্গ সঙ্গতে—
পড়ি' গিয়া সম্ সম্প্রতি হইল মকুব্—
কুব্ কুব্ কুব্।

* এই সময়ে পাখীর গলাটি বোধ হয় বেশী চাপা হইয়া গিয়াছিল। শ্রীবাঁট।

কাব্যখণ্ড।

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

পাদপী পালা, মিশ্র মেলা।

১

উৎসব মেলায়, মজা তাজা।
তা'দেরি আদৎ, স্ফূর্ত্তি করে, জোর ?
নিষ্কর্ম্মা ইয়ার ফটিক চাঁদা,—
নারী চাষা চোর আর কবি নেশাখোর।

২

শামলা ঝুমুকা লতা, মাধবী অপরাজিতা—
কাঞ্চন কামিনী বৌকুল—
ঘোম্‌টা খুলি ক্ষণে ক্ষণে, এলা'য়ে বাস, সমীরণে—
বসন্ত দরশনে, পরাণে আকুল।

৩

যৌবনে, এ দিনে, রসিক সবাই।
রং বিরং ছায়ে সবারি দেখি কায়।
স্ফূর্ত্তি মাখা, প্রীতি আঁকা শাখায় শাখায় ভরি রাখা—
সুখ আর সন্তোষ।
সুবর্ণ দোলাই দুলিয়ে মেলাই।
কারো সজ্জা রঙ্গা দোব্‌জা*
ঘেরা গায়, কারো বা হায় সবুজ পাতার পালাপোষ ?
কি বাহার! কেহ আবার বাসন্তী রঙ্গের ঠাস্ বুনান
দিয়া কায়, দাঁড়ায়েছে আলো করি আলোক লতার আলোওয়ান।

* দোব্‌জা—চাদর

গাছ ছোঁড়ারা রঙ্গ করি, সুন্দরী ফুলকুমারী লতার দিকে ?
কেহ দেখায় বুকের বোকে ? কেহ শাখে, ঢেকে রেখে,
আগাগোড়া সাজিয়ে তোড়া, ভুর্ ভুরে বোঝাই করা
থ'লো ভরা ফুলের দেয় দোল ?
কেহ খুলি রাখিয়াছে প্রসারি সোনার শাখা কোল্ ।

৫

দু'ধারে পরস্পরে, ভালবাসা ছোড়াছুড়ি ?
গুণগুণিয়ে ভন্‌ভনিয়ে ভ্রমর মাছির চালান দিয়ে,
চ'লেছে মধুর মধুর কাড়াকাড়ি ?
হ'তেছে ভারি সৌরভের গোল।
পিটুলিতো একেবারে প্রেমেতে পাগোল।
তা'র কোঁকড়া করা মাথায় ভরা ছড়াছড়া মুকুলের চুল—
কখন কি মাথায় বসে—
দূর সুখাশার কি সমাচার,—
বাতাসে মনে আসে ?—
খ্যাপা তখন দেয় ছড়িয়ে ঝুরঝুরিয়ে—
ঝুড়ি ঝুড়ি পরাগের ধুল।

৬

থাকি নিজে, কেউ দাঁড়িয়ে চুপ্‌টি ক'রে,
ডালে ভালবাসা দিয়ে দয়েল ধ'রে ?—
ইশারি ডাকি, দেয়ায় শিশ্ ?
কুকো পাখী দিয়ে, কহায় হিশ্‌শ্ ?
কেউ মধুর হাওয়ায়, কু 'ফু'কারায়
ডাকি আনি ডালে কোকিল কুল ?
কত ফুলের প্রাণের ভিতর—
হ'য়ে যায় কত ভাবের, মধুর মধুর ভুল।

৭

আজ কাল, স্বভাবের অসীম সমাবেশ।
বিচিত্র অসংখ্য তরুর, চরিত্র অশেষ।
বসন্তের আনন্দ বশে মিলি সবে শান্ত রসে—
পরস্পরে ভুলিয়াছে হিংসা দ্বেষ।
বাঘ নখে, কালখাঁড়ে, হাতি শুঁড়ে,
শিয়াল কাঁটায় গল্‌ঘষে গোক্ষুরে,
যোগা বিড়ালায়, কুকুর শোঁকায়,
ময়না দলে, মিলে মিশে, মেলা দেখে, দাঁড়িয়ে ভিড়ে

৮

সাধু পাদপে সবে পৃথিবীর এ পরবে,
বিতরে বাতাসে বাস মধুগন্ধ রাশ রাশ, ঢালি ঢালি—
কত তরু ইতর, ভিতর ভিতর, দাঁড়ায়ে স্বভাবে দেয় গালি ?
কত জনা ভাবে ভাবে বেশ, করে অবাকে হিত উপদেশ ?
নিরব নিরব চিন্তার বিভব ভাণ্ডার খুলি।

৯

এ গালি আবার কত জনার রসনার রুচিকর ?
ক্ষুদ্রচেতা, যারা চারা তরুবর ?—
যদি চ শ্লেষে বটে, তবু রসে রটে—
স্বভাবে বহু জীবে হিত তরকারী।—
ইশারী সংসারের নর নারী—
বলে, ফলে, মূলে ফুটী ফুলে—রকমারি নানারূপিই।
গালি দিয়া কহে—"বাঁদরা* বরবটী রাঙ্গামুলা ?"
গোল আলু, গর্ভমোচা, কাঁচ্‌কলা ?"
কেহ কহে—'বেগুণ'ফুটি বড় ফুল কপি ?

* বাঁদরা=অরকিড্‌ জাতীয় একরূপ বৃক্ষ। বৈদ্যক শাস্ত্রে নাকি রাস্না কহে।

মানবের সদাই মেলা, পাকায় কাঁচায় পটল তোলা ?

আর সব তাতে আলুদোষ ? বারোমাস আপ্‌শোষ—

রহি গেল গেলনা কদাপি !

কতগুলা নরে, গোস্ত খোরে, দিয়া ধরি মস্ত সোয়াদ ?

আর একটা তরু বলে—সালাড্‌ সালাড্‌।

১০

বেশী মিঠে রস মধুর ? বলি বক্ষে তুলি, তাল খেজুর ?—

কেহ জড়িয়ে ধরে, কেহ তুলে ঘাড়ে

হ'য়ে আছে অশৎ বটে রসমোহাতুর।

তা'র পাশে একটু দূরে—

কটি তরু শ্রেণী করি লোক শিক্ষার শ্লোক ধরি—

দাঁড়ায়ে নিরবে পরে পরে,

খালি দিতেছে ক্রম অক্ষরে দিব্য উপদেশাভাস ?—

যথা—কামিনীকাঞ্চন, সামনে শোভাঞ্জন, পিছনে জাওয়া বাঁশ।*

১১

ওদিক অশৎ কাণ্ডে হাড় জোড়া † কুরুচি চাখুন্দে মে[illegible]া ?

শেষ জীবন বেল কুল, কাল কাশুন্দে [illegible]োটে কলা।

হোথা সুন্দরী সেগুণ উঁচু ডালে ফল নিচু !

আর এক ধারে, উন্নত মহাবৃক্ষ মধুর রসাল ?

তা'র মাথা ঘিরে, ব'সে আছে বাঁদরার পাল।

নিচে ছায় বৃদ্ধি পায়, ছোটবৃক্ষ ক্ষুদ্রকায়, লঙ্কাচারা ?

রগ্‌রগে রাগে লাল, বিষ পোরা ঝাল।

* জাওয়া বাঁশ=এক জাতীয় বাঁশ। ইহার বাখারি ভাল হয়। কামিনী ও কাঞ্চন বৃক্ষের সম্মুখে শজিনা গাছ এবং পশ্চাতে জাওয়া বাঁশ গাছ।

† হাড় জোড়া—একরূপ শিকলের মত লতা। জীবন বৃক্ষ, আম্র বৃক্ষের ন্যায় বড় হয়।

পাশে খাড়া দেশ জোড়া বড় মাথা চওড়া পাতা,
মূলে তার মান কচু ?
এইরূপই মোটামুটি, সাদা চোখে যেথা সেথা-
পাদপী নীতি কথা, পাইবে কিছু কিছু।

১২

পাদপের নীতি, কবিতা বা গীতি ?
ছন্দে ছন্দে, ছত্রে ছত্রে, ক্রম অক্ষরে ভু সর্ব্বত্রে
যথা তথা, ছড়াইয়ে আছে ক্ষীতি।
স্বভাবের ভাব রসে দিয়া দিয়া চিন্তা চাপ্—
যে পারে যতনে, ভুবনে তুলিতে ছাপ্ ?
প্রকৃতি প্রণীত কাব্য বিশ্ব দরশন দিব্য—
নেত্রে তা'র হয় সুপ্রকাশ।
জড় জীব ক্রম অক্ষরা, রচিত প্রবন্ধ ধারা,
যে পারে পড়িতে ভালো তা'র চক্ষুটি সাবাস।

১৩

আজ কাল মস্ত দেশ। কে শোনে কা'র উপদেশ।
তত্ত্ব কথা জ্ঞান গাথা, মস্ত করে মাথা ব্যথা ?
বিজ্ঞানের চড়া বচন, মগজে কড়া লাগে এক দম্।
ঠাট্টা, ফষ্টি, রস রং ছাড়া বিষয় বড়ই কম্।
কহে প্রীত্ পাড়ার পুরুত ঠাকুর, মনোভব্ ভট্চাজ ?
যতক্ষণ তত্ত্ব তাতে মগজে ফোস্কা করা, সহা পোড়া ঝাঁজ
ততক্ষণ প্রেম পাঁচালী নতুন পালা মদন দোলা,
দেখলে হয় কাজ। তর্র্ হয় মেজাজ্।

১৪

দেখ—যবন ভবন আলো করি, বসোরা বিলাসেশ্বরী,
দাঁড়িয়ে গোলাপ আলাপ করে, অফুট্ অফুট্ গরব ভরে,

কোথা হ'তে অশরীর আসি মিঞা সমীর খাঁ—
অলক্ষ্যে সুধীরে সাঁ ক'রে—
দিয়ে গেল, গালে একটি মধুর ফুঁ !
আচম্বিতে গোলাপীর বুকের আঁচল খুলি গেল
চমকি পড়ি ঢ'লে, উঠিল ব'লে "ও বুবু*।

১৫

বৃদ্ধা দাদী, গুল দাউদী, অমনি মেদীর গায় গড়িয়ে পলো
ইশারি বলিল হায়, উড়িয়ে মধু নিলে কিলো সব টুউকু।
এদিকে, হঠাৎ মেদী, আচম্‌কা ঘুরে, দেখতে ফিরে !—
ছুটি খুলি গেল আঁচলের গিরে।
বাঁধা বাসে খসি ভিতরের ভালো ভুর্,
ছড়াইয়ে পড়িল বহু দূর দূর।
আমরি, আহাহা, কি মধুর, চারি দিক হ'য়ে গেল, সুরভি ভু।

১৬

সেথা কার, আজ কাল কার—
বাচুরে চাটা, সিঁতে কাটা,
খুশি খোরা, রগড় মারা, জাঁক জুনিয়ার—
উকীল হেন, কোকিল পালে—
পোরা সদা বসন্তের বার। (Bar)
কোথা হতে তার একটা আসি,
ঘাড় বাঁকায়ে ভঙ্গী কষি—
সেই তালে. আবডালে, জাঁকিয়ে বসি—
হাঁকি দিল লম্বা করি কু।
দিকের বুকে বেজে দারুণ, কে জানে কা'র আওয়াজ করুণ—
এলো রবে, ঠিক্ হুবহু— উহুহু !'

* বু অর্থ গন্ধ। বুবু অর্থ দিদি ভগিনী।

১৭

আর এক দিকে আঁকোড়ে আঁকড়ে ধরে
হৃদের ডালে, জড়িয়ে উঠে, শামলা লতা।
গোপনে কানে কানে, কহিছে কি প্রাণের কথ.,
কভুবা নাড়ছে মাথা।
হেলছে দুল্‌ছে, যখন যেমন লাগছে, প্রেমের বায়ুর ঝোঁক
ওদিকে সোনামাখি হল্‌দে পাখী,
আব্‌ ডালে তারি ডালে, লুকিয়ে থাকি
বলে টুক্‌ট্যুউ, টুক ট্যুউ, খোকা হোক খোকা হোক্।'

১৮

গাছের ঘরে এও চলে ?
ভুর্‌ভুরে, সুবাস ভরা, বিজন বন, আলো করা,
এক যুবতী ফোটা ফুল,
ঢাকা বিমল, সবুজ, সকল পাতা কুল,
আছে এক বড় গাছের শাখায় দুলে ?
সে[illegible]কে পাখী ছটাক্‌ খানি,
এক [illegible]টবর টুন্‌টুনী ?
বেড়াতে ছিল, দেখি, এটি ওটি, এ ডালে সে ডালে উঠি,
তার বুলি, ঠোঁটে, ছিল খালি
'চ্যাষ্টিটি চ্যাষ্টিটি টিটি, চ্যাষ্টিটি (chastity
ফুলটি দেখি, ঠারি আঁখি—
ঘুরি ফিরি, আনন্দে, নাচি নাচি এদিক ওদিক,
তখন রব মুখে তুলে, "টিটিক্‌ টিটিক্‌" ?
টুপ্‌ ক'রে তার, শাখা ধ'রে,—
টক করে ফুলের মুখে ঠোঁটটি দিয়ে চুমা খেয়ে,
হঠাৎ নুয়ে, চিৎ হয়ে গিয়ে, পড়লো ঝুলে।

১৯

দুলে দুলে, ঢুলে ঢুলে, তার অধরের মধু খেলে ?
সব রস চুষে নিলে ?
খেয়ে ল'য়ে পেটটি ভরি, তার সর্ব্বনাশটি করি,
তার পর ঠেঁাটটি তুলি, দু'একবার বলি খালি—
টুইট্ টুইট্, সুইট্ সুইট্ (sweet sweet)
শেষকালে উড়ি গেল 'টিক্কু টিক্কু টিক্কু' বলি ?
চরাচরে, এ সংসারে, এইই রীতি চিরকালই !
ফুলের শেষ জানাই আছে গতি ফা'টি ?
মরমে শুকিয়ে যা'বে, ঝরি পাতে মাটিতে হ'বে মাটি ?
অথবা জানোওয়ারে মার্ব্বে মজা রোমন্থনে জাওব কাটি ?
পরিণাম পরিপাটি।

২০

এ ধারে মাকসা ফুলবনে খাসা বোনে জাল ? *
কত পোকা পতং লট্‌কে পড়ে—
ল্যালে লাল পাগ্‌ড়ি মাথে মাছি পালে পাল।
সুবাসের কাছাকাছি, কষি রসারসি কাছি,
চাক চাঁদোওয়া টাঙ্গিয়ে বসি, সাঁজ সকাল বিকাল !
মন্ মন আশা করি, পণ পণ কত মশা,
ভন্ ভন্ ভারী ভারী, জড়িয়ে পড়ি,
কত হয়, হায় হায়, ভোম্‌রা নাকাল ?
কত হোম্‌রা চোম্‌রা, আমীর ওম্‌রা, কি বলো তোমরা ?
এদিকে, যায় গড়াগড়ি, হাঃ গুওটা গোব্‌রা দুলাল্ ?
তা'রপর, একদিন, বিকাল বেলা, বনে হ'য়ে দ্বিজের মেলা,

* সিন্ধু মিশ্র, আদ্ধা কাওয়ালীতে গান করা চলিতে পারে

ছিঁড়ে, জাল, দড়াদড়ি, কালো পিক গেল উড়ি
'কুকু' বলি উটি চটি, দু'টি চক্ষু করি লাল ?

২১

মধুর এ কলি কালে এ কথাও রাখি বলে—
বসন্তের সরস বায়ে
কত বড় ঘরের, গুণী ধনী, ছোকরা তরু,
নায়েক কাজের, চারা চারু
সঙ্গে সঙ্গে যাচ্চে ব'য়ে ?
ভুগি রোগে ঝরি পাতে, চলিছে, অধঃপাতে ?
কারো প্রকাণ্ড কাণ্ড খানা মূল শুকানা,
উপাড়ি, উপাধীর ঝড়ে প'ড়ে বাতে ?

২২

কলিকালের বেচারা যারা, রসে পোরা, পীরিতির পিঁপ্ড়ে ধরা।
সেয়াকুলের কুসঙ্গে, নানা রঙ্গে—
বিছুটী বারবনিতা যত গণিকা, কাঁটা লতায় জড়িয়ে পড়া ?
ডা[illegible]ডাগর ডব্‌কা ডগা ?
পালে পাল হাড় হা[illegible]তে মোসাহেবী হল্‌দে পোকা পিছু লাগা।
ফতুরী ফড়িং যত ঝিঁঝিঁ টুঁটি কাটা !
হোআইট্ অ্যাণ্ট, উয়ে ছাওয়া হাড়ে হাড়ে মাটি করা ?

২৩

অগবা যত অজ্ গরু, গুরুজন জানোওয়ার,
কৃত মাথা আদরে মুড়িয়ে খাওয়া বারম্বার,
তারা—এবং কচি বেলার উদ্বাহে যা'র
সাতটি পাকে লতা বেড়া,
বেচারার শিরে শিরে, বোঝাই করা, লতার পরিবার ?
আহা ! কেবল তা'রাই ঘুস্‌ড়ে আছে—

মুস্‌ড়ে মারা, চেহারা আঁধিয়ার।
আজকার কালে কেবল তাদেরি,
হেলা দোলা, সতেজে মাথা তোলা ভার

২৪

আজ দেখি যায়, খুবিই নিস্ব নিঃসহায়
অরণ্যের হায়।
রংদার অপদার্থ, নিরুপায়
মোসাহেব মহাশয় সুয়া পোকা।
প্রতিপালক পাদপ পিঠে
সুখে সেঁটে নেপ্‌টে এঁটে সদা থাকা।
নিত্য নিত্য তরু মুণ্ডে, গণ্ডে পিণ্ডে,
পাতে খেয়ে পেট্‌টি ভরি
ঢেউ তুলি ফিরি ঘুরি
বেচারাকে নিস্পত্র ফকির করি।

২৫

পরে দেখি—হপ্তা দুই, ঝিমিয়ে র'য়ে, গোপ্তা মারি—
রূপ বদলি খোলস্‌ ছাড়ি,
খুব্‌ জাঁকিয়ে, রঙ্গের পাখা ছাড়িয়ে দেওয়া।
একেবারে রায় বাহাদুর, হঠাৎ প্রজাপতি হওয়া।
স্ফূর্ত্তি ভরে মনের সুখে জাঁক জমকে, আর এক দিকে,
সে গাছের কথা ভুলে গিয়ে, ফুলে ফুলে মধু খেয়ে,
একেবারে আলা'দা, নাম জাদা আর একটি জন হয়ে যাওয়া
পোকা হ'তে পাখীর পায়া হঠাৎ পাওয়া,
বা হওয়া! কি হায়, বা হওয়া হওয়া!

২৬

আবার একদিন, তাহার পর—
আস্‌মানে, উড়ায়ে বহর, হাওয়ার উপর,

মুরুব্বি চালে সুমন্দ গতি, শ্রীমহাশয় প্রজাপতি,
তুলি লহর যান ফুলিয়ার জমিদার—
মহা শুঁড়িটী রাখা, বেবাক ফুলের কোরক ঢাকা,
রস শোষণে খুব হুঁসিয়ার—
রংদার গায় জোড়া পাখায়, জমকালো হায়,
দোরোখা ওড়া জবর জোড় জামিয়ার !

২৭

দূর হতে সে জাঁক নিরখি ভড়ং দেখি—
এক সুনধর শালিক পাখী
শমন সমান আর কোথা যান ?
হঠাৎ আসি, টপ করি, ঠোঁটে ধরি,
বা'র দুচ্চার আছাড় মারি,
রং বিরং পাখা মাথা জামা জোড়া করি, ফর্দ্দা ফাঁক ফাড়া ছেঁড়া
শ্রীপ্রজাপতি মহাশয়ের শ্রীশালিক রাণীর পাকাশয়ের,
ভিতরে অবশেষ, কুপ্‌ করে, সুউদরে সুধীরে প্রবেশ !
শুঁড় তুলে, ভুঁড়ি খুলে, ফুলে ফুলে,
ফুলিয়ার জমিদারের, সেই স্থলে, মধু খাওয়া শেষ !

২৮

বিচিত্র চিত্র পতঙ্গ বরে, পেটে রাখি,
খুলি—চঞ্চু দুইখানি, কান্ত কাঞ্চনী,
জওয়ারী সাফ সুকণ্ঠে, আওয়াজ পূরি
দূর দিগন্ত ঝঙ্কারি—
স্বগত উচ্চরবে, চিন্তা করিল পাখী ?
সংক্ষিপ্ত কল্প অতি স্বল্প তাহার স্পিচ্‌ (speach)
কহিল 'কেরেট কেরেট পাপীচ্‌ পাপীচ্‌ ?
বা'র দুচ্চার হাস্য করি 'উড়ুঁড়ুৎ উঁড়ুঁৎ'
কেজানে কোথা উড়ি গেল করিয়া ফুড়ুৎ।

২৯

সম্প্রতি বাঁকী সম্ভাবনা রাখি, কিছু শালিকীর অন্ত্রে
কি প্রকৃতি পাইবার, হইবে অধিকার ? সে ক্রীয়াশীল যন্ত্রে ?
কে জানে কি পরিণামে নামিবেন শ্রীল শ্রীযুৎ ?
তাঁর চেতনা চুম্বুক স্বপ্রকাশ টুক্,
বিশাল এ বিশ্বভবে চির নভে নিভে যাবে ?
না—সে উদরে ঠাণ্ডা ঘরে,
তাহারি আণ্ডারূপে, দাণ্ডাইয়া যাইবে স্বরূপ ?
অথবা কোনো দ্বারে বাহিরিয়া করি ভর্
অন্য এক নবতর্
আধারে ধরে, দেহ ঘরে, হবে জাগরুক ?
আবার নবীন জগৎ ভার—
নব ভাবে সেথা তার হইবে মজুৎ ?
সে তত্ব অনুসরি সুদূর সূত্র ধরি
পঁহুছানো দেখা গেল, বেজায় বেজুৎ ?
বিজ্ঞানের দূরবীণে, পরকলার পরকালে,
পড়ি আছে, মাঝখানে মক্ষম্ [illegible]২।

৩০

আপাততঃ এদিকে, মহাম্বরে, বায়ূস্তরে
আকাশ সাগরে, কিছু উগালিয়া শ্লেষ।
অনন্তে মিশাইল, শালিকীর হাসি টুকুর রেশ !
রবের, সে শ্রাব্য আকার, কি দাদা ঐখানে কাবার ?
না আছে আবার, আরো ধরিবার অপর বেশ ?
জানে পরমেশ !

অষ্টম উচ্ছ্বাস।

একা দেখা

এত বিচিত্র, অবিরাম, চরিত্রের পরিণাম,
একা দেখার কিবা দাম ?
তরু লতার রং তামাসা বনের বিলাস খাসা
ফুলের ফুটন্ত সুর সুবাসা,
বল কি আশায়, দেখাই কাকে ?
"সেই" কাছে নাই, দেখায়ে শুনায়ে সুখরে যাকে ?

সে বিনে যেনরে যাতনা ঢাকা, সুন্দর শোভাতে অভাব আঁকা,
ললিত আলাপে, বিলাপ মাখা, সদাই থাকে।
তার একার অভাবে নির্জীব যেন জগত ঠেকে।
এত সরস শোভা, সুখ, সুর যত যা, আমার জগতে মধুর,
সবি কি, সঁপিয়ে রাখা তাহারি ভাবে ?
হেন জন যে ভাই, যখন সেইই কাছে নাই,
তখন, স্বভাবে কিআর, সুভাব নাবে ?

৩

যদি না, দুজনে শুনিনু গান ? না হইয়া একটি কান,
না হইয়া একটি প্রাণ ?
তবে কি হয়, সুধারধার, তান আর সুরের, ঠিক সুবিচার ?
না বাড়ে, শোভার, পসার মান ?

একবার চা'বো প্রকৃতি পানে, একবার চা'বো, তা'র নয়নে,
দে'খব কত স্বর্গশত, সে নেত্র সরে, দিব্য ভাসমান ?
হায় স্বভাবের এমন, শুদ্ধ সোণার সংস্করণ,
হবে কোথা আর, কা'র নয়নের ভিতর, ডুবে থেকে থেকে ?
ল'য়ে সুধার ধার, প্রকৃতি উঠিবে কা'র—
চেহারার নতুন নতুন ছাব্‌টি মেখে ?
"সেই" কাছে নাই,—দেখায়ে শুনায়ে সুখরে যাকে।

৪

অমরার অমিয় খবর ভরা নভের উপর সুদূর দূর—
সুকণ্ঠী উড়ন্ত পাখীর, গলার, একটি সুর ?
আসি দিলে পর, দূর পরাণের তারেতে ঘা ?
তড়ীৎ আবেগে তীব্র পুলকে,
সমগ্র আনন্দ শব্দাম্বুধী, আলোড়ি মথি,—
কে বল হায় একটি কথায় কহিবে হাসিয়া, বাঃ ?

৫

আমরি ! পাখীর রে সুরে সুরে, কি রাগ রে হৃদে পূরে
একটি কথার ঝঙ্কারে.
খুলি দিবে বা কে আর, অদ্ভুত রসের ভাব ভাণ্ডার ?
সুখের তেমন সন্তোষা খানা ?
তা'র উপরে [illegible] ঘন, করি চুম্বন বরিষণ,
অধরে অধরে উভয়ে সুধিব, সাধের শত পাওনা দেনা ?
অজানা অজানা কামনা কত কত তাও না—
জানি আরো অবাধে পূরণ হয়ও বা ?
আবেগের তালে অমন পুরণ পরম—
আর কারো হ'তে তেমন রকম— *
একেবারে হায়, হবেই যে না।

৬

মোটের উপর আসল কথা, কহি সার ?
জগতে যত সুখ, শোভা দেখিবার
সে যেন ভাই, হয় আমার আসল আঁখি ?
অথবা আঁখির "কী" বা চাবি ?
আমার একার দেখা, ফাঁকা ফাঁকা, ফিকা অসম্পূর্ ?
সে দেখিলে তবে হয় সৌন্দর্য্য ভর্পূর্।
মনের, প্রাণের, সকল প্রকার, সুখ সুষমার, মাধুর্য্য মঞ্জুর—
তারে তারে, তবে লাগে সুর ?

৭

যেমন তেমন শোভা সুখে সায় দেয়া হায়,
সোজা সরল, দৃষ্টি ৎ
ভাব উপভোগ অবাক্ ভাষ্য, ব্যাখ্যা যেন হাজার হাত
কোন এক নতুন রকম শোভা কি সুরের রেশে ?
কি চিত্রের, চারু চমক বশে, রসোল্লাসে,
তার চাহনীর তারা, যদি ঘুরি, ধরে কোণ ?
তা হ'লে বুঝি যে অফুটন্ত প্রাণের ভিতর,
ফুটিয়ে তোলে, আবেশা রেশের, শত সুখ স্বপোন্ !

৮

সম্মোহণী, সন্দীপণী, কি সরসা আঁখি টিপ্পনী ?
তায় প্রকৃতির কূট্ ? হয়, কী পরিস্ফুট !
নয়নের কি মধুর, নম্রনোট্, কম্র কমেণ্টরী ? আমরি মরি !
সে ইশারে, ঠারে, যা ভাই, ভাষ্য করে ?
ভারী ভারী, কৃটিক্ কবি, ভাবের ভাবুক ?
প্রতিভার উজর আভায়, তার না কেন, মুখর মগজ, যতই মাজুক ?
ভাব খোলসায়, নেত্র কোণায়, সব জনারি, ভাষা হারে।

ভাই সেটুক্ টীকার, কি অঙ্কি টেপোন্ ?
কত বিশ্বনাথে, শ্রীধরে, অবাক্ করে,
'থ' মেরে যায়, মল্লিনাথ, মেকলে, মেলোন্।

৯

তার উপর, হাসিল যদি ? খুলিয়া গেল, ভুঅবধি,
সাত স্বরগের, ভাষার ভাবের, উষার কবাট ?
প্রাঞ্জল পুলক পুরী, মাণিক মহল, হিয়ার হাতা, হিরার হাট্
সুধা সিন্ধু সেঁচা, অরুণ মাজা,—
তৃপ্তি তোলা, তড়ীৎ ঝালা, মুক্তামালা,—
ঝুলিয়ে গেল, অধরার, চাঁদ অধরে, সারি সারি।
তখনকার, আস্য রুচির, হাস্য রাশির, ভাষ্য সুধার ?
অবশ্য, এ ধরার ভাষায়, বল্‌তে নারি।

১০

শোভা দেখার, আসল কথা ? স্বজন বিনা সকল বৃথা।
যদি না প্রিয়সনে, দুটি জনে, চার নয়নে,
না চাহি করিনু বিচার ? নাই, যদি, দিনু দোঁহার—
ইশারায়, সুখ সুষমার—প্রেম উপহার
উভয়ে উভয় হৃদয় [illegible] ?
[illegible] হ'লে, কি ফল ফলে, সে শোভাই দেখার ?
তেমন, একা দেখার, আঁখি বোবা।
একা শুনার, শ্রবণ কালা। তৃপ্তিপুরে দেয়া তালা।
বিনা প্রিয়জন, আনন্দ নিঙ্গাড়ন,
যে কোনো সুখের, হয় কি কখন ?
একা ভোগ, ভরা জ্বালা, যাতনার ভিতর ভিতর, বিষম ডোবা।

১১

হৃদি কল্‌কল্, উছল্ উথল্,

হরিদ্বারে, সুরধুনীর; প্রবাহ মুখে, বুকে,
যেন রে পৃথুল পাথর, ঠুকে ঠুকে,
চেপে পাহাড়, চাপা দেয়া ?
তেমন একার, শোভা দেখার,
উদাম সুখে, দূর হ'তে, সেলাম ভায়া।

কাব্য খণ্ড।

নবম উচ্ছ্বাস।

রাজাগমন।

১

আজি বিমল, অম্বরে, পুরন্ত চাঁদিমা, পূর্ণিমা যামিনী।
শশাঙ্ক তোরন, পূর্ণ উদ্ঘাটিত।
প্রকটিত জোছনা, বিশদা, প্রতিভা শালিনী।
হেম দ্বারে, সুধা পথে, পুলকিত মনোরথে,
শিরে সুষমার তাজ, পীযুষ পেশোওয়াজ,
পরি, ধীরে ঋতুরাজ, উতরিল ধরাধামে রঙ্গে
মদনের নিজ বল, প্রেমের প্রহরী দল,
সুমন্দে, মধুরে, রাজে ঘিরে, অবতরে সঙ্গে।

২

অস্ফুটোজ্জ্বল, জ্যোৎস্না, বিকীরিত দূরে।
দিগন্ত কাননে, বনে, স্তিমিত মধুরে।
দলে দলে, তরুকুল, সচল জীবরূপে,
ভাবী জীবনের যত, উন্নত আশা [illegible],
যেন সাজিল, ঝো[illegible] ঝাঁপে, হাতি ঘোড়া?
রহিল ক[illegible]রে কাতারে খাড়া, বিবিধ ভাব ভঙ্গে।
সম[illegible]ঃ পদাতি পাদপ ভর, ললিত লস্কর, বহুতর,
নিষিত, কিশোর কিসলয়, আয়ুধ সকল ধৃত?
চমকিত চন্দ্রমা, কিরণী তক্‌মা, অলঙ্কৃত
চারু দারু অঙ্গে।

৩

সরস সতর্কে, সবে উঠি দাণ্ডাইল।
শীহরি শীহরি, রাজে অভিবাদিল।

উচ্চবংশ, দ্রুম দলে, নত শিরে প্রণমিল।
বহু তরু হাসিল, বহু হৃদি ফুটিল,
সরসে ভাসিল সবে সুরঙ্গ
স্মর শর বিদ্ধ আঁখি, গগনে পাপিয়া পাখী,
"চোখ গেল, চোখ গেল," রবে দিক ভেদিল,
পরিতাপে—অভিশপিল, নিঠুর অ

৪

আগে আগে, মুহু মুহু, ঘন ঘন, "কুহু কুহু"
বহু পিক, নকীব্ ফুকারে।
পারিপরাগ রাশি, বেলা বাস বিলাসী,
বসন্তের বডিগার্ড, মন্দ মলয় পবন
করি সবে সাবধান, জাগায়ে স্মরণ,
মৃদু মৃদু মধুর হাঁকারে।

৫

বলে—"ঝুর্‌ঝুর্, ফুর্ ফুর্, ভুর্‌ভুর্,
[illegible] সর্, সর্ সর্, হট্ হট্, দূর দূর,
হুসিয়ার [illegible] বহু, পঁহুছে হুজুর?"
কোথাও, মল্ল মলয়, মারে সুধার ধাক্কা, ধরি যারে তা
বিরহী নিবহে, বিশেষ বিষম,—
প্রীতির গুঁতা সজোরে প্রহারে।
মরমে বেদনা পেয়ে, বেচারারা নিরুপায়ে,
সহি শুধু, থাকি থাকি, কাঁপি উঠে, পরাণ মাঝারে।

৬

কলহান্তরিত, কোন পাখী, গুঁতায়, চকিতে উঠিয়া জাগি,
চারি দিকে চাহি দেখে—নিরখি।
দেখে,—একেবারে সকল দিক, সুধায় ধোওয়া।

রহি নিরবে, নিভৃতে, সুদূরে, কানন,
হ'য়ে, কি জানি কেমন, মধুরে মগন,
দাঁড়ায়ে দেখিছে, সোনার স্বপন।
লতারে দিয়ে দোল তরুরে দিয়ে কোল
ধরি ধরি ফুল-মুখখানি চুমি, ছুটিছে হাওয়া।
লতা পাতা খালি চাঁদ চাহি চাহি—
মজিয়া, রসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, ঢলিয়া রওয়া।

৭

পঁহুছে চাঁদের চমকে, বুকেতে ধমক্,
করে চিম্ চিম্, চিতের ফলক?
গমক্ লাগে, কামনা জাগে, পরাণ কাঁপে, না যায় চাওয়া।
যত কুসুম কেশরে, মন্মথ হুল,
মর্ম্মে অতুল, শূল বেদনা, আবেশ ছাওয়া।
মনোভব বিনা, আনুভাবে যেন, বিছানো ভুল্।
হায় হায় রে এখন, ভুবন যেমন, উনমাদন, ভুলোয় পাওয়া

৮

এধারে, সুর সুবাসে, গেছে ক্ষেপিয়া!
রাজা, রাজরথ, জুড়ি [illegible]পথ,
বহি বহি চলিছে দ্বিগুণ,
ভোঁ ভন্ ভন্, শোঁ শন্ শন্,
হাওদা দোলা, রাজ রেশালা
মধু বিলাস বেহারা, বয় গুণ গুণ।
অগোনা অগোনা, ঋতুরাজ সেনা,

---

* ভুলো—ইহার অপর নাম আলেয়া। এক জাতীয় পথিক-ভ্রান্তকারী প্রেত। রাত্রিকালে জঙ্গলযুক্ত দূর প্রান্তরে দীপ জ্বালিয়া ভ্রমণ করে। সে দীপ আলোক অনুসরণ করিলে পথিকের গন্তব্য স্থান ভুল হয়। সারারাত্রি ঘুরিয়া বেড়ায়। শ্রীবাট।

৯

কুসুম কটোরা, রস মাতোওয়ারা, পতং মেলা।
ভর্‌র্‌ ভোঁভং ভং চোঁ বং বং, মধুকর দলে, কৃপান খোলা।
মধুর মিছিল, মক্ষি জমাৎ ছুটিছে, করিয়া গগন মাৎ,
কত কামনার শর, হঠাৎ হঠাৎ,
বিরহী হৃদয়ে, হাঁকিয়া দিতেছে হানা।
হইয়া উঠেছে, ভুবন এখন, মধুর মাদন,
সে এক রকম, সুখ সমরী, কারখানা।
যেখানে সেখানে, বিরহী তরুণ, লাখে লাখ্‌ জন, হতেছে খুন।
খোশ্‌ খেশারতি, বিলাস বারণ, বসন্তের কোন, নাইক ল। (Law),
দেখি, শুনি পাখী, শীহরে শাখায় অবাক থাকি, হইয়া থ।

১০

অপার উদার, এদিকে বিরাট, তারা বুটিদার, মহানীলাম্বরী,
—বিশ্ব প্রকৃতির অমুক্ত পর্‌দা, পারশে আসিয়া, অব্যক্ত দরদা
পরাকাশ ভীতা, সরম কুঞ্চিতা,
দাঁড়ায়ে বধূটি, মদির নয়না, সুষমা সুন্দরী,
চাহিয়া দেখিছে, জোছনা ঘোম্‌টা টানি?
আকুল আবেগে, ভরমুটি প্রকাশ করিয়া, আপনা কায়,
যেন ফুটি ফুটি, সুধামাখা মুখখানি,
না জানি, জগতের কি অফুট বাণী, বলিতে চায়?

১১

সেথা স্বভাবের, কে এক, সম্ভ্রম নি[illegible]
প্রচ্ছন্না চির, অব্যূঢ় অঙ্গনা,
নিখিলে নিগূঢ়, অদেখা; অবলা?
চঞ্চল চরণে, আসিয়া পিছনে, অঞ্চল টানে,
ইঙ্গীতে বলে, "একটু র'—একটু র'—আড়ালে চ', গোপন হ'?"

এদিকে বধূর তনুব, সুরভি বাতাস,
ছুটিয়া আসিয়া, ভুবন ভরিয়া, উঠিয়া ফুলেতে বাস্,
মেদিনী করিছে মধুরে মধুরে মঞ, মঞ, ম ? *
দেখি, শুনি পাখা, সেভাব নিরখি,
আকুলিয়া উঠি, নিজের নভের
কে জানে কোন বধূকে ডাকি ?
ফুকারিয়া কহে "বউ কথা ক. বউ কথা ক।"

১২

আপনার জন, যার আছে কাছে ?
করে, তাদের আদর. বাজায় নিজে ?
অনুচর যত, সুখ শত নিযত যোগায
অনুগত হ'য়ে তাহার পিছে ?
তা'দেরি আমোদ্, আনন্দ, তা'দেরি রসের অশেষ ধুম্।
স্বজন বিচ্ছিন্ন, জনাবি জীবনে, চাপান, যতনা যাতনা, জুলুম।

১৩

এদিকে তরু তরু, তরু শির, কাঁপিল তর্ তর্।
কষি লতিকা জড়াইল, সোহাগে গাঢ় তর্।
হাসিল, মুচকি, ফুল ফুটি, সুবাস ভর্ ভর্।

---

* মম করা, অর্থ ভুর্ ভুর করা। বঙ্গের অনেক স্থানে ব্যবহার আছে। Root বা ধাতুর ... নহে। যেমন চাঁদে 'চী,' জলে 'পি' টল টল "আগুনে 'গন্‌গন্' দাউদাউ' ধক্ ইত্যাদি অক্ষর পাওয়া যায় অনুভব হয়, তেমনি অনেক বিষয়ে রঙ্গে ও ফুলের গন্ধেও বিশেষ বিশেষ অক্ষর অনুভব হয়। উৎসব কাব্যের কবিও বোধ হয় সেই অনুভবে গাইয়াছেন ম ম ? শাস্ত্রে রমণীতে মকার নির্দেশ আছে। অনেক ফুলের স্নিগ্ধ মধুর সুরটি মকারের মত। অধিক ভাগ 'ম' পাওয়া যায়, টগর বেলা মল্লিকা ও রজনীগন্ধার গন্ধে। গোলাব পদ্ম বা অন্যান্য ফুলের গন্ধে ম' ভাগ কম, অন্য অক্ষর প্রযুক্ত থাকে অধিক। বিশেষ অভিনিবেশ সাপেক্ষ। শ্রীবাট।

১৪

কোথাও, ঘুমন্ত, শকুন্ত শিমন্তিনী,—

আবেশে, পক্ষ প্রসারিল, প্রিয়বর বিহঙ্গ অঙ্গে ?—

আচম্বিতে, চক্ষুতে, চঞ্চু চুম্বিল,

ঘুম ঘোরে কূজনিল, প্রগাঢ় প্রেমের প্রসঙ্গে।

১৫

কারো, হৃদিপরে, প্রিয়পতি, রসিকা কামিনী, মধুমতি ?

হার উনমোচিল, গাঢ়তম হৃদয় মিলন, অভিলাসে ;

শুনিতে হৃদয়ে পতির হৃদয় রব ?

অফুট অস্ফুট, প্রেমের আলাপ, সরস, পরশ স্বর ভাষে।

১৬

এখানে তখন, ভুরি সুরভি, ফুল আভাময়, সুবরণ,

রুচির রাগ সুরঞ্জন, জোছনা জমান ঘন,

মনোভয় বিভাবন কায় ;—

কোমল কুসুম কিসলয় সুকুমার, ফুল্ল সুকান্ত তনুশ্রী সুধাধার,

[illegible] সিধু সুবিলাসী, রাজা ; বসন্ত সুন্দর রায়।

হিরণ রেণু কণা, [illegible]গুণে, ঠাস্-বোনা,

ফুর্‌ফুরী ফুলদার, পারিম[illegible]য়ার,

উনমাদনী, উড়ে উড়ানী, গায়

১৭

পাশে, হেমসুশ্যামলা, সুবরণী,

যৌবন শোভাময়ী, সুন্দরী, ধরা রাণী ?

মধু মোহ মদ ঘোরা, আবেশ-রস বিভোরা,

শিহরি শিহরি সুখে, পুলকে, বসন্ত বুকে,—

হৃদি রাখি, থাকি থাকি, মধুরে মোহ যায় ?

বিকশি উরস কলি, আধ আধ, ভুলময়, আন্‌মনে,

বক্ষের সুবাস্ খুলি, সরি সরি, এলাইয়ে, ক্ষণে ক্ষণে,
বিবশে, খসিয়া পড়িছে, মৃদু, মলয় সমীরণে ?
বিলাস রস রভসিত, অলস বিচরণে—বিচিত্র সুষমায়।
কভু আবেগে, অবহেলে, বিহ্বলে, ভূতলে, ভুলে,—
কাঞ্চনাচল খচিত, লতা কুঞ্জ, পুঞ্জ সুরঞ্জিত—
মঞ্জুল, মালঞ্চ রচিত' চারু, অঞ্চল লুটায়।

১৮

ধরা, পেয়ে প্রিয় পতি, প্রমত্তা, ব্যাকুলা অতি,
নাহি জানে, কি করিবে প্রেমের হুতাশে ?
নানারস, নানারঙ্গ, নানারূপ, নানাসঙ্গ,
একেবারে উথলিল একই উছাসে।
গেল আদরে, ভাবের হৃদয় খুলি ?
যেন আজি পৃথিবী পাগোল।
ফুলে ফুলে, মধু ল'য়ে, দেয় ঢালি,
পাতে পাতে, চাঁদ ধরি, দেয় ডালি,
সরস বসন্ত হৃদে, ঢলি ঢলি—
ভ্রমণে মিলি যায় কপোলে কপোল।

১৯

হেথা, পাদপের নৃত্য গীত, কুসুমের সঙ্গীত শুনায় ?
হোথা, [illegible]সি লয়ে যায়, সোহাগে বসায়,—
ধরি, মানব হৃদয়, নাগর দোলায় ?
কভু, মরম আনন্দ কাননের ফুল, তুলি গাঁথি মালা, অপূর্ব্ব অতুল
দিয়া দোঁহার গলায় দু'জনে দুলায় ?
কভু জীব সারকাচ্, বিহঙ্গ থিয়েটর্
ভ্রমি, বার বার, বিলাস বাজার,
প্রমোদের হাট, মোহন মেলায় ?
বসন্তের মুখ চুমি চুমি, দেখায়ে বেড়ায়।

২০

মনে মনে ধন্য মানি, অতি দুখিনী

নব নব রঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে ভাসে।

কত রসাভাস, কতই উল্লাস, ধরে মহী

আনন্দ উচ্ছ্বাস মত্ত হৃদয়ে সহি',

সুখে জুড়াইয়া, যাপিল, মধু যামিনী,

যৌবন, জোছনা বিলাসে।

কাব্য খণ্ড।

দশম উচ্ছ্বাস।

মন্মথ-মিত্র ও একটি ভুল।

১

আজি ত, আসিল রাজা, জোড়াদেরি, যত মজা!
একেলায় কে সুধায়? শুনে বা কে?—বলি কায়?
সবাই এখন, আপন আপন, সুখে নিমগন।
দুখ শ্রবণের, রাস্তা মন্দ। সকল কানের দরজা বন্ধ।
আনন্দে সকল ছিদ্র বোঁজা।
স্ফূর্ত্তিবাজীর, সুঘন তর, স্ফূলিঙ্গে, অঙ্গ জর জর
অন্তর ভিতর, জ্বলনে ভাজা।
আমি দিব কি অপরে? ও হরি! আমারি ললাটে, সমূহ সাজা।

২

ভ্রমিয়া দেখিনু আজ, ঋতুরাজ পুরীর ভিতর,
কিসলয় আলয় সকল, মাধুরী মন্দির অমল,
উড়ন্ত সুগন্ধের, সৌধ সুখের ভাসি' সুন্দর।
আমা হেন হায়, বিরহী রাজার তায়,
ফুল্ল ফাটক নিকটে, গহন গুল্‌জার, রঙ্গের গেটে,
আমোদের রাজ দেউড়ী ঘিরে,
কি শোভার আসল সিংদরজায়,
কত কত পড়ি, গড়াগড়ি যায়।

৩

দেখিনু, নিজ রাজার চেয়ে, রাজ জঙ্গী লাটের বেজায় জেদ?
অর্দ্ধাঙ্গী সঙ্গী বিনা, একদম্ মানা
সে সুখ আবাসে, প্রায় সবারি প্রবেশ নিষেধ।

পরম প্রেমিক খালি, একেলা প্রবেশ পাস্ পায় ?
না হ'লে, দেউড়ী ধারে, দেদার গড়াগড়ি যায়।

৪

সরস বসন্ত উৎসব মাঝে, স্বভাবের সঙ্গীত সমাজে,
কাছে কাছে আছে যার, মনমত জন,
আছে হেম সোণার যৌবন,
সে আবার কেমন, এদিনে দীন দরিদ্র ?
থাকিতে, সহায়, সতত হায়,
মধু মিলন মন্ত্রী, মন্মথ মিত্র ?

৫

অধিক কি আর ? স্বজন ধনে ধনী যা'রা
আজিকার দিনে সবাই তা'রা একেক আলাদা স্বাধীন রাজা ?
বিছান বিপুল রসের রাজ্য অবাধ যত সুখ বাণিজ্য,
সুখ সিংহাসন অতি বিচিত্র, চারিদিকে, বেড়া পাত্র মিত্র ?
আকাঙ্খার কোষ পূর্ণ, তূর্ণ নিরাশা চূর্ণ,
প্রেমের পাত্রে, পূরিত, তৃপ্তি তাজা ?
এখন, এমন উড়ন্ত, আসরে মজার ?
অবসর কা'র, আমার দুঃখ শুনিবার ?
এখন আর কার কাণে সয়, ঘ্যানঘ্যানাণী,
কাতর কাহিনী, বিষাদের সুর, বজ্র বাজ ?

৬

হুতাশে হুতাশে, ভ্রমি চারিধার, হ'লো যা' হ'বার, খুব প্রতিকার ?
ভাবিনু এখন, সভাটি কেমন, বসন্ত রাজার,
দেখিয়া লইব, বিষম, এ দুর্দ্দশার চোটে ?
দেখিয়া লইব, বিচার কেমন, সুপ্রেমের বিশাল, সুপ্রিম কোর্টে ?
দেখিব, সেথায় আবার, কিরূপ উড়িছে বিধির ধ্বজা ?

দাঁড়ায়ে দেখিনু, সুন্দর দরবার। সে অতি অপূর্ব্ব বিচিত্র বিচার

আইন অপূর্ব্ব, ধারা গুলি তা'র, বড়ই সোজা।

৭

ঋতুর রাজের, জজের, ধরা বাঁধা রীৎ ?

সব মাম্‌লায়, সুখীর পক্ষে, সদাই জীৎ।

বিষাদের ভার, বেশী শিরে যার,

তা'রি ঘাড়ে, চাপানো রীতি, বড় দুখের বোঝা ?

খুঁজিয়া পাতিয়া সুখ পোরা পকেটে,

আরো আটিয়া শাঁটিয়া নিতান্ত নিরেটে,

গাদিয়া সুখটি গোঁজা ? বিচার অতীব সোজা।

যৌবন বাসী, এক যুবক নবীন,

প্রিয়ার বিহনে অতি, খিন্ন, অনোন্য গতি,

বিরহের কদাচারে, বিদীর্ণ হৃদয়; যামিনী দিন ?

যাতনার হাতে, মুক্তির আশায়, আসিতে দেখিনু, বসন্ত সভায়—

তা'র, বিচার বুঝিনু, বেশী নিরুপায়।

লতা, বন, চাঁদা, [illegible]দল, ঘেরা।

মধুমক্ষী [illegible]ক্তার, পাপিয়া পেস্কার,

উকিল কোকিলকুল কৃত, মূহুমুহু, 'কুহু' আরগু করা ? (argue)

নবপত্র পাগ্‌ বাঁধা, পাদপ-পেয়াদা,

দিগরে চারিধার পাহারা খাড়া ?

ভরপূর, জমজমা, ভারী এজলাস্।

সরকারী আরজী, বসন্তের কাজীজী, শুনিয়া শুনিয়া আমুল ?

মলয় সমীরে, হাঁকিয়া অবশেষ,

করিল হাকিম, বিশেষ আদেশ ?

মধুর ঋতুর, বাঁকী যে ক'মাস্,
বেচারী যুবার, শাস্তি শূল ?
পরেই তাহার কাছারী বরখাস্ত।

১০

সাজা শুনি সবে দেখি, 'দুখে দুখী' হওয়া দূরে ?
সে নিদারুণ, আদেশ কঠোরে ?
মুচ্‌কি চাঁদে হাঁসি, কোকিলে কুভাষে.
ভ্রমরে গুণ ক'যে, উল্লাসে, ফুটে ফুটে উঠে, ফুলকুল ?
পাঁচ তর তিরে মারে, মারে ঘিরে,
সুবিচারে, প্রাণ লয়ে, যুবক আকুল ?
আমি তো বেবাক, দেখিয়া অবাক্।
বুঝিনু, নির্ধনের সুবিচার ; আশা ভারী ভুল !

কাব্যখণ্ড

একাদশ উচ্ছ্বাস।

দাম্পত্য কলহ।

১

আনন্দে, উৎসব মাঝে, দেখিনু, একদিন ?
অন্দরে, মহী ঘরে ?
ধরাসনে বসুমতী, বিষাদ অন্তরে অতি,
আঁধিয়ার কলেবরে ?
তারা ঝালা অম্বরে তমঃ ঢালা, মেদিনীর উজ্জ্বল
সেচাঁদ বদন, মলিন ?

২

ঘন ঘোরা, আশ্ মান, হৃদি ভরা, অভিমান,
ডব্ ডবা, নয়ন জলে ?
ধরণীর বহিয়া ধমনী,—
ছুটিয়া ছুটিয়া, ইরিষার খর, বিজুলী জ্বলে ?
গুরু গরগর, ঘনরাগে, বাজের বেদনা জাগে,
তবু টিপিটিপি, ধীরি ধীরি, বসন্তোপরি, হয় মৃদু বরিষণ ?
শ্লেষময় ধরণীর, ঘনরস ধারা প্রকরণ !

৩

বসুধার, সদা, নয়ন সজল ? যেন আজি ঘিরেছে বাদল ?
শ্লেষ ভাষে, মন্দে মন্দে, বসন্তে কহে ক্ষীতি ?
"যে না জানে, ঋতুরাজ রীতি, নীতি,
যে না জানে, ধরা প্রতি, মতি, গতি,
তাহার হে, ধরাধর, তব অসম্ভব সব,
সুখ, আশা, ছলনে ভুলাও ?

শুনি শুনি, চির তরে, মহী যে, হয়েছে মাটি,
মিছা তারে, আর না শুনাও ?
বরষে, একটি বার, আসা যার হয় ভার ?
সে রহিবে, বারোমাস ? হ'বে কা'র এ বিশ্বাস ?
সোহাগের সুধা সুরে, সখা শুধু, বসুধার শ্রবণ জুড়াও ?

৪

কে না জানে, মধুর চতুর পুরুষ জাতি ?
মুখে সুধামৃত, অতি বচন ভারতী ?
বামা হৃদে সদা ব্যবসা ডাকাতি ?
কথায় বাঁধিয়া, আকাশের স্বর্গ আনিয়া, করেতে দাও ?
সম্ভবে ? নিশির হৃদের, বাসনা কভু কি,
পূরাইবে আসি, শশী সে কলঙ্কী,—
অমা দিনে ? ঢালি পূর্ণ প্রেম, জোছনা ঢালাও ?
কেন খুলি সখা; অলীক অলকাব ধনাগার, দরিদ্রে দেখাও ?
ছি ! ছি ! পতিণী তোষণ পক্ষে ;
কলঙ্কীরো সমকক্ষ, তুমি নাথ, নও !

৫

বলহে, বসুধা জীবনময় ?
কে হেন, কোথায়, আপন কান্তার প্রতি, এত নিরদয় ?
প্রেমে, সারা দিনমান, পদ্মিণীরে কর দান
নিত্য করে দিনকর ? যদি না আবরি, বারিদ বিবাদী হয় ?
তবু প্রতি নিশি, কম বেশী,
দেখা দিয়ে, তোষে শশী, কুমুদী হৃদয় ?

৬

থাকো সদা, যে আবাসে, ত্রিদশে, দেবতা পাশে ?
দেখা'তে কি পারো সখা, বরষে বারেক দেখা,

দারা সনে, কোন দেবতার ?
শক্তিহীন, হ'য়ে বলো, ত্রিভুবনে,
তোমা সম কেবা থাকে আর ?
হীনবাণী, লক্ষ্মী ছাড়া, জনার্দ্দন ?
দেখেছ কি তারা হারা ত্রিনয়ন ?
রতি ভুলি, কভু ফুল শরাসন ?
শচী ছাড়া শচী প্রাণাধার ?
একা, ধরারি হৃদয় রাজা, ছাড়া বল দে'য়া সাজা,
এ জগতে, সাজে আর কাহার কান্তার ?

ত্যজি সে সকল বৃথা কথা, অযথা, গঞ্জন, ললাট লিখন ?
কে না ভোগে, সবে, সকল ? করমের ফল, আপন আপন ;
বৃথা আক্ষেপ, তরে তা'র। জগতে জীবনে যবে যাহার,
কোনো মতে, কভু, কারো অযুত যতনে নহে খণ্ডন।

৮

জিজ্ঞাসি প্রিয়, জগতে যদিও,
বহু ভাষিণী বলিয়া স্থির,
ক্ষমাশীলা, সর্ব্বসহা, অবলা চির, ধরণীর,
আছে অখ্যাতি, যথা, তথা—?
তথাপি, তোমা ছাড়া, ত্রিভুবন মাঝে,
শুনেছ কি কভু, ফুটিতে কাহারো কাছে ?
মেদিনী মুখের ভাষা ? নিয়ত নিরবে সহি, অসহ্য মরম ব্যথা ?
সুধাবো কি ? শুনিবে কি ? বসুধার, দু'টি, কথা ?
দহিলে, কহিতে হয়, নিরবে কে কোথা রয় ?
যাতনা সুখেতে সয় ? ধরা ছাড়া, জগতে দেখেছ কোথা ?

জিজ্ঞাসি হে, পৃথিবীর প্রভু, প্রাণনাথ ?
ক্ষীতিগত প্রাণ তুমি, আছ যদি, মহীরি হইয়া ?
থাকিলে দেবের বাসে, বিনা প্রতি দশ মাসে,
যদি, দাসীরে, না মনে আসে ?
বুঝিব ? সে কি শুধু সবি সখা, মেদিনীর, মোহ বশে
এত মোহ অমরায়, কিরূপ প্রবাহে, হায়,
যায় প্রভু, তোমাতে জুটিয়া ?
স্মৃতি সতী, দূরে রয় করি প্রণিপাত,
খালি, জুটি, মম মোহ, নাহি ছাড়ে সাথ ?
হে পৃথিবীর, প্রভু, প্রাণনাথ ?

আ মরি মরি ! হে আমাময় !
একনিষ্ঠ, সরলমতি, অবোধ অবনী পতি ;
নাহি জানে, দেববালা দল মাঝে,
লইবারে বসুধার বদলি, বাছিয়া ?
অবলা ভুলানো ভাষা, নিভৃতে, শিখেছ খাসা,
সোহাগের খুবি সখা, সাপুটি সাজিয়া !
আজি কালি, কুটিল, কপট, জনারি খালি জয় ;
আ মরি মরি, আমার প্রভু, আমাময় ?

১১

বড় দুখেতে, সুধাই সখা ?
সবারি সকল আছে, সাধের পূরণ হে, অমর নগরে !
সবাই, সুখের স্বাদে, বিভোর, প্রমোদ-মদে !
ধরাপতি হ'য়ে সখা, পড়ি রহ ফাঁকা, বড়ই প্রমাদে ?
তোমারি একারিই নাই, বাসনা তর্পণ—স্বরগ সহরে ?

হায় তব, কি কঠোরে থাকা!
বড় তাই, দুখেতে, সুধাই সখা?

১২

দায়ে পড়া, ত্রিদিবের, বড় দুখী বঁধু!
কোমলা কুসুম কামিনী সমূহ বুঝি সেথাকার হে?
মৃদু হাসি, হৃদয় সৌন্দর্য্য ভার,
ঋতুরাজে খুলিয়া কি নাহিক দেখায়?
গোপনে পবন পাশে, নাহি কি পরকাশে,
বসন্তের ভালবাসা, সুরভি ইসারায়?
বাঁধি রাখি, সদা হৃদে, পীরিতির মধু?
দুখী ত্রিদিবের, হায়, উপবাসী বঁধু?

১৩

তুমি বড় একা, অসহায়, হায়, অমরা প্রবাসী?
অজেয়, অভ্রান্ত, কামনা সন্ধানী-কাম—
হে সহচর সতত তোমার?
প্রতিবার অমরার দেশে গিয়া, মার,—
পড়ে, কি হে বেদম, বেমার?—
ফিরারে "ফিরারে," বরাবর, শয্যাগত স্মর?
ধনুঃশর ধরিবার বল, কিহে একেবারে তা'র,
নাহি থাকে কায়?
কিম্বা. ফুলধনু, অলি গুণ,
ভুলি রাখি মেদিনী সদনে, মরচিত্ত ছায়?
অমর মিথুনে, মারিতে সেথা,
সদা, শরাসন তূণ, খুঁজি, বুঝি, নাহি পায়?
হায়! বহু, মধুর, বাহুর বাঁধন দায়, পেয়ে যাও পার?
জীবন প্রিয়, তাই যে জিজ্ঞাসি?
তুমি, নাকি বড় একা, অসহায়, থাক সখা, অমরার বাসী?

১৪

বটে অতি হৃদি হীন দেশে তব, প'ড়ে থাকা সখা ?
স্মর সতী, সনে কভু, পরিচয়
নাহি কি, সেথাকার, যুবতির দলে হে ?
কীর্তির খাতিরে, অনঙ্গ অঙ্গনা সদা
হৃদে হৃদে, গিয়া সেথা, মনে কিগা বৈরাগ্য জাগায় ?
বসন্ত বিলাসের, অনুমানি ব্যবসায়,
অতি অপ্রচলিত, চির অমরী পাড়ায় ?
সে বদ্‌রসা, রসখেলা, একেলা এ সরলা,
কীর্তি পাশে, বুঝি খালি চলে হে ?
সদর্পে সদা একা, মেদিনীর দেশে শুধু কন্দর্পে দেয় দেখা ?
তাহ'লে অতি, হৃদিহীন, দেশে তব, পড়ে থাকা সখা ?

১৫

যাতনায় বঁধু, হৃদয় বিদরে, হে !
নবীন যৌবনা, যত অমর কুমারী সুরেন্দ্র-নগরে,
বসন্তে হেরিয়া বিমুখে ফিরিয়া
দূর দূর দিয়া বঁধু, বুঝি হে চলিয়া যায় ?
একেবারে হাসিহীণ কৌমুদী-দশন-কান্তি
সুধার অধরে চাপিয়া হায় ?
বসন্তের ফুলমালা ভুলিয়াও দেববালা'
গলে কভু নাহি বুঝি পরে হে—
সুপীন পুরন্ত, উন্নত বক্ষ খালি রহে উদাসের ভরে হে !
যাতনায় বড় বঁধু, হৃদয় বিদরে হে !

১৬

তা বেশ্ !
যবে পৃথিবীরই এই দশা !

দেব লোকে পাকে খাসা,
এ সব সন্দেশ ?
মাটিতে মোদের মতি চুর্ চাখা
কি বেশী বিষম বিশেষ ?

কাব্য খণ্ড।

দ্বাদশ উচ্ছ্বাস।

আকাশ পরিষ্কার।

বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়

১

বরিষণ হ'লে বন্ধ, মন্দ মন্দ, মকরন্দ,—
মাখি, হাঁকি, সুদক্ষিণা বায়, বহি উত্তরে?
বসন্ত কয়, বসুধায়, মৃদু উত্তরে!—
"সন্দেহ আসারে, কুআশা ধারে,
তব কুসুম কোমল, সদা অন্তরে, ধুয়ে ধুয়ে?
ফুল্ল রসাল মানস-মধু, কতনা শুধু শুধু,
জীবনে বিফল কর প্রিয়ে?"

২

বিশ্ব মাঝে, বামা জাতি, সতত সন্দিগ্ধ অতি,
আপনা পতির প্রতি?
আমি কি বসন্ত ছার, দেবেন্দ্র দেব দেবতার
আছে শক্তি ঘরে স্বার? সেই জানে এ ব্যাপার।
বামা পাশে, কম বেশী, সবে নিরুত্তর!
দুনিয়ার, দুক'থার, সবারি সেই একই উত্তর।
বসন্তের বদ্‌নাম্, সেনাপতি করি, কাম?
তাই যেন হেরো হেতু সতত মীনকেতু দেখি সহচর
পার্ব্বতী প্রেম পাশে, হন তবে দোষী কিসে?
স্মর রিপু হর? যোগী মহেশ্বর?

৩

ব্রহ্মাণী, রমা, বাণী, ইন্দ্রানী, হররাণী,
যত জগতের, দেবের কামিনী—মানি?

ত্রিভুবনে, জনে, জনে, জানো গে জিজ্ঞাসি,
এ বিশ্বে কা'র তিনি—তাঁর পাশে, বিশেষ বিশ্বাসী ?
প্রিয়ে, নারী পাশে, এ নিন্দার,
তবে আর, কোন দেশে, আছে পার ?
নয়, বল, সেই দেশ, ঘুরে আসি ?

৪

তোমারি বদলী, প্রিয়ে, এবিশ্বে, তুমিই একেলা ?
দু'চারি দুনিয়া, যদি খুঁজিয়া,
আনন্দে মিলা'তে পারি, অমরার সুদীর্ঘ প্রবাসের বেলা ?
বসুধার সনে, হায় ! বহুধা বসন্ত হ'য়ে,
তা'হলে প্রিয়ে, খেলি সুখে, কি ক্ষীতির খেলা ?
কোনো ধরায় রাখি আলিস্, কোন ক্ষিতির, করি বালিশ্ ?
সরসে, আশে পাশে হয় বসন্তের,—কি মহীর মেলা ?

৫

কিন্তু, পরাণে, প্রিয়ে, বড় আক্ষেপ্ !
শুদ্ধ বসন্তে, দিতে বেদন, এবং সহিতে সকল লাঞ্ছন, গঞ্জন,
বিধির সৃজন, একেবারে বিলক্ষণ, করি সংক্ষেপ ?
মোটেই, মাত্র, মেদিনী, এক। দুইটি দুনিয়া, নিখিলে নাই।
একা মহী, এক মধু, কল্পনায় শুধু শুধু,
দেখি, ক্ষিতীশ প্রিয়ার, খালি খেয়ালে লড়াই ?

৬

যেথা যত থাক্, প্রদীপ্ত উজ্জ্বলা,
সীধু সুধা ঢালা, রমণীর মালা অমর কামনা ?
এই—তারকাম্বরা—ঘন পয়োধরা,
বারিধী-মেখলা, তুঙ্গ-ভুধরা, ফুল্ল যৌবনা ?
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, সূর্য্য হাসিনী, জ্যোৎস্নাভূষণা, শশী শালিনী,

বিনা মৃণ্ময়ী আমার এই মানিনী বনমালিনী ?
কে পূরায় বিশ্বে, বসন্ত বাসনা ?

৭

ইরিষায়, বিশ্বাসের, আসা পথ ? অগম্য অবিশ্যি !
কিন্তু—পশুপক্ষী, কীট অবধি, ক্ষীণ দৃষ্টি, মহীর মনিষ্যি,
তারাও সবাই জানে ? ধরণীর ছাড়ি পাশ,
একেবারে কয়মাস বসন্তের পরবাস, নিতান্ত নিরস্মী ?
সকলি বুঝি, সুজি, শুনি জানি ?
তথাপি, কি সাধে, বিষাদে দহ, আমার হৃদয়-রাণী ?

৮

শুনি বসন্তের, এমনি এমনি, —
যুক্তি জড়িত, উঁক্তি আর আদরের বাণী, উঁত্তর ?
মধু মুগধা, কহে, বসুধা ঃ—
"হে বসুধার হৃদি সুন্দর ?
ধন্য তোমার, ধরণীর ধ্যান, শ্রবণ-সুখদ-ধারণা ?
ধন্য ক্ষিতির সুখ্যাতি ?
সুধন্য ললনা, ছল্লনা, তব পুষ্পিত কল্পনা,
রমণী মানসোন্মাদী ?
সুন্দর বচনে, সুন্দর রচনা, সুন্দর মুখেব, সুন্দর সান্ত্বনা !
সকলি সুন্দর তব ? অতীব সুন্দর, হৃদয়ে ডাকাতি !
আছে জানিতে কি বাঁকি, তব সুকপট মধুব স্ফূরণে,
মুকুলিয়া ফুটে, সতত উঠে, এ পাষাণ পরাণ গিরি কন্দর ?
হে বসুধার, হৃদি সুন্দর ?
মোর মাটির অন্তরে, আর কত বল ধরে ?
চির তরে যাহা, ফুল্ল মধুময় তব আদরোর্বির ?
হে বসুধার হৃদি সুন্দর ?

হেন রূপে, বাদ—প্রতিবাদে, শেলেষে—সাদরে,

ইরিয়া বরষা, সোহাগের ভরে ?

দু'চারিটি কথা, বিবিধ ছলে, বলিতে কহিতে তাহার ফলে ?

মেদিনীর, হৃদি মেঘ, দূরে গেল। সন্দিগ্ধ নয়নে বাদল ছাড়িল।

গগন ফুটন্ত, জোছনা হাঁসি, ধরার অধরে আসি দেখা দিল।

হইল পরিষ্কার আশ্‌মান, মিলাইল ঘন অভিমান ?

বিপুল পুলকে, চাঁদ মুখে, বসন্ত চুম্বিল।

বসন্তের মহোৎসব—মলা ধৌত হয়ে সব,

আবার নবীন রাগে, চলিতে লাগিল !

কাব্য খণ্ড।

ত্রয়োদশ উচ্ছ্বাস।

উৎসব আরম্ভ।

নাচ্ তামাসা।

১

এধারে, বসিয়ে সুউচ্চে, তরুশিরোমঞ্চে,
লোহিত টোপর, সবুজ সুসাজে ?
টিকারী বাজাওয়ালা, উকুড়ু বিহগ বর,
টুকুরু টকুরু নৌবত আওয়াজে !
টি হাহঁা "টিঁহাহঁা" চিল্লে সানায়ে স্বর ভাঁজে।

২

সব কুকো পাখী, কুমকুম, শঙ্খ ফুকারে।
ঘন, ধূপ-পাখী, ঠং ঠং ঘড়িতে ঘা মারে।
হোথা, গুড়্ গুড়ে, গোধা, করে উলু ধ্বনি,
তরুবর, তলে তলে, বহুতর, মন্ত্র শুনি।
সেথা, বহুবিধ দ্বিজ দলে,
সুমধুর মঙ্গল অশীষ্ উচারে।

৩

ভরি ভরি স্থানে স্থানে শত শত কুঞ্জবনে,
শাখা, গুল্ম, পত্র দলে, কতরূপ পক্ষী দলে,
বহু ধরণের গান, বহু বিধ তাল, মান,
তর তর একতান যন্ত্র মিলায় ?
সাধে, পাপিয়ায়, পরদায়, সা-রে-গ ম্।
স্বভাব সঙ্গীতে বসন্ত গরীমাগান, অতি অনুপম্।

দলে দলে, দহীয়াল, শ্যামা সুরসাল, বংশী বাজায়।
বীণায়, বসন্ত রাগ, গুণ গুণ, গায় ভ্রমরায়।
হুমকি নাচা, হাঁড়ি চাচা,
ধরি, বোল 'টাঁকাটাঁক্ টাঁক টাক' বলে তব্‌লায় ?
শাখে শাখে, নাচি নাচি, কাষ্ঠ বিড়ালে ?
খনা * পুণ্য হেন, বসি বসি, "কিটি কিটি" বাজায় করতালে।

৫

উড়ন্ত সুর, উপরে, নভো ঘরে, করে গোঁ গোঁ !
'সাঁ সাঁ, তুলিয়ে তান আসমানে চলি যান,
কলাপী, কলনাদী, কালোওয়াত খান দান ?
লাগা'য়ে কত কর্‌তবে, ধুম্।
নীচে তর তর, কবুতর, বৃক্ষ গিরি শিরোপর,
গহ্বর, গুহা ভিতর ?
নেশাতে, চক্ষু লাল, ফুলিয়ে গলা,
মারে, ঘন পুলকে, ঢোলকে চাটি ?
দূর হতে, শোনো খাঁটি;—
"ভাকুম্ কুম্, তাক্ ত্রেকেড়ে গুম্, ত্রেকেড়ে গুম্ !"

৬

ছায় ছায়, ছাতরায়।
"খপাখপ্, খপাখপ্ কিয়ে কারা কিঁয়ে কাচা,

* খনা পুণ্য—পুর্ণ কি পুণ্য মুখোপাধ্যায় ঠিক জানি না, কলিকাতায় একজন প্রসিদ্ধ করতালী বাদক ছিলেন, তিনি করতালীতে, চৌতাল ধামাল এবং তার বোল পর্য্যন্ত বাজাইতেন। তিনি খনা ছিলেন। সুন্দর বাজাইতেন। করতালী মানে হাতের তালি নহে, বা বৈষ্ণবদিগের কত্তালও নহে। ইহা মাকুর মত, দুই জোড়া লৌহ। বাজানো খুব শক্ত।

খোট্টা হেন খঞ্জনী বাজায়,
হেথা হোথা দল করি মিলিয়া মি
যেন বা ফাগুয়া গীত গায়।

৭

সন্ধ্যার আসরে বসি, বড় বড় দিল্লীওয়ালা—
ঝিল্লি মিঞা, কালোওয়াৎ, ঝাড়ে,—
ছাঁকা খেয়াল, খাদে ? নুলা * গোপাল ছাঁদে ? বাজখাই নাদে
বসি, একটি ছোট্ট, ঝোপের আড়ে।
সুষমার রং সুতারে, সুর মিলায়ে—
খুব জমিয়ে, দিয়ে—ছাড়ে।
খরা করি, কানটি খাড়া, শুনতে খেয়াল,
থামে খানিক; আবার ছোটে, ঝোড়ে ঝোড়ে!

৮

গাছে গাছে, বসি গেছে কন্সার্টের পার্টি কোটি, পরিপাটি।
ভারী ভারী পাখাওয়াজী যন্ত্রী শত সব চিন্,
ফুলাসরে চুর্‌চুর্, পিয়ে সবে, ছক্কাসুর,
উড়াইছে রাত্‌দিন!
আসরে আসরে, সুরশোর, গশ্‌গশা ঘন ঘোর,
বনে বনে, বাজিছে, আল গোজা, বেণু বাঁশী—বিগল্ বীণ
গ্রামে গ্রামে, গ্রামোফোন্ আর্‌গীন্।
চলে ডুন্ ডুন্ গৎ গুণ গুণ,

* নুলা গোপাল। কলিকাতার মধ্যে প্রধান খেয়াল গাহক ছিলেন। মহারাজ জ্যোতিন্দ্র মোহন ঠাকুরের নিকট হইতে মাসহারা পাইতেন। ঝিঁঝি পোকার ন্যায় শব্দ করিয়া গান করিতেন। ঐরূপ স্বরের আবিষ্কর্তা—বাজখাঁ নামক মুসলমান। ঐরূপ অস্বাভাবিক গলায় যাহারা গান করেন, তাদের গলার নাম, বাজখাঁই।

চোঁ চং চং, পোঁ পং পং, টোঁ টক্ টক্, টাকুর টিন্।
ক্যাঁচ কোঁ কোঁ; খিচির, খিচির, কিচির কিচির,
স্বরে স্বরে, ছাড়িছে ছড়ে ছড়ে, ভায়োলীন্।

সুনীল, নীর তক্তকা, তড়াগ তটে,
ঢেউটি উঠি ফটিক্ ফাটে, নিকুঞ্জ কানন নিকটে।
দুর্ব্বাদল, ঘন মকমল্, সবুজ রঙ্গা, গা'ল্চে ডবল্—
ঢালাও মোড়া, উঁচু ডাঙ্গা, একা পড়া?
ফর্দা রকম মাটির ঢিবি।

ত'ার উপর করি আসর,
পূরা পুরুষ পাগল করা, সূর্মা, কাজল নেত্রে পরা,
জোড়া জোড়া খঞ্জন খানম্ বিহং বিবি, খুবির খতম করি খুব!
দুলিয়ে মাজা খেম্টা নাচে।
ছটাক্ খানি, এক টুনটুনী পাখীর ওঁছা,
নাচি নাচি, "টিটিক টিটিক" টোক্‌রা ঢঙ্গে বাজায় বাজা।
জানিনা ছিল কিনা কোমরে দোব্‌জা বাঁধা তব্‌লা গোঁজা?
দেখি চুট্‌কি-চিকন, হায় কি কেতা, বোল্ বাহারে!
কত আতাহোসেন * হারে, বাবুখাঁ ঝক্' মারে,
যা ঝাড়ে, আশ্ সেওড়া ঝাড়ে, আর আতা গাছে গাছে।

* আতা হোসেন মুরশিদাবাদের প্রসিদ্ধ তবলচী। যাঁহারা তাঁহার হাতের বাদ্য শুনিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, সেরূপ হাত আর দেখা যায় না। তাঁহার হাত তাঁহার সঙ্গেই গিয়াছে। তাঁহার জামাতা সেই সকল বোল বাজান্, কিন্তু সে হাতের করতব নাই। এবং বাবুখাঁ কলিকাতার প্রসিদ্ধ তবলচী। ইঁহারও প্রশংশা খুব। তাঁহার শিষ্যও অনেক, কিন্তু শেষকালে বড় দুরবস্থায় কাটাইয়া-

১০

নাচ নিরখি, ঢংটি দেখি,

সোনালী গাছের একটি, খাকী, কাক্,

আঁচড়ি মাথাটি, কামা'য়ে দাড়িটি,

কালো কালো, ঠোঁটটু দু'টি, করিয়ে ফাঁক্;

আজকালকার, ইঁচড়েপাকা, চশ্‌মা নাকা, ইয়ং যুবার—

যথা, ছাপ্পান্ন রকম, নভখস্তা, সব্ জান্তা ভাবের জাঁক্।

সেই ভড়ঙ্গে, কি বোল বলিবে, কর্ণ-শুড়ঙ্গে, কি মধু ঢালিবে ?

জ্ঞানের গরবে, উঁচু নজরে, চোখ্ ছোট করি, অন্তরে আঁচে!

হেরি, হাব-ভাব, কটির বিলাস, বিহঙ্গ বিবির নাচে।

১১

ফিরায়ে ঘুরায়ে আকাশে বুলায়ে, হেলায়ে, উঠায়ে,

চক্‌চকা, কৃষ্ণ, চঞ্চু দুই খানি, চাহি বিবি জানী,

সমালোচিয়ে যেমনি, কহিল, 'খাক্' ?

সেথা বসিছিল, সু-উগ্রতর, টেঁক্‌খ'রো এক ফিঙ্গারাজ,

চট্‌,চটি উঠি, "কিঁউ" বলি, দিয়া আওয়াজ,

ঝট্, বোঁ করি মারি, ঝাপ্‌টা পাখায় পাক্,

ছুটিল ঠোকরিতে, বেয়াদব বায়স পিছে।

কাক কিন্তু মজলিশে—আর থাকা ?

নিরাপদ নহে ভাবি খুলি পাখা—

উঠি উড়িতে তেই,

ছেন। এত অভাব হইয়াছিল—মজলিস্ হইতে ভুক্তাবশিষ্ট রুটি মিঠাই পরের পাত্র হইতে তুলিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন। অবশ্য মুসলমান মাইকেলে মজুরা করিতে গিয়া,—হিন্দু বাড়ীতে নহে।

মিঠে বুলি বলিবার অবসর টুক্ তথা নেই নেই
সেই ফাঁকে অমনি দু'পদ পল্‌কা নাচ্ নেচে গেল
তাকা থেই থেই,
ইশারি বিদায় নিয়ে বিবির কাছে।
খঞ্জন বিবিগণ, তেমনি নাচন, তখনো নাচে।

১২

দেখি শুনি মজলিশের এ ব্যাপার
সুরসিক শালিক, সমেজদার,
হরষে সরসে চাহি বিবিজান,
ঘাড়ের রোম খাড়া করিয়া খানিক গাথা ঝুঁকি ঝুঁকি
করিল তারিফ্
তার মানে—কহিল অবশ্য অবশ্য। এবং শেষে প্রকাশ্য
বুলির ভাষে,
বিবির, করিয়া, কটির চালনী এবং বিলাস বাখান ?
কহে "বিবির কটি কটি ক্যা খুবী ছোক্রীও ছোক্রীও
কোঁ কোঁ পাপিচ্ পাপিচ্ খ্রোচিও খ্রোচিও
কিকষ্ট কিকষ্ট খাঁদী কর্‌কটি ক্যাকিঁয়ে ক্যাকিয়ে
কাঁকৃষ্ট কাঁকৃষ্ট
টেঁা টঁকটকি কুঁড়ুড়ুৎ কুঁড়ুৎ"—পরেই, ফুড়ুৎ পয়ান
এক আম্র তরুর প্রসর আসরে উচ্চশাখায় আচম্বিতে গিয়া
অধিষ্ঠান,
এদিকে খঞ্জন বিবির ভাঁও বাতান্ অমনি অবসান।

১৩

কোথাও, শ্যাওড়া গাছের, আঁধার ঘেরা, ঝোপের তলে।
চটকস্য চটক, অপূর্ব্ব নাটক,
রিহারস্যাল দেয়, যত চড়ুই দলে।
এ নাটক দেখা, ঘটেনাকো সব কপালে।

১৪

চটক জোড়ার, হতেছে হেথা, নানান্ নাচন,
সভ্যতার ফৈরঙ্গী ফ্যাশান যেমন!
রং দেয়া, প্রীত্ পাকানো, কোর্টশিপ্ আর প্রেয়ার পাঠ্।
দু'চক্ষু আধেক বুঁজে, ঘাড়ের ভিতর মাথা গুঁজে,
ক্ষুদ্র গায়ের ফুলিয়ে সকল ফেদার্ গাউন?
একটু ঊর্দ্ধ মুখে, বিমুখ হয়ে প্রিয়ার দিকে,
নায়ক চটক, বলছে যেন, নভের কোন অন্য কাকে!
"চঁ টঁট্ট টঁক্, চঁ টঁট্ট টক, চিরিউ চিরিউ,
চঁ টঁট্ট টঁক চিরিউ চিরিউ,"
সেই সঙ্গে চড়ই জীউর চলিছে তখন,
ঘুর্ পাকে পাকে, তের্ছা গোছ্, চক্র নাট্।

১৫

সে রবের ভিতর, তীব্র মধুর,—
বিদ্রূপের, আছে কি সুর, কেজানে?
চিতে চিম্‌টি কাটা, চিকন রকম রঙ্গের কোন চিড়কানী? *
সরমের কাঁটা ফোটা, ঢঙ্গের বাণী?

* চিড়কানী হিন্দুস্থানী কথা। চিড়ন্ চিটকন্, হইতে উৎপন্ন। নদীয়া জেলার কোন কোন স্থানে, তাহার অপভ্রংশে চিট্‌কিনী ব্যবহার আছে। উভয়েরই অর্থ ব্যঙ্গগর্ব্ভবাক্য। যাহার প্রয়োগে লোকে চটিয়া জ্বলিয়া উঠে, উত্তেজিত হয়।

না হয়, ফক্কুড়ির ফূর্ত্তি ফূরণ, মন উস্কানী,
কিজানি ? ভিতরে তার হয়ত হ'বে, মন্দ মানে ?
ফলে—চটকিনী তায়, চটি চটি,
হয়ে প্রায় উন্মাদিনী, রুখি উঠি,—
করি চুর্‌র্‌, চটর্‌, চুর্‌র্‌ চটর্‌, তেড়ে, ছুটি ছুটি চটক উপর
করে চঞ্চুর ঘায়, ঘন ঘন টোকর, ঠাট্‌।
নিসর্গের নাটমন্দিরে, মাঝে মাঝে মন্দ কি ?
এক আধটু মস্কারামীর মজার চাট্‌,
চটক পাখীর টোক্‌রা রকম, নকল নাট ?

১৬

চিড়িক্‌ চিড়িক্‌, চড়চড়ানী, পিড়িক্‌ পিড়িক্‌ পর্‌ ফুলানী.
ফুড়ক ফাড়ুক, ধুল্‌ উড়ানী
আদি, অল্প জ্ঞানে দখল, নরের সকল কাচটি কাচে ?
এমন চুটকী রকম, ফাজ্‌লেমী, আর ফচ্‌কেমীর চালচলন,
বা বিদ্রূপের, দামী দামী, হরেক ধরণ, এদের দলে আছে।

১৭

ওদিক. হেন কালে, ঘন জঙ্গলে. অপর্‌ কোণে,
"মেয় আঁউ" রবে লয়ে আদেশ, আঁখিতে পূরিত, বিলোল আবেশ,
আড়াল হইতে বিড়াল বধূর, সুধীরে প্রবেশ!
গুঁড়ি গুড়ি, অতি স্থির গমনে, অতি দীন নয়নে!
তখনি হটাৎ, পটক্ষেপণ, চটকের দল, চকিতে প্রস্থান,
অথবা নেপথ্যে, নিমিষে প্রয়ান।
ডেউ দিয়া, উড়িগিয়া, সঙ্গে সঙ্গে
দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের পটোদ্ঘাটন।
অপর কোন, এক সুন্দর শোভন সদর কানন ভিতর।
নতুন আসরে শাখারপরে কামিনী ফুলের গাছে।
অপদার্থ অনেক সকল নরের নকল এঁদের দলে আছে।

১৮

পতত্রি রীতি মতে কপোতের পালে-
তর তর প্রীতির অভিনয় চলে—
বিহঙ্গ নাটক অতিকঠোর, সব্ অঙ্ক আত্মগড়া পোর।
না হয় ম'শায় ম্লেচ্ছ ভাষায়—
বলো অ্যাক্টি বেবাক্ এক্স্‌টেম্পোর (Extempore)

১৯

প্রেম ঘোরে রক্ত আঁখি, পোষাকে চমক মাখি—
লোহিত মোজা পায়, মুগ্ধ মধুরে চায়,
উলটি বক্ষ, চারু গম্ভীর, চালে চলি যায়।
মন ভিজান অভিনয় যত,—
করিতে নায়িকায় প্রণয়ে রাজী!
নায়ক পাখীজীর আছয়ে বহুৎ—
রকম সুন্দর, পালক পেঁচানো বকমবাজী।

২০

প্রিয়ারে পিয়ারে বলে "বরের বাক্ বকাও কও"
কভু বা ঝাড়ে "বাক্‌বা বাকুম্‌কুম্"
করি নানা অঙ্গ সংন্যাস, চারু চরণ বিন্যাস,
ঘুরি ফিরি ঠাট্ ঠমকে গিয়া ঠোঁটেতে মারে ঠাসিয়া চুম্
সোহাগের শেষ অঙ্কে, আছে কামের আরো কড়া হুকুম্।

২১

শিরে সিন্দুরী ঝুঁটি সুন্দরী কুক্কুটী
কাননের কোনো পাড়ায় পরম সুখে শাখে বসি'
পুচ্ছে রাখি পালক রঞ্জন তেলের শিশি!
ঠোঁটে টিপি বাহির করে তেল—
পাখায় মাথায় দিয়া চঞ্চু পুট্।

মাটীতে মোরগরাজ　　　শিরে পরা রাঙ্গা তাজ—
আইরিশ্ ধাঁজায় পায়　হাফ্ পায়জামা আঁটি—
ক্ষণে ক্ষণে দু'চরণে জঙ্গালের ওঁচলা ঘাঁটি—
দানা খুঁটি আদরে প্রেয়সীরে খেতে ডাকে করি কুট্ কুট্ ?
আসল অভিসন্ধি কাছে আনা, দানা ফানা দেখানো সব্খানা ঝুট্।
কুক্কুটের ঐটী প্রেমের কূট্।

২২

কোথাও মোর্গা অসীল্　　　মল্ল খানায়
কুদে কুদে দু'পর বেলায়　　দু'হাতে ছুরী চালায়
ডুয়েল ফাইট করে দোঁহে　ফুলিয়ে গলার পর্
মুখের কাছে মুখ লয়ে, চকিতে চমকিয়ে—
সন্ধানে মাথা নাড়ি, আক্রমণের খোজে অবসর।
বেশী কায়দা হেন জেয়াদা নাই, উচ্চ বড় জীবের ভিতর।

২৩

কোথাও কত তিত্তির বুল্বুল্—
স্থানে স্থানে লড়ায়ে মশগুল্।
আবার কোথাও আখড়া করি পাহাড় পারে—
করি পাঁয়তারা শুঁড়ে শুঁড়ে, উড়িয়ে ধুলি হস্তিগণে কুস্তিলড়ে।
বৃংহনে সে ভীষণ ঘননাদে গগন বিদরে।

২৪

ধরার গৃহে অগোণা অগোণা　বিচিত্র চিড়িয়াখানা—
হস্তি হরিং সাপ সিংহী　বাঘের রেলা
ওরাং ওটাং শিম্পাঞ্জী গরীলা মেলা
স্বভাবে বাঁধা আছে কত সুন্দর বনে বনে
গভীর অরণ্য গহন মাঝে　　আসল যে সার্কাচ্ খোলা আছে।
ভাঁম ভোঁদড় ভীম অজগর—
হাঁড়োল সড়েল　　　দেখায় খেল্ নীলগা নকুল।

ঝাঁকে ঝাঁকে জোড়া জোড়া ক্রীড়া করে কত ঘোড়া
বাজী মারে বাঘচাঁশ বেজী খট্টাশ্ গন্ধ গোকুল।
কপি ক্লাউন বেবুন শত শত—
ভঙ্গীভরে হনু লাঙ্গুর নানামত জনে জনে—
কৌতুক পরাকাশে প্লবঙ্গ প্রহসনে।

২৫

কাণ্ড প্রকাণ্ড ট্র্যাপিজে বিবিধ ব্যায়াম বাজী যে
দেখায় অসংখ্য উল্লুকে ভল্লুকে দুলি দুলি ঝুঁকে ঝুঁকে
করিতে পারে কে সীমা তার গণনে ?
সে ভঙ্গী রূপরস পারে কে—
বুঝাতে, প্রকাশিয়ে লিখনে বা বদনে ?
দেখিবার শুভাদৃষ্ট যদিবা হয় নয়নে ?

২৬

না নিবারি' চিত্তের সকল বৃথা চিন্তা কোলাহল
না করি স্বচ্ছ হৃদিতল প্রেমে সুনির্ম্মল আনন্দ উজ্বল
চিন্তামণি চশমাখানি নিয়তঃ না চোখে রাখি।
না করি বিশ্বপতির প্রীতি প্রবাহ প্রবল ?
পরম প্রেমিকে হেরিতে না হ'লে পাগল ?
এ মেলা দেখার আঁখি কভু পায় কেহ কি ?
কি জড়জীবে সাধিয়ে সাধিয়ে প্রেমানন্দ দিয়ে চাহিয়ে চাহিয়ে
ফিরিলে নিয়ত আজীবন বারোমাস ?
এ সারকাচ্ প্রবেশের তবে পায় পাস্।

২৭

না পেয়ে দিব্য দরশন নয়ন পরম,—
হয়ে কবিত্ব বিহীন বুঝাতে অক্ষম,—
হীনতর তবু যাহা সাধারণ' দেখেছে অধম ?
শুধু তিল মাত্র তার প্রকাশে, প্রয়াস করিছে আহরি চরণে—
খালি একটী জনের প্রণয়ের পাশ দিয়ে প্রেম প্রফুল্ল কিরণে।

২৮

প্রকৃতি প্রাঙ্গণে জঙ্গল ভিতর
মঙ্গলময় যত সুন্দর চারু চিকনীয়া
যারা যামিনীকালের সকল অতি ক্ষুদ্র মৃদুকল কীর্ত্তনীয়া
—তারা তাহাদের পরম আপন,
অভিলাষী জন, সবে শুনাইয়া—
সাধে স্বর,—তুলি দিয়া ঘন ভাবের লহর, মধু মোহনীয়া।
কে জানে তাহার সুখদ আখ্যা, বিশদ ব্যাখ্যা ?
করে কে সংখ্যা তাহা গণিয়া ?

২৯

ধ্যানের ধারেতে বসি বন্ধ করি ইন্দ্রিয়ের বহির্দ্বার—
হইয়া অনিদ্র মানসের কাণে অতি নির্জ্জনে
আঁধার নিশিতে শুনিতে হয় কীর্ত্তনের সুর্‌সার্।
সুকণ্ঠী পতঙ্গের সঙ্গীত স্বর নিকন নিকর—
ঝিল্লির ঝঙ্কার সহ বিস্তর পোকার আঁখর *
আকুল হৃদের আকুতি বেকতি রস রাগ ভাব প্রসারণ
'ঝ ঝ ঝজু ঝজু' "টিজু টিজু উ ট্র ট্র উট্র ট্রঅ"
খোলের বাদন সনে মণ্ডুক মণ্ডলে চলে ড়ঁক ড়ঁক ড়ঁক ড়ঁ
ধিমা ধীর্ কভু দ্রুত অধীর মাতন।
মূচ্ছনার মিহী খোঁচ আঁখরের সূক্ষ্ম কাজ—
আসর মাতায়ে যেন বহ্নি, মরিচীকা হেন—
রবের উপর উড়িয়া ভাসিছে আঁচ্ উঠিছে সুরের ঝাঁজ্
কোথাও ঝিকি ঝিকি চিকি চিকি চ্চৎ চ্চৎ
তালে তালে কত্তালে কেহ করে "চিটি পিটি চাঁচ্ চাঁচ্।
কেজানে চলে কিনা তার সনে মাতনে কতেক নাচ্ ?

৩০

বুঝি বায়না নিয়া বসন্ত মেলায় একজনা মহাবীণ্‌কার
রোজ রোজ রাতের বেলা
বনে বসি অন্ধকারে পতঙ্গের গল-তারে করে খেলা
সুর্ বাজে "চূক্ চূক চূক্"
যন্ত্রীর ওস্তাদি ভাবি ফড়িং এক কহে খুবি—
সুন্দর তার—"টৃক্ টৃক্ টৃক্" (trick)
আর এক জনা পতঙ্গ বৈরাগী—
ধেয়ানে মগন ছিল তখন উঠিয়া জাগি
তার উত্তরে শেষ করিল উপদেশ খালি "চিখ্ চিখ্ চিখ্" *

৩১

ধরায় বিপুল আনন্দ রব্ একা কত ক'ব সব্ ?
রঙ্গ বিলাস কুস্তি সারকাচ্ অপার উল্লাসভরা রকম্ রকম
বসন্ত কীর্ত্তন মনোহর সহী
বাউল পঙ্খী মনসা ভাসান, যাত্রা বাই পূরা মাত্রা, সকলি সমান
—চলি, চারিধার মাতি গেছে হরষের হাওয়া বহি।
থরে থরে থিয়েটার পৃথিবী পুর সর্‌গরম্ গম্ গম্—
সদা ভরপূর বসন্তের মজলিশ্ সুর্ জম্ জম্।

* চিখ—হিন্দি ভাষায় অর্থ চাখো, স্বাদ লও।

বসন্ত-উৎসব-কাব্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

কাব্য খণ্ড।

চতুর্দ্দশ—উচ্ছ্বাস।

কুটুম্বিতা।

এ মেলার কালে, জঙ্গলে, নিসর্গ অঞ্চলে—
 ঘরে ঘরে চলিয়াছে কুটুম্বিতে।
দিবা রাত্রি ফুর্ত্তিপূর্ণ পতত্রি পতঙ্গ যাত্রী
কত জনা বর্ব্বণা সজ্জা সোনার বনাৎ উড়ি
 পদার্পণ করিয়াছেন দু'পর বেলা বাড়ী বাড়ী।
ধরি নতুন গান তুলি নতুন তান
 পূরিয়া বিমান সুরে সঙ্গীতে—
সুকণ্ঠ সুন্দর কত দ্বিজবর
আসি উড়ি আশীষ্ ঝাড়ি জুটিয়াছে আত্মম্বিতে।

সুবিশাল হেথা হোথা, বড় বড় উন্নত মহা দ্রুম—
 বটে—বহুশাখ বটের টাউন, অশ্বথ সহর—
আম জাম গ্রাম, কাঁঠাল পাড়া,
 পলাশপুর শিমুল তলা, নিমতা নগর।
তাহে পক্ষী পাখালী, পোকা পিপিলি আদি—
শাখে শাখে কাণ্ডে ভরা পুরুষ অনুক্রমে করা
 কত লোকের বাস বনিয়াদী।
খোড়োল খাটাল ফোকর ফাটাল

কোঠর ভিতর দখল সকল একেক জনার রুম—(room)
তার উপর জুটিয়াছে কতনা কুটুম।

৩

শাখে শাখে হোটেল সরাই, মেস্ মেলাই—
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পান্থ নিবাস।
নিত্য নিবাসী ছাড়া বহু নৈমিত্তিক আবাস।
মাঝে তাহার প্রীত্ প্রণয়, ভগ্নহৃদয়—
দেদার উদয় দাম্পত্য কলহ ধুম্
জয় পরাজয় সুখ সোওয়াস্তি, গরীবের উপর জবর্দস্তী,
চ'াল চালাকী. ফন্ ফেরাবি, খুন্ খারাবী,
খোঁচা খুঁচি তুর্কীনাচা, হেঁচা পেঁচা *
লুট্তরাজী জোর্জাবরী হরেক জুলুম।

৪

অবশ্য আছে অরণ্যে, স্থানে স্থানে, থানা ফাঁড়ি ?
মন্দ রকম সন্দেহের গন্ধ পেলে—
মোতায়েন হয়ে যায় পালে পালে অকুস্থলে—
যত আলাবিলা উষকলা † ঘেরি ঘেরি তাড়াতাড়ি
তদারক লাগি যায়, হায় এক আধটু তদ্ আরক রস আশী
ডোরা কাটা কোটপরা দারগার বড় দল
অপর সকল কনিষ্ট বল মক্ষী মেলা বেশী বেশী।
নিসর্গের নিজ্ রীতি তজ্‌বিজ
বান্ধা বিধি কেবলি ধান্ধা পেটের
সন্ধানের সোজা পয়লা ধারা অনুসরি।

---

* হেঁচা পেঁচা—কোনরূপ অসুবিধায় পড়া গোলযোগে পড়া। নদীয়া হুগলী জেলায় স্থানে স্থানে মুষলমান পল্লীতে ব্যবহৃত হয়।

† আলাবিলা, ও উষকলা। আলাবিলা=অপবিত্র স্থান। মল মূত্র ত্যাগের স্থান। মুষলমান পল্লীতে ব্যবহৃত। উষকলা গোব্‌রা পোকা কৃত উষ্কানো মৃত্তিকা। মল কিম্বা গোবর ঢাকিবার জন্য তোলা মাটি।

এধারে বনের মাঝে এক বাচ্ছা ছেয়ে কাকের পাছে-
ফিঙ্গে লাগি ঠুক্‌রে নাকি
দিয়ে গেছে ভেঙ্গে . তার একটা ঠ্যাং ?
গাছে হতে মাটির পরে গিয়ে প'ড়ে দিচ্চে ল্যাং !

৬

অবশ্য সে স্থলে সভ্যনরে হ'লে পরে
সেথা হতে দিব্য করে অন্য পথে যেতো স'রে ?
নিরবে, খসি অম্লান সুন্দর বদনে শাক্‌ ?
কিন্তু তার জাতীয় অতি অসভ্য পাতি-কাক—
ছুটি আসি পাক্‌মারি জুটি গিয়া দেড় দুই লাখ্‌—
ঘুরি ঘুরি গাছে গাছে প্রকৃতির কানের কাছে
ঘোরতর আন্দোলন শোর গোল সম্ভাষণ—
'কা' 'কা' রবে তুলি রোল—
জুড়ি দিল আবেদন নিবেদন হাঁক্‌ ডাক্‌।
হইতে লাগিল ডালে ডালে পঞ্চাইত পালে পালে
কাকোচিত সুবিহিত করিতে লাগিল কর্ত্তব্য বেবাক্‌।
কিন্তু হায় নিরুপায় সে ধারায়—
প্রতিকারে আছিল চির প্রকৃতির আইন অবাক্‌।

৭

স্বভাবের ভারী কড়া বিধি আইন বেআড়া !
জোর যার জয় তার
দুর্ব্বলের নাহি গতি কৃতান্তের পথ ছাড়া।
বটে—মরারও আছে কিছু শেষ প্রতিকার ?
নিসর্গের মুনিসিপাল পুলিশ্‌ বরাবরি অতীব ফুলিশ্‌ ?
মানে—না হলে লাস ফুলিয়া বালিশ্‌

দিকে দিকে বাতাসের তারে খবরে খবরে তাড়া
না দিলে ঘন ঘন জরুরী স্লুটীশ্,
অফিস অঞ্চলে ভাঙ্গেনা আলিস্
চাগে না কেহ পড়েনা স

৮

তবে বড় বড কেসে উপরওলা এসে
গৃধ্র সগুণ শীঘ্র শীঘ্র—
পূবিলে তাহার দীর্ঘ পকেট্ খুব্ খাড়া খাডা
লাসের বিশেষ হয় কিনারা।
ডোম্ কাক্ আদি শৃগাল, মুনিসিপাল, পিপিলি পাল ?
তখন আসিয়ে তাহাব কবে সৎকার।
স্বজনেবা কেহ ছোঁবেনাকো দেহ
ঘেঁষিবেনা কাছে একটি বাব
বঙ্গেব হিন্দুব দাঁড়া দস্তুব
ঠিকটি এখানে চলে চমৎকাব।

৯

মেলাব এদিকে পাদপ পল্লিতে পল্লবে বনাতে
কোঠরের কোণে কোণে শত বব ক'নে
হাজাব ব্রাইড কোর্ট শিপে মজ্ত
প্রার্থী প্রণয় অযুত অযুত শ্রীযুত ব্রাইড্ গ্রুম (Bride groom.)
বাসন্তী পরব দিনে জোড়া জোড়া কত জনে
দিকে দিকে গাছ টাউনে—
—গিয়া সারে সুখেব হনিমুন (Hony moon)

১০

কোথাও সভ্য শিক্ষিত পশুব পালে--
বৃহৎ বটেব টাউন হলে ।

পোকা পতঙ্গে রঙ্গে দ্বিজ দল সঙ্গে
চ'লেছে কত মতে মেলা মেসা !
সুদিব্য তর তর গব্য সমিতি সভা
আস্ফালনী গুঁতাগুঁতি সম্মিলনী তোফা তোফা।
ছটি ছুটা অসূয়ার হুটাপাটা
ঘাসুআ জাবর কাটা খাসা খাসা।
তার উপর সহযোগী পক্ষী পতং—
যত রকম মজামারা নানা জাতি মক্ষী মশা
অবশ্য যারা যারা মাত্র বশ্য, বিজতীয় সাহিত্যের গাত্র ঘেঁষা।

১১

বেশী বেশী পশু সাহিত্য রসিক
বায়স দয়েল ফিঙ্গে বুলবুল শালিক
সভায় উঠি পশ্‌মী পিঠে উলেতে আঁচান
রস রঙ্গে শিরে শিঙ্গে পিঠে ঠ্যাঙ্গে
বিবিধ ছন্দে করি পায়চারী
বিধিমতে সাহিত্যে করে যোগদান।

১২

সেথা আসি আচম্বিতে পৃষ্ঠ'পরে বসি গেল বায়স নাপিত
আবেশে বৃষবর চারি তার ঠ্যাং সুন্দর
ছড়াইয়ে হয়ে গেল চিৎ।
যত ক্ষত পরিস্কারি এঁটুলী ক্ষৌরী করি
ঠোট্ শোন্না লোমে মুছি, পিঁচুটি ঘন ঘন খুঁচি খুঁচি, করি সাফ্—
গ্রীবা নীচু করি দু'বার, বলি খালি "ক্রাক্ ক্রাক্"—
ঘাড়ে চড়ি, কাকে দেখে কান। হায় ক্যা আরাম।

১৩

ছোট বড় লতা তরু দ্রুমদলে—
চিরকেলে, বনিয়াদী উদারতা।

সুদিব্য দস্তুর আছে দারুর দানের প্রচুর প্রথা।
অতিথে অভ্যাগতে কটুম্বে ক্ষুধিতে, জনে জনে—
নিজ নিজ নৈকট্য সান্নিধ্য—
সুবিধা সামর্থ মতে—আদরে আপ্যায়নে
ফুল্ল ফুল ফলে ঢাকা নোওয়ায়ে আপনা শাখা
কে জানে কত তরু কোথা কোথা —
গাধা গরু অজে গজে পালে পালে ভেড়ার ভোজে
করিয়া দিতেছে পাতা ?

১৪

আহারান্তে ফুর্ত্তিবন্ত বড় বড় গুঁড়ি গুলির গায়
কেহ ঘষি চুলকিয়া কায়, কেহ চলি যায়—
মারি জবর জোড়া শিঙ্গের গুঁতা।
কিম্বা সবগুলি পাতা খেয়ে, মাথাটি মুড়াইয়ে—
অথবা কত জনা, শ্রাবি চোনা,
মূলে তার দিয়া সার, প্রক্ষেপিয়া উপহার—
নাদা নাদা গোবর গাদা!
টাইটেল ধারী চতুষ্পদী কুটুমের
হিতকারী কি সুন্দর ধার শোধা ?

১৫

এ দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞাতি গণের—
অতি অনুচিত শোণিত শোষণ ধুম্।
বহু পশুর তমুর ঘরে কলেবরে বেকসুর
সদা করে বহুত জুলুম্।
রহি পেটে গলে বগলে বাহু মূলে
ভিতর ভিতর ভরি লোমের জঙ্গলে চুলে
গণ্ডে পিণ্ডে রক্ত শোষি চিলড়্ ইকুন মুণ্ডে বসি;
কুকুর-মাছি ডাঁস এঁটুলি কতনা কুতুহলী ?

লুকি লুকি লুকাচরি খেলে বেমালুম্ !
একত্রে বিশ্বোদরে জন্ম হেতু, সহোদর এঁরা তোফা,—
শোণিত সম্পর্কে বড় নিকট কুটুম্।

১৬

পাদপের ঘরে আন্ধার অত্যাচার—
তাহারো সংখ্যা করা ভার !
ডালে এক কক্ষে নর, অপর কোলেতে বানর—
আছে বৃক্ষ জড়াইয়া বহি উঠি বক্ষের উপর ?
নাচি কুদি ঘুরি ফিরি ব্যস্ত সমস্ত করি
তরুবরে একেবারে করিয়া তুলিয়া ব্যাকুল চঞ্চল
কেহ ছিঁড়ে পাতা কেহ টানে ফল !

১৭

বৃক্ষ বলে "আরে বাছা কাঁচা কাঁচা"
দিবরে পাকিলে আপনি সবে ভূমিতলে ফেলিয়া বিস্তর ?
কে শুনে বৃক্ষের বাণী, করি কাঁচা টানা টানি—
ছিঁড়িল বলে যেমনি ?—
'কুহু কুহু' করি কালো, পাখী এক উড়ি গেল,
যাতনায় উহু উহু করি তরু—
বেদনায় বহুবার নাড়িল ঝাড়িল বাহু—
পড়িগেল শ্বেত-লহু ঝর্ ঝর্ ।

১৮

এধারে দাড়া দন্ত ভরা বিষ কাফ্রিকালো বার্ণিশ্
চেহারা চোআড় ডাকু ডেউয়া পিপিলী কুল
জনে জনে টানি ল'য়ে চলিয়াছে একে একে
অসহায় ঝরে পড়া সুন্দরী মধুভরা—
—টুকটুকে রাঙ্গা ফুল !!

হায় কত পতঙ্গ উপাসিত, অলিদল আরাধিত—
প্রজাপতি পক্ষের শুধু সোহাগে চালিত মৃদু
বিচিত্র ব্যজন বায় !
ভরে যারা ব্যথা পায় ?
কম কোমলা মলয় লালিত বালা
বর্দ্ধিত বিলাসে বিপুল ?
ভাগ্যে তার এবে হায় কি ভীষণ বিপর্য্যয় ;
ভবিষ্যত শঙ্কট শঙ্কুল।

কাব্য খণ্ড।

পঞ্চদশ—উচ্ছ্বাস।

ঝড়ু—পবনা উড়ের যাত্রা।

মাঝে একদিন এদিকে উড়ে পবনা ঝড়ুর দল-
নেমেছে সিন্ধু দেশে, মহোল্লাসে, মহোচ্ছ্বাসে।
সুগভীর রস উথলি, উত্তাল তরঙ্গ তুলি,
মাতিয়ে গেয়ে হয়ে বে বেঙ্গল ?
আসি গায় ঘেরি সুন্দর বন।
গায় নিকুঞ্জ হিন্দোলো মেঘনাদ পালা
বনমালী জলকেলী, প্রভঞ্জন লীলা ?
অদ্ভূত ভুত কুন্দন বিভীষণ সিন্ধু মন্থন
আদি বিবিধ তর নিসর্গ মঙ্গল।

সাগর তীরে আসর সুঁদর বনের উপর
ভারী ভারী বৃক্ষ রাজী, দাঁড়ায়েছে জুড়ি সাজি,
সবুজ পাতার চোগা পরি, উরে উর্ণাজালী মেডেল ধরি।
একশা নীচে বসি গেছে অসংখ্য হাজার
ক্ষুদ্র তৃণ তরু গুল্ম দোহার দেদার।
সবারি গায় পালা সকলে গায় পালা
উদ্ভিজ্জ ভামিনীর অভিনয় ভার, যত জড়িত লতার।

৩

চারি ধারে অ্যাক্ট করে জলে স্থলে সব আসরে জীব দল
মুখস্থ করি পাঠ নিজ নিজ ভাষে—
নিজ নিজ রূপে নিজ নিজ সাজে—
সাজি নিজ স্বভাবের রংঢং রসে—
আপন আপন ব্যাপারে হয়ে বাস্তব বিহ্বল।

৪

আপনা প্রকৃতি ছাড়া ঢং—
করে যারা দেয় সং জীবন যাত্রায়।
সংসারে সং দেয় বেশী ভাগ নর।
মুখে এক মনে আর্ বহুরূপী সাজদার, জেয়দা মাত্রায়।
সুদিবা ধর্ম্মের মুখশ পরা, মহত্বতা মস্ক করা—
ভিতরের ভাগে খালি ভান্ আর ভণ্ডামী ভরা
পবিত্র-পুণ্য-পোষাকী পাষণ্ড, আটপহরী পামর
মানব চামড়া গায়, শৃগাল্ কুকুর ছায়, ভিতর্ ভিতর্।
অধর্ম্মের ধামা ধরা কুকীর্ত্তির যাদু ঘরা
ঋজুতার অজস্র রূপে রূপে হিংস্র বিড়াল বক্ বৃক্ বিষধর
পাণ্ডিত্যের ঘেটাটোপে প্রকাণ্ড বানর।

তুঙ্গ তরঙ্গ উথলি সাগরে আকাশে তুলি
গগনের মেঘ দল গরজি সমুদ্রে ঢালি
উড়ায়ে উধাও স্বর, প্রবলে পবন ঠাকুর—
ও দিকে আস্‌ছে গেয়ে—
বনে দোহার জুড়ী আকুল হ'য়ে
সেই সুরে একই দিকে রুখে তেড়ে,
শাখার হাজার হাত ছুড়ে নেড়ে,
এই তালে মাথা নুয়ে, ঢুলে ঢুলে ভাঁও বাতিয়ে
দোহার দলে প্রায় প'ড়ে শুয়ে,—
গাহিয়ে চলেছে জোর্ জোর্ ?
পশু পক্ষী জীব সবে ভীত করুণ রবে—
দিতেছে রাগিণী, মাঝে মাঝে মারিছে তান কাতরে ঘোর্।
উড়িয়া ঝড়ুয়া পবনার জমিয়াছে যাত্রার ভারী তোড়্ —
বেতরো হুল্লোড়্।

এ ধারে নাচ্ দেখ্‌সে হেথা !
গাছে গাছে কি ঢলা ঢলি কোলাকুলি
হেলা ঝোলা ঠেলা ঠেলি আকাশে আছাড়ি ফেলা—
নভে নিদেশিয়া শাখা উধাও গগনে তোলা—

কতনা পাতার আঙ্গুলে হাজার ললিত ইঙ্গিত ইশারা ঠার
আবার তাহার ঘুরানো বাহার !
বন্দন, কম্পন, শিহরণ, মনোহর হরষণ
সরস সকল হারের ভাবের খেলা। বিলাস বিলোলা—
নাজানি কতই রুচির চালনী নাচানী বাহুর লতা
ভীষণ মধুর স্বভাবের সুপ্রচুর—
মনোভাব প্রকাশের কি সুন্দর আকুলি বিকুলি—
কঠোর কঠের পরাণ খুলি বাতানো হৃদয় ব্যথা ?
একই জাগায় দাঁড়াইয়া ঠায় কি চারু দারুর কোমব দোলা ?
ওগো নাচ্ দেখগে হোথা।

মেঘাল্ মল্লারে ঢালিছে জল সিন্ধু রাগে অবিরল
উত্তালে উঠিছে ভীম তরঙ্গ তরল
উড়ি উড়ি ছিটা ছিটা জল চূর্ণ রেণু ধুল্
মসিময় নিরাকার চারিধার অন্ধকাব
জগতের দিক্ ভুল্
বারিদের বুক্ চিবি—
দিকে দিকে, ক্ষণে ক্ষণে, দামিনী কবিছে দিন—
শত গুণ তমো ঘেরি ?
আছড়ি আছাড়ি ধুমল্ জলদ কুল—
আকাশ আকুল করি রব তুলিছে তুমুল।

৮

উঠি সে মিলিত রোল গগনে দিতেছে চুম্!
শোঁ শোঁ ভোঁ ভোঁ শড়্ শড়্ শন শন সুভীষণ চড় চড়
শফাট্ বিরাট্ মড়ম্মড় বড় বড় দ্রুম।
জলদে ধরিছে তান হড় হড় গড় গড়
টব্ টব্ ডব্ ডব ঝর্ ঝর্ ছরচ্ছর্
জলধি ধরে গান্ কলকল ছলচ্ছল হড়ম্মড়্
ব্যোম বুম্, উধোধুম,
উৎপাৎ, বজ্রাঘাত, তড়িল্লতা ধকভাক্ চিকড়াক্!
সঙ্গে সঙ্গে নভের মৃদঙ্গে—
বাজে গুড়ু গুড়ু গগু গদা, গদা গদা, গদাগুম্!
আনন্দ ভীষণে-বনে গগনে সঘনে ঘনে
বিশাল সাগরে সুর জমি গেছে দুর্দুর্
ছেয়ে গিয়ে ভরপুর ভৈরব অধীর মধুর ধুম্!

৯

বাতোচ্ছাসা বরষা ঘনরসা উল্লাসা সঙ্গী—
সহ উথলি উথলি ভীষণ ভঙ্গী প্রমত্ত সাগর—
পাতালে তলায়ে আকাশে ছুটায়ে
তুফানের আনন্দ তরল তরঙ্গ লহর?
উঠি চলি দিগন্তে, ক্রমে মিশি অনন্তে,
ক্রমান যাত্রার ভাবের ঢেউ—
পহুছিয়া গেল গগন উপর।

১০

নীল চন্দ্রাতপ তলে, গগনের পিটে গ্যালারী পা
অগণন শ্রোতা বসিয়া আনন্দ

অথবা সদলে স্থলে শুনিছে যারা
অসংখ্য অসংখ্য জ্বালিয়া বাতি টিপি টিপি হাসি দিবারাতি
নভের সকল নক্ষত্র তারা ?

তারা,—
দিবানিশির দুইদিকে দুই কোণে, রৌদ্র জ্যোৎস্না সিংহাসনে,
রবি শশী রাজা বসি সগরবে রাজে শুভ্র সুকিরণে।
রাজ রাজেশ্বর জগদীশ্বর; চরণের দুটি অতি ক্ষুদ্রতর,
কৃপাবিন্দু দুইজনে।

১১

বিচিত্র যাত্রা শুনি শ্রোতা দল মেলা—
ছুড়ি দিল, উজ্জ্বল, নিজ নিজ কর পেলা।
যেমনি পবনা দক্ষিণা পাইল—
অমনি তাহার যাত্রা থামিল
জলদের দল লয়ে হাসি বিজুলি চমকিয়ে
বার দুচ্চার গুরুগুরু গুরুস্বরে ঢোলেতে ঘা দিয়ে
চীৎকারে বড় ডাক্ ডাকিয়া অম্বরে
বহি এক দিক দিয়া বায়ে লইয়া চলিল।
সমীর হইল ধীর সাগর হইল থির
উদ্দাম সুরসার্ উন্মাদ দুর্নিবার
থামিল বারিধী বন বেলা সহ সমীর সমর খেলা
সারা হ'লো এক পালা।
উড়িয়া ঝড়ুয়া পবনের যাত্রা ভাঙ্গিল।

১২

এদিকে সুশীতল জলধার,
সুবিমল উপহার দেবতার দান অম্বরী অম্বুর ফরমান্
ভাসি গিয়া দূর দূর টই টুম্বুর বিল খাল

খানা ডোবা পয়মাল ছয় লাপ্ ময়দান—
মারি গিয়া চকা—
নবতর ঘোলা জলে সন্ধ্যা বেলা
* জুটি মেলা বড় বড় সোনা কোলা
ডোবা ঘিরে বসি গিয়া চারিধার ? যাত্রার বরযার—
ক'টা সুর যা মধুর, আছিল দাদুর গলাতে তোলা ?
অতি স্বচ্ছতর সুমেদুর, নীলাভ, ফোস্কা ফোলা কণ্ঠে টোকা ?
পহর খানেক ধরে, শুরু করি দিল তারি,
নাগাড়ে রাগিনী এক তালে এক টানা—
নাকুটি টিপিয়ে চুটিয়ে গাহনা—
"এঁজ্ জ্রোঁক্, এঁজ্ জ্রোঁক্,—
ঘ্যাঁক্ ঘোঁক্ ক্কাঁক্ ক্কাঁকি কোঁকা—
ঙ্যাক্ ঙঁক অঁাক্য অাঁকি ওঁকা।"

১৩

সলিল শীকরসিক্ত, শৈত্য আবিল স্নিগ্ধ—
—অনীল প্রবাহ বহি নৈশ আকাশে—
ঠাণ্ডার আসরে উল্লাসের পালা
মণ্ডুক মহলা এক ঘেয়ে তান
জাগিয়া উঠিয়া সুরের ধুম্ মধুরে পুরিয়া দূর বিমান—
পহুছিল গিয়া ঘুমপাড়ানীয়া মাসীর দেশে।

১৪

সেথাকার শীতল সরস, আদ্র তামস্, সেগুণ তৈয়ারী,
ভারী ভারী চেতন উড়ানী, কেতন দেওয়া,

* চকা মারা। সাধারণ বঙ্গভাষার "চকা মারিয়া যাওয়া" কথা ব্যবহার আছে। বৃষ্টির বা বন্যার জলে চর বা মাঠ ঘাট ভাসিয়া তাহার উপর সূর্য্যের কিরণ পতিত হইয়া বহু দূর পর্য্যন্ত চক্‌চক্ করিতে থাকার নাম চকামারা; বর্ষাকালে পদ্মা নদীর তীরে 'ঢল্' নামিলে চকা মারা দৃশ্য বড় সহজ হয়।

গাত্রে—অলসের স্থর, সূত্র গাওয়া *

নেত্র ঢুলানী স্বপন ছাওয়া পানসী খানি

বহিয়া বহিয়া মন্দ মন্দ তন্দ্রা সুন্দরী—

আসিয়া ভিড়িল মন্থরে ধীরে—

যতদূর পল্লীর পাড়ায় পাড়ায়,

ক্লান্তির কুলে, আবল্য বেলায়,

কত দম্পতির প্রীতি পূরিত নয়ন তীরে!

গল বিজড়িত বাহুর লতা—

শিথিল অঙ্গ কত অঙ্গনা যথা তথা, তার জুড়ানো পরশে=

কহিতে কহিতে লাজের অফুট কিসব্ কথা, হৃদ্‌বারতা,

ঢলিয়া পড়িল পতি উরসে অতি অবশে।

দ্বিতীয় ভাগ।

কাব্য খণ্ড।

ষোড়শ উচ্ছ্বাস।

ভোজ।

১

বসন্ত, আসাবধি, আনন্দ নিরবধি।

মজলিস্‌-মোওয়াত্তর্‌ দিন রাত রোজ রোজ;

---

* আদ্রতামস—ভিজা অন্ধকার।

সূত্র গাওয়া। বঙ্গভাষায় 'গাওয়া' কথাটি, তিনরূপ অর্থে ব্যবহার হয়। যথা—গীত গাওয়া। দুগ্ধ ঘৃত গাওয়া। এবং নৌকা গাওয়া। নৌকার নিম্নে তক্তার জোড়ে শন বা পাটের দড়ি, ছেনি দ্বারা প্রবিষ্ট করাইয়া নৌকার গাত্রের ছিদ্র রোধ করার নাম নৌকা গাওয়া। ছুতারী ভাষা এখানে অলসস্থরের সূত্র দিয়া পানসীর গাত্র গাওয়া। ইংরাজী ভাষায় "Caulking" কহে।

ভুর্‌ভুর্‌ গন্ধ আতর বর্গহেনা মোতিয়া মল্লিকা হাস্নুনো হামা
ভারে ভারে বয় বায় কত উড়ি উড়ি যায়
ভায়োলেট ল্যাভেণ্ডার খাসাখশ অট ডি রোজ।

২

দিবায় এক সূর্য্য-সেজ জ্বেলে, চাঁদের তারকা ঝাড় ঝল মলে,—
যামিনীর মহান নীলিম চন্দ্রাতপ গায়।
পহরে পহরে জাম্বুকে হাঁকারে
"হুক্কা হুআ কিকি" বুঝি মজলিশ জাগায়।
পড়ি যায় দিকে দিকে ধুম্, বেতর খাতির তওয়াজ, খোঁজ।
'বসন্ত উৎসবে দিনরাত আনন্দ ভাবের ভোজ।

৩

চির অক্ষয় স্বভাবের ভরা ভাণ্ডারে—
কেবা 'শোভা সুখ' কুড়ায়ে ফুরাতে পারে?
প্রকৃতি পরদা পাছে আনন্দ দেরাজে আছে—
অনন্ত সুখ শোভা খাসা আশা ঠাশা থাকে থাক্।
চারিদিকে ধরা চারু চিন্মধুর সুবিশাল চাক্।
কত খাবে কত লবে? কত হৃদাঞ্চলে ব'বে?
ধামা ধামা লও মম্ মন্ বিলাও
তবু যে দিকে তাকাও, পরিপূব প্রকৃতির তাক্।

৪

মন মন মধু হাঁড়ি রসকরা ছড়াছড়ি
পাতে পাতে সুরুচি চিনি আমদানী
পরাগের মিছি দানা ধুলি মাখা গড়াগড়ি।
লওয়া খাওয়া দেদার, ঢালাও চারিধার,
প্রচুর প্রচুর দান, অপরিমেয় পান,

চালো খাও যত পারো লও দাও রব স্থানে স্থান।
পরিপূর্ণ দ্রব্য জাত স্তূপ স্তূপ কাঁড়ি কাঁড়ি
বসন্ত উৎসবে দেদার দেদার, আহার আনন্দ আর-
হরষের ছড়াছড়ি।

৫

পরিতোষের উদগারে অনুকারি উপহাসে—
যত সারমেয়, "ঘেউ ঘেউ খেউ খেউ," চারিপাশে?
কহে পূরি পাপিয়ায় "পিউ পিউ"
কহে দাঁড়ায়ে দাঁড়কাক্ "কাও খাও'
মধুচুনী পাখী বলে "উটিউ উটিউ"।

৬

পালখে পায় অতীব ব্যস্ত, চিটকিনী বাজ চালাক্ চোস্ত,-
ছুচার চটক মাঝে আসি চর্কি নাচি কাছে ঘেঁষি
পেটুকে চাহি উড়ায় কত ফক্কুড়ি ফুড়ুক্
নাচি নাচি এদিক ওদিক্ কহে চাটিব্ চাটিব চিক্—
আর্‌র্‌র্ চটরর চট্ গুচ্চের্‌র্ চাট্ চড়ুক চড়ুক্?

৭

ওদিক বকে করে নদী তীরে ওয়াক্ ওয়াক্।
পিক হাসে ফিকফিক, কিঁক কিঁক,
চারিদিকে ঠিক ঠিক দিশাহারা দিকবধূ দাঁড়িয়ে অবাক।

৮

মিঠে খাস্ আমবাগানে টিকটিকী সব্ ভরাপেটে গুটিগুটি
উদর ছুলিয়ে চিৎ হইয়ে মোহন ভোগের ডালে উঠি
খাট্টা বলি কহে "টিক্ টক্"
বদন অন্দর আছে তোলা লম্বা নোলা
অগ্নি মন্দ প্রায় বন্ধ রসনার শক্‌শকানী ঘন লক্ লক্
আজ কাল রস রঙ্গে যেন্নাধরা হয়ে আছে বসন্তের বৈঠক্।

৯

কাঠ ঠোক্‌রা ছোক্‌রা বঁধু আর রোচেনা ঘরের মধু
নিতান্ত নিপট নিরসে ঘর বাঁধিবার আশে—
রসের জ্বালায় কি কঠোর! শুক্‌না কাঠে মারে
ঠোকর ঠকোর্‌র্‌ ঠক
কপির পালে আজকার কালে
রসের হাওয়ায় বেজায় রকম ঠাণ্ডা লাগি—
কাব্য কাশে খকাং খকর্‌ খক্‌।

১০

বেশী শুঁড়িখানা সব রসালের শাখে।
পরিমল, পিপে পিপে, পোরাধরা—
কেবা আসে, কেবা খায়, খবর কেবা রাখে?
করি পান প্রচুর নেশায় চুর্‌ চুর্‌
"চোঁ বোঁ বোঁ, ভোঁ পোঁ পোঁ, কুরু কুঁই কুঁই, শাই শোঁ শোঁ,"
নানা তর মাতাল্‌ গণের গলার স্বর।

১১

কেউ পিঁপ্‌ড়ে কেউ বা মাছি বোল্‌তা ভ্রমর রঙ্গে সাজি—
টোলে পড়ে কেউ বা ওড়ে চৈতন নেড়ে,
কত মশার আনা গোনা ঘুরে ঘুরে পাকে পাকে
এদিকে চক্ষু করি লাল, কাল কোকিল মাতাল—
কত কুকথা বলে নেশার ঝোঁকে।

১২

অনিবার্য্য উগ্ররসা তীক্ষ্নবীর্য্য তীব্র তরা—
অতি মাত্র পেটে পূরি মধুর মদিরা?
কিম্বা টানি মেলা দুপুর বেলা,
কোথাও কেহ আকণ্ঠ পিয়া পিয়ালা পুষ্পাল?

গাত্রে জ্বালা ধরি উঠি—
তৃষাতুর ছুটিয়াছে ক্ষুদ্র ধুনী ধারে ধারে
সরোবরে পল্বলে পুষ্করিণী পাড়ে পাড়ে
জল আশে মাতোওয়ালা মধুকর দল।

১৩

তার কাছে এক গাছে আছিল উপবিষ্ট
সুস্পষ্ট নষ্টামী পোরা, বেজায় ডেঁপো, ব্যঙ্গ রং রসাবিষ্ট
মজা মারক জনেক চাতক—
ক্ষুদ্র পাখী জীবে দেখি জল কষ্ট?
ধরি—চাপা গলে গুলিখুরী গিট্‌কিরী—
দিয়া রবে অধিক বল্‌ অধিক বল্‌?
প্রকৃতির জলধর পানী পাঁড়ে প্রতি চাহি ঠাট্‌ করি ডাক্‌ পাড়ে—
"ঋইইক্‌ জ'অ ঋইইক্‌ জঅ"
তার মানে ফটিক্‌ জল ফটিক্‌ জল।

১৪

বসন্ত উৎসবে অদ্ভুত ভোজ কোথাও কভু নহে পরিমাণ
আহার বিহার বেজায় বাহার
সারা দিন রাত আনন্দ কুপাকাৎ বহানো বিলাস বান
ফক্কুড়ির ফোড়ন ছাঁকা কৌতুকের কি লেখা জোখা
ভাবে ভাবে ভেবা-চেকা দিবানিশি সবে মাখা আয়েষ আরাম
গড়ায় হাসির হর্‌রা গানের গর্‌রা
ভোগের ভর্‌রা মত্ততার তর্‌রা তারা রাম্‌
পর্য্যাপ্ত তৃপ্তিতে সুরস ছড়ানো তপ্ত তপ্ত তান গগনে গড়ানো
উৎসবে উৎস ভরা আনন্দে আত্মহারা
সারা সারা নিশা দিবা শাম। *

* শাম = সন্ধ্যা (হিন্দি শব্দ)

১৫

উপভোগের গ্রামে গ্রামে আছে চড়ি অবিরামে।
সুখের সুর বাঁধা গেছে পরদায় পরদায় চাবিধার—
শোভায় সপ্তম লালিত্যে রেবাক রেখাব্
ভরপুর সুগন্ধে গান্ধার
মাদনে মধ্যম পূর্ণ প্রীতিতে পঞ্চম
মাধুর্য্যে ধৈবৎ ভরা সাধেতে নিখাদ্,সকল খুশির খালি খরোজ্।
কল কোলাহলে কড়ি ও কোমলে
ধরার ভবনময়, হয় অশেষ সুরের ভোজ।

১৬

বসুধার সেতার সুরে বাঁধা তার
বাজিছে স্বভাবে শত রস রাগে মাবিছে ঝঙ্কার
ভুবনে উঠিছে বসন্ত বাহার।
জুড়িটি যার মিলিয়াছে পরাণে সেই পাইয়াছে
মিলন সুরের সুখ সুতার
অথবা তা'বিভো নিজ ঘরে সুখের সুরের ভোজ ?
বাহিরের বাহারে বা রাগে তার আছে কি গরোজ ?
আমারি শুধু কাছে নাই যে রাখিবে তাই
আমার আনন্দ সুধার খোজ ॥

১৭

সে যে আমার অতুল সুধার অপূর্ব্ব ভাণ্ডার
বিপুল পুলক রস রসায়ন দীপন সুন্দর সুখের আধার।
সে যে নিজেই আবার নিতুই নতুন খোরাক সুধার।
আমার জ্বলন্ততম প্রেমের ক্ষুধার ?

১৮

সে হাসি হাসি   অধরে ধরে   মদির গেলাস্
নেশা ঠাসা   আঁখি দুটী   পুরানো খাঁটির পিয়াস
চাহিয়ে চাহিয়ে নয়ন মোর   হয়ে পড়ে খুব নেশা খোর !
বচনে শ্রবণে করে অমৃত ভোজন ?
পরশে পরশে   পুলক সরসে
করে কলেবরে পীযুষের সুখ পরিবেশন।
হায় নাই যে হেথা   সেহেন সুধা
নিজে খোরাক্ হইয়ে খুজিবে ক্ষুধা !!
ক্ষুধায় ক্ষুধায় কাতর নিরাশে বসি রোজ রোজ
বিষাদে বিস্বাদে দেখি বসুধার আনন্দ সুধার ভোজ।

১৯

উজাড় আমার হৃদে হায় হায় ভাবের কুসুম কাননে
দেখি ফুটেছে অনেক ফুল   সুধু মধুর হয়েছে ভুল
কেন কেন ? মরি হেন মধু নাই   একজন বিহনে।
বটে গোটাকত বাজে পাখী   গান গায়—
আমার এ মানস মালঞ্চে।
বাজে যতেক যন্ত্রের তার   শুনি বেসুর বেবাকি তার
বুঝি সুরের বাঁধনদার, রে আমার—
নাই হেথা এরঙ্গ মঞ্চে !!

সপ্তদশ উচ্ছ্বাস।

পাওনা দার—হিসাব নিকাশ।

১

বিচিত্র চৈত্র শেষে চাহি   দেখি এখন আবার—
উৎসবের সুর্ সরঞ্জাম   আদি সর্বরা কার—

ভাব্ সুবাসের রঙ্গরসের যতেক রশদ্‌দার ?
স্থানে স্থানে বৃক্ষগণে বিহঙ্গমে—
ল'য়ে করে ঘরে ঘরে নিজ নিজ পাওনা হিসাব
প্রকৃতির ধরা খাতে, যাহা যাহা আছে ধরা সামগ্রীর বাব্।

২

চাহে গহনে গহনে, কাহনে কাহনে, সদায় মশায় করি পণ পণ—
কানের কাছে মশায় যাচে, গাওনা গাহি, পাওনা আপন।
চাকা চাকা টাকা টাকা কেহ চাহে কড়া
কেহ করিছে রগড় বড় বাধায়ে ঝগড়া।
চারি ধারে পাওনাদারে, খেচাখিচি, কেচাকিচি,
তাগাদায় টেঁকা দায়, কলরবে গাছপালা ঝালা পালা।
জানাইছে প্রকাশিছে নিজ নিজ জাতীয় স্বভাব।
জানাইছে প্রকৃতির পাশে সবে আপন অভাব।

৩

মুকুল মালার, পাতার ডালার, বাঁধাই তোড়ার,
কুসুমের রাগ্ রেণুবস্, সব ভারে ভার্ মধুব হাঁড়ার-
কবিবারে খেরী (১) উশুল ভারী ভারী মালের বিপুল
বাঁকী সকল দাম আদায়, ইঙ্গীতে ইঙ্গীতে গাছেরা জানায়।
পাদপ তাগাদা ধরণ আলাদা।
প্রকৃতির কারকারবার রীতি বুঝা ভার।
কাল অবলম্বে নিরবে বিলম্বে কাজ সব ইশারায়।
তৃণ গুল্ম তরু লতা দেখি তো যেথা সেথা
নিরন্তর পর পর ঊর্দ্ধে চিৎকরা কর গাদা গাদা
নভোপানে সকলেরি শাখা হাত পাতা পাতা।

কে জানে তাহাতে তাহারা কার কাছে কিবা পায়

(১) পৃবা।

উৎসবে দর্শায়ান মধুকর মাছরাঙ্গা কল ঘোষ ?
আদি সহ যোগান্দর, বহি বহি ভোজে ভার—
যোগায়েছে যারা যারা, স্বর সুধা রস ধারা, ত্রিভুবন পরিতোষ ?
তার মাঝে নীরবে অনেকে হায় রহিয়াছে তাগাদায় ;
পরন্তু অহরহ হাঁড়ি চাঁচা ঘরে যার্
টাকারি নিতান্ত তার, বটে বেশী, দরকার ?
শিমুলের ডালে বসি একটি তাহার
স্বভাবে হাঁকিল "চাকা চাকা চাকা"—চাহিল টাকা টাকা টাকা।

৫

বনে বড় বড় দোকানদার মহামহা যোগান্দার ?
নিরব নিরব হইয়া হায় যবে বসি হেথায় হোথায় ?
পাওনাদার মূঢ়মতি পাখীর ওঁছা
হীন অতি, মুখপোড়া হাড়ি চাঁচা
সে কিনা আগে ভাগে "চাকা চাকা" টাকা চায় ?
ইতরের উচু পর্দা, ধরি কহা কথাবার্ত্তা, অতি মহা আস্পর্দ্ধা
মহতের মুখপাতে ছাড়া মুখ যাতে তাতে
বিপজ্জয় বেয়াদবী, এবঞ্চ এবং খুবি, বেঅকুবী
জবর্দ্দাস্ত কব্ তথা বেতর বেজায়
হক্ কথার এডিটার্ বুল্‌বুলীর সহিল না তাহা কায়।

৬

অতএব অসহ্য হেতু সুতরাং
এডালে ওডালে বুলি, ঝুঁটী মাথে বুল্‌বুলী,
একটি করি লম্ফ মারি একটি করি বুলি ছাড়ি—
বাঁধি তর যেমন ধারা, সাধা ছিল টুক্‌রা করা—
সুরু করি দিল, কহিতে লাগিল, তার বাক্য বড়্‌বড়াং।

কহে—"আক্‌ড়ু ও এও টাকা টুড়ি এ—
টোকাটুকি ওক্‌, টোকাটুকি হোক—
চিট্টি কিড়িঅ, চিট্টিকিড়িঅ, ককককড়াং, ককড়াং ?"

৭

বুল্‌বুলীর শুনি বাণী, শ্লেষের তোফা ফক্কুড়ি ফাঁদুনী,
হাঁড়িচাঁচা আর কটা রাগে রব চটা চটা !
একটা কহে "আ কয়া কয়া কয়া ? *
মানে—কে বট আপনি, দেখি ভারী দয়া ?
আর একটা উছলি উছলি বলে "আকাটাঁ টয় টটয় ? †
মানে—টাকাটা তামাসা খেলনা নয়।

বনের অতি নিকট স্থানে একটু খোলা ময়দানে
বসি ছিল বাস্তু ঘুঘু, আওসরি লঘু লঘু—
রবে কিন্তু কহে জোর্‌ জোর।
বুল্‌বুলীরে কহে ফিরে "ও কোক ক্রোর ক্রোর ক্রোর ?
ঘুঘু প্রতি করি রিষ্‌ কুকো কহে "ছিশ ঈশ্‌ শ্‌"
এক বুক্‌ বসন্ত ধূপ্‌ পাখী

* কয়া। খড়িয়া গঙ্গয়োর্মধ্যে পুষ্কর্ণ্যাং কাটিতং ময়া
ময়া কয়া ? শিবরাম শর্ম্ময়া। নবদ্বীপের কোন এক টোলে
হাঁড়ি চাঁচা, কিছুদিন, বোধ হয়, শিবরামের সতীর্থ ছিল।
† টয় toy অর্থ খেলনা। শ্রীবাঁট মহাশয় শুনিয়াছেন
হাঁড়ি চাঁচা দিনকতক বিলাতে বাস করিয়াছিলেন। নতুবা
তাহার এত হাঁড়ি চাঁচা কেন ? অন্ন নাই কেন ?
এত টাকারই বা অভাব কেন।

কোথা হতে আগিয়ে আসি, ঠারি আঁখি.—
ঘুঘুর ঘোর পাল্টা গাহি শ্লেষে কহে কুক্ কুক্ ক্রোর
প্রোর্ ফ্রোর্ ব্রোর্র্ ভ্রোর্র্।

৯

সেথা আচ্ছা খাঁটি সাচ্চা সোণার পোষাক প'রে—
বাচ্চা পানা, এক পাশে আর এক গাছে, আছিল দাঁড়িয়ে দূরে
এক মহাধনী হল্‌দে পাখী টাকার কুঠি ?
বড় ঘরের ছা মাটিতে দেয় না পা,—
ঠ্যাকার গ্যাদার বিহীন, উদার—মধুরঙ্গা মিঠে ঠোঁটী
ভিতরে ঠাহর করে দেখি দেখি সকল সংসারে কেবল
স্বার্থ, গন্ধ, জাতীয় দ্বন্দ্ব, অভাবে সব্ স্বভাব মন্দ,—
যেন সেজন্য বিষণ্ণ মনঃক্ষুণ্ণ—
দয়াতে দীন করি দুটি চোখ্—
কহিল "এ চখ্যুউ, এ চক্ষুঃ, কিউকিহু, কিউ কিহু
খানিক বাদে কহিল খেদে—"ট্টাকা ভোক্ ট্রকা ভোগ্।

১০

সে কথা কেউ শুনিল কেউ শুনিল না
কাননের কাণ ঘেঁষে শুনিয়ে খালি
উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল বা'।
ক্ষুদ্র কত হৃদে দিয়ে এক আধটু আল্‌গা রকম ঘা
অবশেষ নভে উঠে নিভে গেল রা।

১১

ও দিকে দূরে বকুল গাছের কোলের ডালে, করি বৈঠক—
জলদের স্তুতি পাঠক মেঘ মোসাহেব্ গুটি কতক—

হাল্‌কা ফিকা হলুদে জমির কালো ডোরা, কোটপরা,—
বসে ছিল ইয়ার কজন ক্ষুদ্র চাতক ?
মেলা শুনি টাকা ক্রোর' রঙ্গ করি রসে ঘোর্—
চাহি হাঁড়ি চাঁচা দলে চেঁচিয়ে একটা বলে—
"তুড়া টীঁটীঁই চ্যও ?"
মানে—টাকার তোড়া নিতিই চাও।

১২

একটু ফাজিল অধিক আণ্টুনীর ভাই টুণ্টুণী এক
দেখি গাছের তলা ভরি মেলা "প'ড়ে পাতা" দেখায়ে তা বলে কথা—
চাচা "চেক্ চেক চেক।" (Cheque)
সেথা কে একটা ফুঁচ্‌কে ছোট ফচ্‌কে পাখী—
নাম বুঝি তার তুলো ফুঁচ্‌কী পুছ্‌ উছলি মনে মুচ্‌কি—
মুখ ফিরায়ে এদিক্ ওদিক্ কহে "পিক্ পিক্‌ পিক্‌ (pick)
মানে—খুঁটে ন্যাও না কাকা কাননে ছড়ানো টাকা
ছাড়ো কেন ? কুড়ানই ঠিক্।

১৩

এদিকে, শুনি শুনি, জনে জনে করা, টিট্‌কারা
নানা তর রকম রকম ?
মেজাজে হাঁড়ি চাঁচা দল হয়ে ভারীই গরম—
কেহ করে "কাঁক কাঁক আঁক আঁক" চাড় চড়ি,
একটা বলে "উগ্‌লা গুঁ উগ্‌লা গুঁ"
কেহ কহে উছলি উছলি বলে "উভনাড়ি উভনাড়ি।
ওদিকে কাকে কেহ ডাকে উচ্‌কা কাকা উচ্‌কা কাকা
আর একজন এসে বলে টোড়ম টোড়োং গুকড়োম্।
একতালে ডালে ডালে—হইল হাতাহাতি মারামারি উপক্রম্

১৪

উত্তেজিত হয়ে উঠি পরস্পর—রাগে ভরপূর্।
উভয় পক্ষ উগ্র বিহগের দল লড়ায়ে প্রস্তুত হইল সকল।
নিজ নিজ দলে প্রখর প্রচুর সবে তুড়েণ্ডুড় *
ট্যাঁ ট্যাঁ ধরি উঠিল চিল্ল তাহার খুল্লতাত কুল্ল
ঘুরিতেছিল নভে, তাতে উঠি রব তুল্ল ?
"কোহাড়ক কোহাড়াক কিড়িরিক কিঁক্ কিঁক্"(kick)
ক্রমে মিছামিছি চেঁচামেচি কেচাকিচি—
রবে খুব পূরে গেল দিক।

১৫

বহু গাছে পালে এডালে সে ডালে—
উঠিল পাখার রব ঝটাপটা চটাংচটাং
খুলি পক্ষ রুক্ষ ভাবে কহিল চেয়ে কাক "কাআ কাআ কাআ ?
গাছে গাছে গালাগালি শুনিয়া শৃগালী
নিচে হতে উর্দ্ধে চাহি হাঁকিল—"হো ক্যাহুয়া কিকি ক্যাহুআ ?
উচ্চ শাখে দাঁড়াইয়া দাঁড়কাক, শৃগালে দিল জবাব্—
"ক্রা কব্ব্ ? "ভোকাং বোকাং খোকাং।

১৬

বেগে বাতাস আসিল ছুটি।
তৃণ তরু লতা কুল হইল অতি আকুল
বড় বড় পাদপ প্রকাণ্ড আচম্বিতে আলোড়িয়া কাণ্ড
মহান্দোলে দুলি উঠি —
গাত্রে পত্র শড়্শড়ি—ভয়ে ফুল গেল পড়ি—
হয়ে গেল ছড়াছড়ি ধুলে মধু লুটাপুটি।

* তুড়েণ্ডুড় —অর্থ সমানে সমান। কেহ কম্ নন্।

অমনি প্রকৃতির অপূর্ব্ব বিচিত্র,
স্বকর সাক্ষরিত শুভ্র পবিত্র, সুপত্র পৃষ্ঠে লয়ে—
গণ্ডা কত খ-পদাতি, সাদা বক্ষ প্রজাপতি ?
উৎপতিষ্ণু সুললিত ছিন্ন খণ্ড মালাবৎ হ'য়ে হ'য়ে—
মন্দ মন্দ স্থির স্থির কাঁপি কাঁপি ধীর ধীর
নভ হতে নামি নামি গাছে আসি হইল হাজির।
উচ্চ এক শাখে বসি   ফুল্ল ফুল দলে পশি
কি জানি কি সংবাদ প্রকাশিল, সমাঙ্কেতে কি কহিল,
সর্ব্ববাদী সম্মত, সর্ব্ব শিরসাবনত—
কি জানি কি পক্ষ পৃষ্ঠে দেখাইল ? কহিল নাহিক ?
অপূর্ব্ব স্বতঃসিদ্ধ নিসর্গ নকাব ?

১৮

তখনি এক কুকো পাখী (তাহার প্রতাপ খুব।)
তুপাকে মধ্যাহ্ন থাকি কহিল সবে উচ্চরবে—
"রে কুহ্ কুহ্ কুহ্।"
অবশেষে কহিল "হিস্ হিস্" মানে পিস্ পিস্ (Peace)
আর অমনি সব্ পাখী হয়ে গেল চুপ্।

১৯

অচল অগম সেই উচ্চতম তরুবর শিরোদেশ—
হইতে পবনে পঠিত হইল প্রকৃতির প্রেরিত আদেশ।
স্বভাব দর কষি, আদর পরকাশি—
খতায়ে ক্ষান্তি, প্রীতি পাতে, করি কৃপাপাৎ
উৎসবের দেনা সব, বাঁকি দাম মূল ?
দিয়াছেন দয়াময়ী মসলাদি বেলকুল তরুতে বরাৎ।

দামের বদল সব বৃক্ষে দিবে ফল।
যে ছাঁড়ি চাঁচা উঠি চড়ি হেঁকে ছিল "উভনড়ি উভনড়ি?"
সেই এখন নাচি নাচি মাথা নাড়ি—
কহিল "শুভকরা শুভকরা"।
ঝগড়া ঝাটি দূরে গেল, সন্ধ্যা আসি দেখা দিল,
বনে শান্তি বিরাজিল, যে যাহার উড়ি গেল,
আনন্দে নিজ নিজ নাড়ে দলে দল।

বসন্ত-উৎসব কাব্য

কাব্য খণ্ড

অষ্টাদশ উচ্ছ্বাস।

হতাশ।

১

আনন্দ রসের ধার নিত্য নিত্য চারিধার;
প্রমত্ত প্রেমলীলা, নব নব রস কলা—
বসন্তে লয়ে বসুমতী আনন্দে আকুল, সুখ অবিরাম
খেলিল বঞ্চিলা, পুলকে পুরি, পূরিল মনস্কাম।

২

প্রদোষে একদা, বিষাদ বারতা, প্রবল পবন মুখে?
শুনিলা নিঠুর বাণী "বসন্ত গমন কথা" বিরাগ বহিল বুকে
উড়ু উড়ু প্রাণ মনঃ ভরিয়ে বিষাদ ঘন-

বল প্রিয় কিবা দোষে দোষা দাসী হইয়াছে তোমার ও চরণে ?

বুঝি বড় যাতনা পেয়েছ প্রিয় আমার এ যতনে ?

৩

তুমি স্বরগের ধন   কি জানি তব যতন !

দীনা হীনা মৃণ্ময়ী অভাগী অবলা হ'য়ে !

দিব কি আছে আমার কাছে—

পূরায়ে, ত্রিদিব-রসপূত তব নব নব মনোসাধ ?

জুড়াবো পরাণ, প্রিয়, তোমার কাবেতে দিয়ে।

৪

শুধুই কুসুম শেষ মধুপান মাতের মধুর মরম গান,

শুনেছ কঠোর ? সুধামৃত স্বর নাথ কোথা কোথা পাই ?

আসিতে না আসিতে সখা "যাই যাই" তাই ?

সদা স্বরগের সুধা মাঝে   বিরাজো নন্দনে বসরাজে ?

আমি অসুখে আছি বড় আমার এ ঠাঁই।

হে সুধা-সাধারণ দেশবাসী ! মর্ত্তে মোরা মধুকে মরুৎভাষ ?

হায় প্রিয় পীযূষের বারতা'র পূর্ণিমাতে নাই,

আসিতে না আসিতে সদা 'যাই যাই' তাই ?

শুধু ললাটে লিখেছে বিধি   দেহে সখী তোমা নিধি

না হ'লে, অমর ধানে এমনি দরিদ্রা করেছে সদাই

যে নারি দিয়া লেশ সুধা তোমাধানে তিলেক সুধাই !!

৬

তব আগমনে হয়   মম প্রাণ সুধাময়—

প্রিয় ধরো ধরো থাকো থাকো অভাগী মিনতি রাখো,

আমার প্রাণের পীযূষ পিয়ে হৃদয়ে করহে বাস ?

সখা অসুখে, দুখে, দুখে আরো থাকহে দুমাস ?

বসন্ত-উৎসব কাব্য।

তৃতীয় ভাগ—কাব্য খণ্ড।

বিংশ উচ্ছ্বাস

ফাল্গুন।

বসন্তে কহে "কিবা কব   সুধার বিস্বাদ তব ?

ধরে অমৃত অভাব সব ?

মধু করে ইক্ষু আশ্ ?

উজাড়িয়া আম্র,   আদরে আনিয়া আমড়া চাস ?

চাঁদ চাহে তারা জ্যোতিঃ,   এমন বিচিত্র অতি।

হিরকে হিরণ্য তুল,   প্রিয়ে, সেইত দুখের সুখ ?

তাই কি ভাবিয়ে বিষাদ   এত সুখী ?

এত দুখের পসরা সুধা অধরা কে সুধামুখী ?

২

চিনি কি চিনে আপন স্বাদ ? সুধার সুধা পরমাদ ?

জগতে প্রিয়ে জাননা তা কি ?

কি অধিক সুরসুখ ? তোমার বিমল মুখ —

দরশনে চতুর্ব্বর্গ   শত স্বর্গ বাস বিলাস—

শত ইন্দ্র হই একা, তোমার পরশে থাকি ?

তব এক একটি ফুলস্তু ললিত লতার দোল্

তব কর পালিত পাখীর পীযূষ পূরিত বোল্

পৃথক নূতন, অমরা পুরদ্বার খুলিয়া দেখায়,
জোছনা দেখি তো সদাই হেথায়, সুধাই ছড়ায় ?
জলদের দল অম্বরে পাগল, ভ্রমে শত অমৃত মাখি !
তাই কি বলে বিষাদ ভরা সুধা অধরা ও সুধামুখী ?

৪

কে বলে আমার ধরার আবাসে নাই অমৃত সুধার লেশ ?
ভাবেতে সুধাও লতা তরুবরে জলধী ভূধরে জলদে অম্বরে ?
দেখ সুদিব্য নয়নে জড়ে জীব ভাব ভাবের ভুবন ভরা
সকলি সুধাময় সুধারিই বসুধা ধরা
সাজান সুধারই দেশ।
কেবলে আমার ধরার আবাসে নাই অমৃত সুধার লেশ ?

৫

জননী ভগিনী জায়ার মমতা কন্যা নারে
পিতার গভীর হৃদয় গগনে নিবিড় সাজে -
সুহৃদ সোদরে, দেবর আদরে—
স্বামীর সোহাগে, প্রেম সুধাকরে—
ঝের কত ভালবাসার নির্ঝর ঝারা।
পতিব্রতা সতীর সুপ্রফুল্ল আননে,
ভগবৎ ভক্ত, শিশুর, সাধুর, বিমল বদনে--
ঈশ নামাঙ্কিত দেখ অমল আনন্দ করুণা কাটোরা করা
আমিতো দেখি সুধারিই বসুধা ধরা।

যার সুধা নাই হেথা স্বর্গে তার সুধা কোথা ?
তাহার হৃদয় নিতান্ত নিরস বিশেষ।
কেন এত বিষাদিনী, আমার হৃদয় রাণী ?

আদরে বিদায় দেহ করিয়ে চুম্বন—
সম্বরো রোদন তবে আসি হে এখন ?

১০

অধীর ধরায় কাতর রোদনে—
অম্বরে আমারে অশ্রু বরিষণে—
বসন্ত যায় যায়, আবার পালটি চায়-
বার বার ফিরি আসে মর্ত্ত্য সদনে।

বসন্ত-উৎসব কাব্য।

দ্বিতীয় ভাগ—কাব্য খণ্ড।

একবিংশ উচ্ছ্বাস।

বিদায়।

হায় প্রিয়, হেন ভাগ্যবতী বসন্ত সোহাগী
বল বল কবে হব ?
চির তুমি ঋতুরাজ, কবিবে হৃদে বিরাজ
নিত্য নব আনন্দ ভার হৃদিপরে ধরি রবো ?

২

প্রেমিক সাধুর সাধন ধন; করি কবে আহরণ—
হেথা আনিবে স্বর ভবন ?

কবে হেন সুধাময়ী বসন্ত সোহাগী হব ?
কবে বা মিটাবে বিধি এ ললাট বিষাদ রেখা !
আবার হইবে প্রিয় পুনঃ কত দিনে দেখা ?

৭

উথলাবে বিষাদ সাগর হৃদে, কাঁদি কাঁদি—
পাষাণ শিখর দল রাখিব বক্ষেতে বাঁধি,
নিভিবে আনন্দ হাট, মিটে যাবে সুখ নাট,
রবে জগতে মলিন মুখে ভ্রমিব বিরহে একা।
আবার হইবে প্রিয় পুনঃ কত দিনে দেখা !

৮

[প্রাণহীন] প্রাণ বঁধু কে সেদিন মধুময় ?
দিয়া আনন্দ সান্ত্বনা [নাশালে] যাতনা
সদয় নিদয় থাকো কে তুমি ?
[illegible] সদা বসুধা হৃদয়
[illegible] চরণের চির ভ্রমণ ভূমি।
শুধু মনে রাখি [illegible] কোণে
তিল মাত্রে স্থান রেখো।
কে চায় স্বর্গ সুখ ? [illegible] জীবনে—
যদি মাঝে মাঝে এসো ?

সুন্দর নধর ঘন পয়োধরা সকল সুনীল বারিদ বালা,
পূরিয়া পুলকে আষাঢ় প্রথমে যবে পরিবে গলে বলাকা মালা
মোরে আসি ঘেরি রবে, মৃদু গুরু গুরু রবে,—
ডাকিবে দাঁড়াইয়া গগনের অঙ্গনে অসীম ?
দামিনী দিয়া উঁকি, খেলিবে লুকি লুকি,
তুলিবে হৃদি চমকি—

করেছিনু দোঁহে ব্যথিত হৃদয় সান্ত্বনা

মোদের দুজনা বিনা, আর তো কেহ জা'নতো না ?

১৩

শুনি ধরার, মুখে, আমার. তারি আশা ভাষা,

তারি সুধা তৃষা, অমৃত অভিলাষ।

এ দেখি সারা ধরাময় ছড়ায়ে পড়েছে

তাহারি মুখের সুধার উচ্ছ্বাস।

অমৃত ভাণ্ডার সে আমার থাকিলে কাছে স্বর্গ পাছে পাছে,—

নিত্য নিরন্তর সরস সুন্দর বসন্ত বারো মাস।

অথবা কে চাহে অপর স্বর্গের সকল নিসর্গ সুন্দর

আনন্দ ফুল্লতা ?

চাহি দেখিবার সেথা অবসর কোথা ?

আমার সে নিকটে থাকিলে দরশে শ্রবণে রাতে দিনে

হৃদয়ে কুলায়ে ফুরায়ে কখন ভুলাতে পারিনে

তাহারি বেবাক ফুল্ল উল্লাস।

যে ভূমি রবি শশী তারকায়, করো আয় আয়, কর আদায় ?
নাহলে কিরূপে হয়, ভব সঞ্চয় অপার তোমার জীবিকা উপায় ?
যাতে একিই তর চাল্ ঠিক, রাখো বজায় ?

১০

এদিকে শুনি হে সময়, জগৎময়—
তোমার নাকি বড় পাকে হাত যশ্ ?
নিধনে বন্ধনে রচনে পচনে তুমি নাকি খুবি ঠিক চৌকশ্ ?
লোকে বলে বিশ্বে বেবাক্, করে নিত্য কালে পরিপাক,
ভবের ভাটিতে আছে অনেক আরো অচিন্ত্য আজব্—
তোমার চোঁওয়ানো কষানে বাসর আয়ব * আরক রস ?
ভাল যে কাল সোজান আল্লা, কাপিটাল—
জুনর তোমার দর পাল্লা। সুন্দর চৌরস ?

কেমন হে কহ ?
মহা মোহ মায়ে কটাক্ষে, কিবল হে কাছে-
সুধাসিন্ধু নাকি মিলেছিলেন
সে তুমিই নাকি দিবিল, মাসান্তে দর্বী পরিবর্তিলেন—
ভূতানি পচাও ? এ সর্বিদ সত্য নাকি বার্তা ?
তা রসময় হে সময়, মহাশিল্পকার !
বিরাট বিশাল এই রসবতি রন্ধনশালা
আকাশের পাশে কোথা তোমার ?
অদ্ভুত এ ভূত রন্ধন বিপুল রকম
কাহার তরে ? কাহার এত সূক্ষ্ম আহার ?

* আয়ব কথা ব্যাকরণ দুষ্ট। তাহার শুদ্ধ হইতেছে আয়ুষ। কবি তাহা বোধ হয় শুদ্ধ জ্ঞান করিয়া ব্যবহার করেন নাই। এখানে কবির বিদ্যায় খোঁচা দেওয়া চলে। আমরা দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিলাম।

১২

সুনীল কান্ত মহামণিময় নভের থালে
নিত্য নিত্য প্রভাত ভর   ভানু ভাতে তপন পোড়া
তপ্ত তপ্ত কার লালে লাল রবির কাবাব্, সজ্জি ভাজা—
চন্দ্রপুলি, তারার বড়া,   সাঁজের তাজা—
কাহাকে দাও সাজায়ে গুজায়ে সকালে বিকালে ?
কবি আশমান মণ্ড ঘটনা ঘণ্ট অতীত সুখভাজী ভবিষ্য বেস্বা
আদি হতে জগতের জীবন যুষ্ কারে দাও সুব ?
মনটি যোগাও এতই কবি ? একটু কোথাও বিলম্ব বেলা
না হয় কভু ? না ছিল টাইম্ তোমার, একটু দিলে ?

১৩

দিয়া বড় বড় সাগর উপরে ভূধর বড়ি—
ভরি সারা ধরার মেদক ভূভাগ, ঘন জঙ্গলে সব্জী শাক—
তার সনে উদ্ভিদ ফসল চাপান   বিষধর নর জন্ম করি—
বানর বারণ   বরবনা বাঘ   ভেরা ছুঁচা কীট কিড়ি—
ছাগল বিড়াল মনুষ্য শিয়াল [illegible]   কেন্নো কেঁচো উট ফড়িং—
দিয়া একসঙ্গে মিশায়ে কবি [illegible] পাক এর বেশ চবাচর চিড়্ চাড় ?
না জানি কোথা, কবে   [illegible] হয়েছে তোমার
এ পাকের স্বাদ কাহাতে খড়ি ?

১৪

মহা সাগর বেলা কটাহ করা, সমীর সম্বর দেয় "ঝর" কল্লোল্—
তেজপাতা, হরিদ্রা বরণ রৌদ্র গুলিয়া—
দ্বীপ লঙ্কা,   শৈল বড়ি, মাঝে ছাড়িয়া—
ভিতর ভিতর রোহিত ভাঙ্গর,   চিতল মকর, তিমী মৃগাল—
সিল শঙ্খ, শুশুক সামুক,   কই কাঁকড়া, গুগ্‌লি ঝিনুক—
এক সঙ্গে কাটি প্রবাল, পুঁটি পাঁকাল, ঘুর্ণী খুদি করি মিশাল —

করো—একশা গোছের জীবন্ত মাছের—

লবণাক্ত মহা জলধি ঝোল্ ?

এত খাটি খাটি, বারিধির বাটি—

কার পাতে দিয়া, ভরো, কার উদরের, ক্ষুদ্র খোল্ ?

১৫

অত বৎসর পক্ষ মাসের গোট কি খুড়িয়া, কিমা করিয়া—

হে কাল তুমি করো বেশ কালিয়া ?

আরো মিহি মজাদার তোমার পলের পোলাও !

জড়ের ভিতর ক্রম কোরমা, জীবের ভিতর মন দোল্মা—

সুখ দুখ্ ডালনা, কতই প্রকার ভাবে পাকাও ?

১৬

মাঝে মাঝে মেঘলা পাতা, বিজুলি লতা—

দিয়া চাঁদিনা চূর্ণ রৌদ্র গুঁড়া ?

গাছ পালার তলা বাতাসের খোলা

দিবা দিকের ডগা আঁধারের আগা আলোকের খোসা মিলায়ে মেলা

দিয়া খাসা তায় ছায়ার ছড়া করো তৈয়ারি বেশ চেঁচড়া ?

দরণীর জড়ের জীবের জবর জগা্গি জাঁকাও ?

ঝান্ঝা ঝড়ের কুড়ি দিয়া, বা ' কেযাবাত্ পাকাও ?

১৭

সকল পাকেই তোমার হাত, দেখি নির্ঘাৎ !

রসকরা, নারিকেলি ছাই, আনন্দ লাড্ডু, কি মজাই,

আকাশ আউটিয়া, জাল জলদ বাতাসা দিয়া—

নিবেদিয়া তায় কারে খাওয়াও ?

হেন খোরা দার, কেমন তোমার ?

কই কে আনি বারেক তারে নাহি দেখাও ?

তোমা হতে তার হবে বুঝি আরো মিহি আকার ?

পেয়েছ না ওয়ারেশ, এক মস্ত সরেস,
মহা নীল তোলা হাঁড়ি বৃহৎ ব্যোম ?
অনন্ত চুলায় বসায়ে মজায়—
সদা দিয়া তায় কাষ্ঠ দণ্ড জ্বাল
করিছ সিদ্ধ ধরি চিরকাল ?
চড়ায়ে অসীম এক ব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড ডিম "মহা একাণ্ড দম" ;
নাবিবে কবে হবে তৈয়ারি ? বিরাট এ এক মহা কারবারী
কেনা একাকী খোস খোরাকী খাইবে এ জানিও ঠিক
কে তিনি এমন ক্ষুদ্র ভুখ সন্দেহের নাই হকম
হবে। কোন এক জাগার পাক পরবর দেগার * এক্সোবার উঁচু তিরমা
হয়ত বড় বাদসা একমেব কেহ অদ্বিতীয়ম।

১৯

এ দিকে তুমিই নাকি বিরাট বিশ্বের মহা রঙ্গ মঞ্চে
অনু হ'তে ভানু, চরাচর সহচর লয়ে বরাবর
খর অভিনয় করো অনন্ত গগন মঞ্চে ?
জ্যোতিষ সংসারে গ্রহ উপগ্রহ প্রচলন
ভূত পঞ্চ, ভব নাটক, ভাব বিকাশন
তুমিই করাও সাময়িক গুণে প্রকৃতি পদার্থ পুঞ্জে ?
মোরা একে একে দেখি তব প্যাকেদ ব্যাপার
উহার উপর কখন আবার কর থিয়েটার ?
বটে তুমি সকল করমা সকল ধরমা—
হে সময় তাহলেও এমন রকমি তুমি কোথায় এত সময় তোমার ?

২০

অনু জীব জড় ক্রমে পরপর
আপন আপন পরিয়া আলাদা রূপের জামা

---

* পাক পরবর দেগার=পরমেশ্বর

তোমার তাড়নে নিত্য নব করিছে অ্যাকট প্যাণ্টোমাইম ড্রামা

মিলনান্ত পর্য্যন্ত জড়ের, আজীবন ভরিয়া জীবের

যত প্রকার ক্ষুদ্র মহান প্রবেশ প্রস্থান ?

সবার নাকি তুমি নিদান ?

কে নট শিরোমণি নিখিল নটন কামা ?

তোমার গুণের নাহিক পার !

তুমি বটে নিজে আবার যত জগতের ষ্টেজ ম্যানেজার

সকল দৃশ্য পট উঠাও নামাও

মজাতে বিশ্বের সীন বদলাও

কি সর্ব্বনাশ ! একবার দেখানো দৃশ্য তোমার

কোনো জীবনে জগতে কোথাও কখনো উঠেনা আর

তোমার পটে মেঘটি ছুটে রবিটি উঠে

চাঁদ তারাগণ গগনে গগনে নিত্য ফুটে ।

সবই বটে মাত্র মোটেই সেই একটি বার ?

মাথা কুটেও কখন উঠাও না ঠিক সেইটি আর ।

যত সুখের দুখের সকল রূপের অনন্ত রসের নিত্য নতুন চিত্র প্রেমের

আদি দিন হ'তে, তোমার হাতে, আসিয়া হায় কেমনে জোটে ?

২৩

চিন্তিলে হয় ধেয়ান ধারণা বেবাক ক্ষীণ !

কি কব, এমনি বিরাট ব্যাপক, অণুকীট হ'তে রবি তারা তক্‌-

ঘন নিরন্তর অবকাশ হীন ?

হেন স্থান নাই, যে যথায় নাই তোমার সীন্‌ ?

আর আর যাহা যাই হোক্‌ গে সুখের প্রথম অঙ্কে

পতন নিরাশার ভুপসীন তোমার

বড় হৃদি বিদারণ অতি কঠিন।

২৪

লোকে জানে তোমায়, বড় লয় দার!

কোথা হতে টানি লয় দিয়া কোথা প্রণয় ঘটাও?

কত অচিন্ত্য ভাবে আনিয়া খাশা প্রেমিক জুটাও।

কত রকমের রস তরঙ্গ হায় পলকে ছুটাও

উড়াও মিলনের দিনগুলি তুলার আকার

আর বিচ্ছেদের দিনে, সুদাপ এনে কেন রাখ চাপাও গায় তে?

তুমি হে যদি বড় লয় দার।

২৫

তোমার এক লয়, পিরীত আলয়

আবার এক লয়ে বিরহ জ্বলয়।

অপর এক লয়ে পরাণে প্রলয়—

হৃদয় জ্বলন নয়নে গলয় চিরনীর ধার।

একি নিদারুণ লয় তোমার হে বড় লয় দার?

২৬

কত বিদ্যা মহাশ্বেতা যাঁরা স্বর্ণলতা

কত অমলা অবলা বনফুলবালা শত শকুন্তলা

অযুত অযুত মুরলা জুলিয়েট জেলেখা হাজার—

কেন দিয়াছে যাতনায় ডুব? বেদনে হৃদয় ভরাইয়েছে খুব

কেন দিয়াছে বিরহ সিন্ধুকে অতলে সাঁতার?

কোটি ক্লিওপেট্রা, লাইলা লক্ষ লক্ষ,

শ্রীমতি রাধারে, করেছ বিদীর্ণ বক্ষ,

চির সরস প্রেম ফুলহার, কারে রাখিয়াছ গলে কাহার।—

হে বড় লয় দার?

২৭

ভালবাসা বই কোন অপরাধ করে ছিল কপিঞ্জল ফরহাদ্
আলাদা প্রকারে রূপেতে রকমে কেন হে তাদেরে ঘটালে প্রমাদ ?
সুন্দর রোমিও রূপা এণ্টনিও কি কখন কারেও
দাও নাই দুনীয়ায় ছোট বড় বিরহ বিষাদে বাদ্ ?
কিছু না কিছু পেয়েছে সোওয়াদ্ ?

২৮

মজিয়া কত মজনু উন্মত্ত, নিমাই সদাই প্রেমেতে ক্ষিপ্ত,
অলকাপুরীর কতই যক্ষ বিরহ বিহ্বলে মিছার লক্ষ্য---
কবি, কতনা ছেড়েছে, ছাড়িছে, ছাড়িবে জগতে জনিত দুঃখ ?
প্রীতির লয় রীতি ব্যাপার তব, লয়দার, অতি অদ্ভুত।

জানি চিরকাল, তাল তুমি নিজে খোদ !
তাই কি তোমার এত ভাল তাল বোধ ?
সঙ্গত করো প্রেম সঙ্গীতে সঙ্গীতে, দুখের পরম চালাও আড়াতে ?
জমানো প্রেমের খেলা রোদনের ছাড় রেলা।
এমনি বেতর উথানে উঠাও সম বিষাদের বোল্
কত সরস মুখের আনন্দ সুখের বোল্
কর চির তরে অনন্তে অবরোধ ?
হে তালেবর এ কেমন তব তাল বোধ ?

৩০

সংসার মৃদঙ্গে তোমার বড় বদ্ পরম !
দাও সুখ-সম মাঝে ছাড়ি বিষ বিষম
আনন্দ বরষায় যে বাজ বাজাও হাহাকার ধ্বনি সহজে উঠাও
ব্যাপিয়া হৃদয় ব্যোম
বোঝা দায় তব হায় সঙ্গত লয় তাল পরম মরম।

প্রণত পাদপগণ স্বশিরো ভূষণ ধন

দিতেছে হুতাসে পদে প্রণামী।

বিসখা করিতে, দেখ প্রদীপ্ত রৌদ্র বপু, বৈশাখ আসিছে নামি!

এ সাজানো সুখ শোভা অশেষ, তাহার মাঝে এ বেশ প্রবেশ

এ হেন কালে এ রুদ্র তালে

বলিবে কেনা বরাবর, হে তালেবর, বড় বেতালে?

৩৪

দেখি মহাকাল তব সাব বিচিত্র ব্যবহার—

নহে নূতন নিয়তই এই কর্ম্ম তোমার।

কিন্তু ধিক্ অনিত্য তব অস্থায়ী থিয়েটরে

সমধিক্ ধিক তব, পাকে প্রকারে স্টেজ্ পরম্পরা অ্যাক্ট কারবারে

ততোধিক ধিক প্রলয় ব্যাপারে।

কি অধিক কব দূর হতে তব

প্রণয় প্রলয় লয় পরমে করি বহু নমস্কার

অ্যাক্টারগণ হতে কাটি 'দণ্ড নামটি ধরা॥।

কি জানি সত্য কিনা তাহা তব ক্ষমতা অতীত?

তুমি খালি পরমেশ প্রদত্ত আদেশ পালনে রত

অসীম্ গাম্ভীর্য্যল অমায়িক নির্লিপ্ত নিষ্কাম'

তাহ'লে নিবেদিয়া, তাঁকে তবে, হে কাল, এ জগতি যাতনা জাল

তব সে বিশাল তূরীয় গুরু শেষ শবণে—

অনন্ত অগম নব প্র মানন্দ মনে—

যাঁহাতে অবাক্ত রহে মঙ্গলময় অপার অমৃত পরিণাম?

জানায়ো যে জগদেক নিরঞ্জন অচিন্ত্য চিরন্তন—

শ্রীতাঁর চরণ প্রান্তে প্রণাম।

তৃতীয় ভাগ কাব্যখণ্ড সমাপ্ত।